উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

গোধরা কাণ্ড নিয়ে সরব প্রধানমন্ত্রী ›› ৭

অনুপস্থিত শুভেন্দু, দিলীপ
রবিবার কলকাতায় বিজেপির কোর কমিটির বৈঠকে আমন্ত্রণ পেয়েও অনুপস্থিত থাকলেন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ। রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে প্রস্তুত বঙ্গ বিজেপি। ›› ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৭° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	৩৮° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	৩৮° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন

অনুষ্কাদের নিয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ বিরাটের ›› ১১

৩ চৈত্র ১৪৩১ সোমবার ৫.০০ টাকা 17 March 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 296

সময়ের কথা

দিশাহীন শিক্ষায় জীবিকা মরীচিকা

ডঃ অঞ্জন চক্রবর্তী

শিক্ষা আর জীবিকার সম্পর্ক বোঝার জন্য খুব একটা প্রথাগত শিক্ষার প্রয়োজন নেই- এটা অনেকটাই 'জলবৎ তরলং'। কিন্তু এই জলের মতো সহজ বিষয়টাই বর্তমান সময়কালে জটিলতম বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতের সামগ্রিক চিত্রের সঙ্গে আমাদের রাজ্য বা উত্তরবঙ্গের বিশেষ কোনও ফারাক নেই। অর্থাৎ প্রথাগত পড়াশোনা করে চাকরি বা সুস্থ মানের জীবনধারণ বা জীবিকা লাভ করা ক্রমশই মরুভূমিতে মরীচিকার মতো হয়ে উঠছে।

প্রশ্ন হল, কেন? তাহলে কি এই সুবিশাল ও ক্রমবর্ধমান শিক্ষাক্ষেত্র, যা নিত্যনতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষা, চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে বেমানান হয়ে পড়ছে? পড়ে কী হবে? কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে টোটো চালাবে? সার্বিক হতাশা থেকে এই প্রশ্নই এখন রাজ্য, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণী বা তাঁর অভিভাবকদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। এই দিশাহীনতাই চকচকে ভারতের বাস্তব।

একটু তলিয়ে দেখার সময় হয়েছে। কারণ, আমার মোটা বেতনটা ওই দিশাহীন হতাশ মানুষের করের থেকেই যে আসে। কিছু তথ্য দিলে আরও পরিষ্কার হবে। ১৪০ কোটির দেশে গড়পড়তা ২৫ কোটি ছেলেমেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়। আর এর মাত্র ২৮ শতাংশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। মানে ৭২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী হারিয়ে গেল। আর মাধ্যমিক স্তরেই হারিয়ে যায় বা স্কুলছুট হয় ২০-২১ শতাংশ। অথচ এ রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বাম আমলেই সর্বব্যাপী হয়ে গিয়েছিল। *এরপর দশের পাতায়*

অপেক্ষার অবসান।। *আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে স্পেসএক্স ড্রাগন ক্রু-১০ দলের সদস্যদের দেখে উচ্ছ্বসিত সুনীতা উইলিয়ামস ও বাচ উইলমোর। শীঘ্রই তাঁরা পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। (খবর সাতের পাতায়)*

কমিশনের কাছে নির্যাতিতা

ক্যাম্পের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ : জলপাইগুড়ির রানিনগরে বিএসএফের আবাসন ক্যাম্পে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া নাবালিকা ধর্ষণে সেখানকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের নারী ও শিশু সুরক্ষা কমিশনের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী। পাশাপাশি তিনি এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও পুলিশের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর সরাসরি দিল্লিকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রতিকার দাবি করবেন। আধাসেনার ক্যাম্পের কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টনীতে কীভাবে সবার নজর এড়িয়ে ওই নাবালিকা ঢুকল তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনন্যা।

রবিবার নির্যাতিতা সহ পরিবারের লোকেরা জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে এসে অনন্যা চক্রবর্তী সহ কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবি জানান। পাশাপাশি নির্যাতিতা সহ পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দেয় কমিশন। পরে এদিন অনন্যা সাংবাদিকদের বলেন, 'অভিযুক্ত ধৃতের সঙ্গে ওই নাবালিকার সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুত্ব হয়েছিল। বাবা-মা ক্যাম্প আবাসনে না থাকায় সুযোগে ধৃত নাবালক মেয়েটিকে ভুল বুঝিয়ে সেখানে এনে আটকে রাখে ও অত্যাচার চালায়। নাবালিকা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে পরিবারকে ঘটনার কথা জানায়। এরপর পুলিশ গিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার ও মেয়েটিকে উদ্ধার করে। ঘটনায় ক্যাম্প আবাসনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কীভাবে বাইরের বাসিন্দা ওই নাবালিকা ক্যাম্পে ঢুকল? এ থেকে বোঝা যাচ্ছে বিএসএফ ক্যাম্পে যে কেউ যখন-তখন ঢুকতে পারে। এখানে কোনও নিরাপত্তা নেই।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, গত মঙ্গলবার একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া ওই নাবালিকা পরীক্ষা শেষে বান্ধবীর বাড়িতে থাকবে বলে পরিবারকে জানিয়েছিল। কিন্তু বুধবার রাতে সে বাবাকে ফোন করে রানিনগর বিএসএফ ক্যাম্পের আবাসনে তাকে আটকে রাখা ও যৌন নির্যাতন চালানোর কথা জানায়।

এরপর দশের পাতায়

ফের বালুচ হামলা, খতম ৯৫ পাক সেনা

কোয়েটা, ১৬ মার্চ : বালুচিস্তানে প্রশ্নের মুখে পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণ। আবার বালুচ বিদ্রোহীদের হামলা। নিশানা সেই পাক সেনা। আত্মঘাতী হামলায় ৯০ জন সেনার প্রাণ গিয়েছে বলে বালুচ লিবারেশন আর্মির দাবি। ঘটনাটি শনিবারের। তবে সেখানেই শেষ নয়। একইদিনে একটি বাসকে বিদ্রোহীরা আইইডি বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ায় মৃত্যু হয়েছে আরও ৫ পাক সেনার।

ফলে বালুচিস্তান প্রদেশে এখন কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে পাক প্রশাসনকে। পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পর বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির এমন তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়নি ইসলামাবাদের শাসকদের। প্রথমে চলতি সপ্তাহের শুরুতে আস্ত ট্রেন হাইজ্যাক, সেনা ও রেলযাত্রী মিলিয়ে ২১৪ জন পণবন্দিকে হত্যা, সেনা কনভয়ে হামলার পর শনিবার এল জোড়া ধাক্কা।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে সেনা কনভয় কোয়েটা থেকে তাফতান যাওয়ার পথে। *এরপর দশের পাতায়*

মৃত বলেও ফের ভর্তি শিশুকে

সৌরভ দেব ও শতাব্দী সাহা

জলপাইগুড়ি ও চ্যাংরাবান্ধা, ১৬ মার্চ : ...মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের কাদম্বরীর মতো এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

প্রসূতির পরিবারকে জানানো হয়েছিল, নবজাতক মারা গিয়েছে। আপনারা এসে মৃতদেহ নিয়ে যান। মৃত্যুর শংসাপত্রও তৈরি করে রেখেছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সেইমতো পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহ আনতে হাজির হয়েছিলেন হাসপাতালে। কিন্তু তারপরেই যা ঘটল, তা রীতিমতো শিউরে ওঠার মতো। পরিবারের সদস্যরা দেখতে পান, সেই শিশু বেঁচে রয়েছে! এরপরেই তড়িঘড়ি তাকে পুনরায় ভর্তি করে নেওয়া হয় হাসপাতালে। ছিঁড়ে ফেলা হয় মৃত্যুর শংসাপত্র। যদিও শেষরক্ষা হল না। রবিবার সেই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪১ কামাত চ্যাংরাবান্ধা হক মঞ্জিল এলাকার বাসিন্দা রেশমি খাতুন শুক্রবার রাতে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। তারপর দু'দিন ধরে এই নাটকের পর এখন শোকের ছায়া নেমে এসেছে শিশুটির পরিবার তথা এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই শিশুর মৃত্যু হয়েছে, এই অভিযোগ করে, বিচার চেয়ে রবিবার হাসপাতাল চত্বরেই পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছে শিশুর পরিবার। এ প্রসঙ্গে শিশুটির ঠাকুমা সাকিনা বিবি বলেন, 'গত সোমবার থেকে আমার বৌমা জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে পেটে যন্ত্রণা নিয়ে। শুক্রবার সন্ধ্যায় যন্ত্রণা অত্যধিক হয় এবং হাসপাতালের শয্যাতেই বাচ্চা প্রসব হয়ে যায়। এরপর আমি কর্তব্যরত নার্সকে ডাকি। বিষয়টি বলতেই তিনি বাচ্চা ও বৌমাকে লেবার রুমে নিয়ে যান। লেবার রুমে নিয়ে বাচ্চাকে হিটারের সামনে দেয় আর বৌমাকে বেডে উঠিয়ে দেয়। বৌমাকে চিকিৎসার পরে লেবার রুমের বাইরে বের করে দেয়। কিন্তু বাচ্চাকে দেয়নি। আমি বাচ্চাকে নিতে গেলে নার্স জানায়, ও মারা গিয়েছে, নিয়ে আর কী করবেন? পরদিন সকাল দশটায় এসে বাচ্চার মৃতদেহ নিয়ে যাবেন।'

মর্মান্তিক।। *চ্যাংরাবান্ধায় সেই শিশুর বাড়িতে এখন শোকের ছায়া।*

> **বাঁচানো গেল না**
>
> ■ কোচবিহারের এক বধূ পেটে যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে
>
> ■ শুক্রবার প্রসবের কিছুক্ষণ পর নার্স জানায়, শিশুর মৃত্যু হয়েছে
>
> ■ শনিবার দেহ নিতে গেলে দেখা যায় সে জীবিত, তারপর আবার তাকে ভর্তি করা হয়
>
> ■ শেষে রবিবার সকালে শিশুটির মৃত্যু হয়

সেইমতো শনিবার সকাল দশটায় সাকিনারা গিয়েছিলেন হাসপাতালে। ১২টারও পর বাচ্চার দেহ যখন তাঁদের দেওয়া হয়, তাঁরা দেখেন সে তো নড়াচড়া করছে! সাকিনা বলেন, 'বাচ্চা জীবিত থাকার কথা আমি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে জানাতেই তারা আমার হাতের থেকে বাচ্চার মৃত্যুর শংসাপত্র কেড়ে নেয়। এরপর তারা বাচ্চাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয় আর বলে আধ ঘণ্টা পরে আসতে।' এরপর বাচ্চাকে আইসিইউতে রাখে। রেশমির দাবি, রবিবার সকালেও তিনি বাচ্চাকে জীবিতই দেখেছেন। তার একটু পরেই বলা হয় বাচ্চার মৃত্যু হয়েছে। এবার সত্যি সত্যি।

ঘটনা প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'নবজাতকের মৃত্যু ঘিরে একটা সমস্যা হয়েছে বলে মৌখিকভাবে জানতে পেরেছি। যেটুকু জেনেছি তা হল, অপরিণত শিশু হিসেবে জন্ম নিয়েছিল ওই সদ্যোজাত। তাকে বাঁচানোর সবরকম চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সে মারা যায়। আমি ওই ঘটনার সমস্ত রিপোর্ট চেয়েছি প্রসূতি বিভাগের কাছে।'

কিন্তু এমএসভিপির আশ্বাসে শিশুটির পরিজনদের চোখের জল বাঁধ মানছে না। মৃত শিশুর ঠাকুরদা সহিদুল ইসলাম বলেন, 'শুক্রবার আমার যে নাতিকে মৃত বলে প্রায় ১৪ ঘণ্টা বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখেছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, শনিবার সেই নাতি কী করে বেঁচে উঠল? আবার রবিবার মারা গেল! সমস্তটাই হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে।'

এরপর দশের পাতায়

দুর্ঘটনার পর পুলিশের ওপর চড়াও

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৬ মার্চ : হোলির রাতে দুর্ঘটনার পর আচমকা উত্তেজনা ছড়ায় ধূপগুড়ি ব্লকের গিলান্ডি এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পুলিশ যাওয়ার পর তাদেরও এলাকাবাসীর ব্যাপক ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। পরে ধূপগুড়ি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেইলসন লেপচা ও বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

হঠাৎ দুর্ঘটনা কেন মারধরে বদলে গেল? স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, ওই রাতে একটি বাইকে দুজন মিলে সজনাপাড়ার দিক থেকে ধূপগুড়ি আসছিল। তখন বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। তারপর আরেকটি গাড়িতে ধাক্কা মারে। এই ঘটনার পর স্থানীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা অভিযোগ করে, বাইকের চালক অপ্রকৃতিস্থ ছিল। বাইকে থাকা দুজনকে আটকে রেখে মারধর করতে থাকে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এলাকাবাসী পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখায়।

পুলিশ সেই রাতের ঘটনা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চায়নি। তবে হামলাকারী বাসিন্দাদের মধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বাইকে থাকা দুজনকে আটক করে নিয়ে আসা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, বাকিদের খোঁজ চলছে। তাদেরও গ্রেপ্তার করা হবে।

এদিকে, পুলিশের ধরপাকড়ের জেরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ভয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে কেউ মুখ খুলছে না। পরিচয় গোপন রাখার শর্তে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'বাইকচালক আচমকা একজনকে ধাক্কা মারতেই সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ওরা মদ্যপ অবস্থায় ছিল। সেজন্য ক্ষোভ আছড়ে পড়ে।' এদিকে পুলিশের এক অফিসারের কথায়, ঘটনাস্থলে ইচ্ছাকৃতভাবেই ঝামেলা বাড়ানো হয়েছিল এবং পুলিশকে টার্গেট করা হচ্ছিল। এটা বুঝতে পেরেই বাড়তি পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

সেরা উত্তরকে

উত্তরের সেরা স্বীকৃতি

মেধার সন্ধান। মেধার সম্মান। সাহিত্যমেধার অন্বেষণ, উত্তরবঙ্গের আট জেলাজুড়ে। খুঁজে আনা সাহিত্যের সেইসব অত্যুজ্জ্বল মণিকণা, যাঁদের মধ্যে রয়েছে আগামীদিনে হীরকখণ্ড হয়ে ওঠার দ্যুতি। যাঁরা জুড়েছেন শব্দ। বুনেছেন কথা। দুঃখ-সুখের, সমসময়ের। সেরা সাহিত্যিকদের বিচারে, উত্তরের কৃতীদের সেরার স্বীকৃতি।

সেরা গল্পকার	সেরা প্রাবন্ধিক	সেরা কবি
প্রথম হিমাংশু রায় মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০	প্রথম মৌমিতা আলম মুন্সিপাড়া, জলপাইগুড়ি পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০	প্রথম অনিন্দ্য সরকার বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় শুভঙ্কর দাস শিলিগুড়ি পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০	দ্বিতীয় সব্যসাচী ঘোষ মালবাজার, জলপাইগুড়ি পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০	দ্বিতীয় সোমা দে দমনপুর, আলিপুরদুয়ার পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পিনাকী সেনগুপ্ত দলসিংপাড়া টি গার্ডেন, জলপাইগুড়ি পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০	তৃতীয় লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার রতুয়া, মালদা পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০	তৃতীয় বিটু দাস মালতীপুর, মালদা পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০

নবীন প্রতিভার সন্ধানে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ সাহিত্য সম্মান ২০২৪-২৫

মোট পুরস্কারমূল্য ₹৩ লক্ষ

বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণে, বিষয় নির্বাচনে এবং গুণগত মানে সব সেরা সাহিত্যিকদের বিস্মিত করেছে তরুণ প্রজন্ম। প্রবীণ সাহিত্যিকদের বিচারে, সেরা নবীন সাহিত্যিকদের তাই খুঁজে নেওয়াটা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। নব আনন্দে, নবীন মন্ত্রে সাহিত্যধারার বাঁকবদলে উত্তরের শতসহস্র নবীন প্রতিভা যে আগামীদিনে তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবে, এ বিষয়ে নিশ্চিত উত্তরবঙ্গ সংবাদ। বিজয়ীদের পাশাপাশি সাহিত্য সম্মানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সাহিত্যসেবীকে কুর্নিশ, অভিবাদন।

সেরার স্বীকৃতিকে সম্মান জানানোর তারিখ ও স্থান জানতে নজর রাখুন পরবর্তী বিজ্ঞাপনে

বেটিং বিবাদে চলল গুলি

হোলির রাতে মালদায় জখম ১

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৬ মার্চ : ক্রিকেটের বেটিং সংক্রান্ত ঝামেলা বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল। হোলির রাতে ফের তা নিয়ে দুই পক্ষের গণ্ডগোলে চলল গুলি। ঘটনাস্থলে গুলিবিদ্ধ হলেন মালদা শহরের এক বাসিন্দা। ওই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক জোড়া কার্তুজ।

গুলিবিদ্ধ চল্লিশোর্ধ্ব ব্যক্তির নাম বিপ্লব ঘোষ। বাড়ি মালদা শহরের পুড়াটুলি এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় একদল তরুণের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। সেসময় পুড়াটুলি এলাকায় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন বিপ্লব ঘোষ। কৌতূহলবশত ঘটনাস্থলের দিকে এগোতেই ঘটে বিপত্তি। গুলিবিদ্ধ হন তিনি।

আহত বিপ্লব ঘোষ জানান, 'বাড়িতে দিদিরা এসেছিল। আমি চায়ের জন্য দুধ-চিনি আনতে যাচ্ছিলাম। সেসময় ওই এলাকায় দু'পক্ষের মধ্যে কোনও কারণে গণ্ডগোল চলছিল। আমি সেখানে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাই। ওরা মদ্যপ অবস্থায় ছিল। উত্তম মণ্ডল নামে একজন আগ্নেয়াস্ত্র বের করে দুই রাউন্ড গুলি চালায়। একটি গুলি আমার বাম হাতে লাগে। গুলির আঘাতে হাতের হাড় ভেঙে গিয়েছে। হাতের বদলে গুলি অন্য কোথাও লাগলে হয়তো আমার মৃত্যু হত। আমি ওদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

গুলিবিদ্ধ বিপ্লব ঘোষ। রবিবার। -সংবাদচিত্র

তাঁর সংযোজন, 'এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে বহিরাগতদের আনাগোনা বেড়েছে। এখানে মদের আসর বসছে। বহিরাগতরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসে অপরাধ করছে। উত্তম মণ্ডল ঘটনার পর থেকে পলাতক। পুলিশ ওর পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খোঁজ চালাচ্ছে। শুনেছি, উত্তম এর আগে অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে জেল খেটেছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় বর্মন বলেন, 'শুনলাম, গতকাল রাতে কথা কাটাকাটি থেকে নাকি গুলি চালানো হয়েছে। আগে এই এলাকায় এধরনের ঘটনা ঘটেনি। কিছু বাইরের লোকজন এসে পরিবেশটা নষ্ট করে দিচ্ছে। মদের আসরও বসছে।'

জেলা পুলিশের তরফে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গত দু'মাস ধরে উত্তম মণ্ডল, সুব্রত দাস, রোহিত মণ্ডল ও তনুজ মণ্ডলের মধ্যে ক্রিকেটের বেটিং সংক্রান্ত ঝামেলা চলছিল। গতকাল ফের মদ্যপ অবস্থায় উত্তম ও তনুজের মধ্যে বেটিংয়ের টাকা নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়। সেইসময় উত্তম ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায়। খানিক সময় পর সে সুব্রত দাসের সঙ্গে ঘটনাস্থলে ফিরে আসে। এরপরেই উত্তম আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তনুজকে লক্ষ করে গুলি চালায়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ওই গুলি বিপ্লব ঘোষের হাতে লাগে। ঘটনার তদন্তে নেমে সুব্রত দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার হেপাজত থেকে একটি সাত মিলিমিটারের পিস্তল ও ২ রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। উত্তম মণ্ডলের খোঁজে এখনও তল্লাশি জারি রয়েছে। এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মাহুত কম, জলদাপাড়ায় সমস্যা এলিফ্যান্ট রাইডিংয়ে

অফলাইনে টিকিটে ভোগান্তি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৬ মার্চ : অফলাইনে টিকিট দেওয়ার নিয়ম চালু হতেই শুরু হয়েছে হাজারও সমস্যা। ফলে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ঘুরতে আসা পর্যটকদের প্রতিনিয়ত হয়রান হতে হচ্ছে। কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইডের টিকিটের জন্য দীর্ঘসময় কাউন্টারের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। অনেকে আবার সারাদিন লাইন দিয়েও টিকিট পাচ্ছেন না। এমনকি সম্প্রতি টিকিটের লাইন দেওয়াকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লে মাদারিহাট থানার পুলিশকে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। পুরো ঘটনায় পর্যটকরা বন দপ্তরের ওপর ভয়ানক ক্ষুব্ধ।

গত ২৭ ডিসেম্বর হঠাৎই বিনা নোটিশে অনলাইনের বদলে অফলাইন টিকিট বুকিংয়ের ব্যবস্থা চালু হয়। প্রথম অবস্থায় সমস্যা না হলেও জানুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর থেকেই ভিড় বাড়তে থাকে কাউন্টারে। রবিবার দুর্গাপুর থেকে জলদাপাড়া ঘুরতে এসেছিলেন দেবাশিস নন্দী। তিনি জানালেন, সকাল ১০টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। কাউন্টার খুলেছে ১২টায়। বলা হয়, সেখানে শুধুমাত্র বেলা দেড়টার কার সাফারির জন্য টিকিট দেওয়া হবে। আর বিকাল সাড়ে তিনটার কার সাফারির টিকিট দেওয়া হবে দুটো থেকে। আবার হাতি রাইডিংয়ের টিকিট দেওয়া হবে সন্ধ্যা ৬টা থেকে।

সমস্যায় পর্যটকরা

- কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইডের টিকিটের জন্য দীর্ঘসময় কাউন্টারের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে
- অনেকে সারাদিন লাইন দিয়েও টিকিট পাচ্ছেন না
- সম্প্রতি টিকিটের লাইন দেওয়াকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে
- মাদারিহাট থানার পুলিশকে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়

তাঁর কথায়, 'এইভাবে নিয়মের জাঁতাকলে পড়ে আমাদের একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল। অথচ একসঙ্গেই যদি সবগুলি টিকিট দেওয়া হত তবে এইভাবে হয়রান হতে হত না।' একই সমস্যায় পড়তে হয়েছে কোচবিহার থেকে ঘুরতে আসা টুম্পা গুহদেরও। এর জেরে কালোবাজারি বা দালালচক্র সক্রিয় হয়ে ওঠার আশঙ্কাও করছেন অনেকে।

জলদাপাড়া ঘুরতে আসা পর্যটকদের ভিড় সাফারির টিকিট বুকিং কাউন্টারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গাইড জানালেন লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে প্রায়ই হাতাহাতি হচ্ছে পর্যটকদের মধ্যে। সমস্যায় পড়ছেন বয়স্ক এবং মহিলারা। তাঁর কথায়, 'আমরাও চাই অনলাইন টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা আবার চালু হোক।'

এবিষয়ে মাদারিহাট প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের রেঞ্জ অফিসার মণীন্দ্র মহন্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'অনলাইনে টিকিট বুকিংয়ের ব্যবস্থা থাকায় সকলেরই খুব সুবিধা হত। আমরাই এই ব্যবস্থা একটি সংস্থার মাধ্যমে চালু করেছিলাম। হঠাৎই সেই সংস্থা কেন এটা বন্ধ করল জানি না। তবে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ওই সংস্থাকে চিঠি দিয়েছে বলে শুনেছি।'

অন্যদিকে, জলদাপাড়ায় এলিফ্যান্ট রাইড নিয়েও সমস্যা শুরু হয়েছে। বর্তমানে ওখানে রাইডিংয়ের জন্য পাঁচটি হাতি বরাদ্দ রয়েছে। এরমধ্যে ডায়না নামের হাতিটি বর্তমানে ছুটিতে। কারণ তার মাহুত বিনোদ ওরাওঁ মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। সম্প্রতি মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসের কোয়ার্টারে যে দুই খুন ও একজন আত্মঘাতী হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন বিনোদের মা, ছেলে ও ভাই। সেইজন্য বিনোদকে রাইডিংয়ে পাঠানোর ঝুঁকি আপাতত নিচ্ছেন না বনকর্তারা। আর একটি হাতিকে প্রায়ই রিজার্ভে রাখতে হচ্ছে ভিআইপি ও ভিভিআইপিদের জন্য। ফলে বেশিরভাগ সময় তিনটি হাতির টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। শুধুমাত্র সকালে তিনটি ট্রিপে তিনটি হাতির পিঠে চড়তে পারবেন ৩৬ জন। কিন্তু সেখানে চাহিদা থাকে প্রায় ৫০ জনের।

> অনলাইনে টিকিট বুকিংয়ের ব্যবস্থা থাকায় সকলেরই খুব সুবিধা হত। আমরাই এই ব্যবস্থা একটি সংস্থার মাধ্যমে চালু করেছিলাম। হঠাৎই সেই সংস্থা কেন এটা বন্ধ করল জানি না। তবে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ওই সংস্থাকে চিঠি দিয়েছে বলে শুনেছি।
>
> -মণীন্দ্র মহন্ত *রেঞ্জ অফিসার, মাদারিহাট প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্র*

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

আজ টিভিতে

ভিডিও বৌমা রাত ৮.০০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ গ্যাঁড়াকল, ১০.০০ কুরুক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, বিকেল ৪.০০ টোটাল দাদাগিরি, সন্ধে ৭.৩০ বিদ্রোহ, রাত ১০.৩০ খোকাবাবু, ১.০০ স্মৃতি মেদুর

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সংঘর্ষ, বিকেল ৪.৪৫ মন মানে না, সন্ধে ৭.৩০ টাইগার, রাত ১০.১০ জেনারেশন আমি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পিতা মাতা সন্তান, দুপুর ২.৩০ আসল নকল, বিকেল ৫.০০ টনিক, রাত ১০.০০ কলঙ্কিনী বধূ, ১.০০ লালমহল

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সীমন্তরাগ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ পরিবার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মাদার

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৪৬ দ্য রিয়েল টাইগার, বিকেল ৪.৩৬ মাস, সন্ধে ৭.৩০ আই, রাত ১০.৪৩ জখমি অওরত

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৩২ সূর্যা : এসথ্রি, বিকেল ৪.২৬ টাইম স্টোরি, সন্ধে ৭.৩০ রক্ষাবন্ধন, রাত ৯.৫১ দ্য উইচ-টু-দ্য আদার ওয়ান

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০৪ আবেশম, বিকেল ৩.২২ পার্কিং, ৫.৫৩ মঞ্জুলিক রিটার্নস-টু, রাত ৮.০০ গডফাদার, ১০.৪৪ বীরা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৪৮ কঞ্জুস মক্ষীচুস, দুপুর ২.৫২ শর্মাজি নমকিন, বিকেল ৪.৫৫ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, রাত ৯.০০ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, ১১.২৮ এনএইচ ১০

মুভিজ নাউ : দুপুর ২.৪৩ আইস এজ : কলিশন কোর্স, বিকেল ৪.১৬ দ্য নিউ মিউট্যান্টস, ৫.৪৫ দ্য ওয়েডিং গেস্ট, রাত ৮.৪৫ টুমরো নেভার ডাইজ, ১০.৪৪ দ্য বুক অফ লাইফ

টনিক বিকেল ৫.০০ জি বাংলা সিনেমা

কঞ্জুস মক্ষীচুস দুপুর ১২.৪৮ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

টুমরো নেভার ডাইজ রাত ৮.৪৫ মুভিজ নাউ

হট লাইফ আফ্রিকা বিকেল ৫.৪৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

জঙ্গলে জোরে গান বাজিয়ে বনকর্মীদের নাচ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : কথায় বলে, রক্ষকই ভক্ষক। তার উদাহরণ দেখা গেল বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে। অভিযোগ, হোলির দিন, শনিবার বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে সাউন্ড বক্সে উচ্চগ্রামে গান চালিয়ে উদ্দাম নাচে শামিল হলেন ডাবগ্রামের রেঞ্জ অফিসার প্রমীকা লামা সহ অন্য বনকর্মীরা। চলে পিকনিকও। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

বন্যপ্রাণ রক্ষায় জঙ্গলগুলিতে পিকনিক করা, উচ্চগ্রামে গান-মাইক-ডিজে বাজানোয় নিষেধ রয়েছে বন দপ্তরেরই। আর যে কোনও উৎসবের মরশুমে জঙ্গলে এইসব অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কড়া নজরদারি চালান বনকর্মীরাই। তবে এবার খোদ বন দপ্তরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধেই নিয়মভঙ্গের অভিযোগ উঠল। যদিও অভিযোগ মানতে চাননি প্রমীকা। তাঁর সাফাই, 'ডিউটি করে সবাই সামান্য হোলি খেলেছে। খুব জোরে গান চালানো হয়নি।'

যদিও সেই ভাইরাল ভিডিও কিন্তু অন্য কথা বলছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে গায়ে বন দপ্তরের উর্দি চাপিয়ে, সাউন্ড সিস্টেমে জোরে গান চালিয়ে, খানিকটা বেসামালভাবেই নাচানাচি করছেন বনকর্মীরা। পাশেই রয়েছে পিকনিকের জমজমাট আয়োজন। নাচে শামিল হয়েছিলেন ডাবগ্রামের রেঞ্জ অফিসারও।

বনকর্মীদের এই নাচের ভিডিও নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। -সংবাদচিত্র

এই ভিডিও দেখার পর সমালোচনা শুরু করছে নানা মহলে। প্রশ্ন উঠছে, যাঁদের হাতে বনরক্ষার দায়িত্ব, যাঁরা সাধারণ মানুষকে জঙ্গলের নিয়ম মানতে বাধ্য করবেন, তাঁরাই যদি নিয়মের তোয়াক্কা না করে খেয়ালখুশিমতো কাজ করেন জঙ্গল এলাকায়, তাহলে বাকিদের কাছে কী বার্তা পৌঁছাবে? বন্যপ্রাণ রক্ষার জন্য বন দপ্তর লাগাতার যে উদ্যোগ নেয়, এমন ঘটনা সামনে এলে তো সেসব সচেতনতামূলক প্রচার কার্যত জলেই যাবে। বলছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

এই ভিডিও দেখে নিন্দার ঝড় উঠেছে বহু জায়গায়। অনেকে বলছেন, হোলির আনন্দে সকলেই শামিল হতে পারেন। তবে সেটা জঙ্গলের নিয়ম অমান্য করে করা কখনোই উচিত নয়।

এবিষয়ে পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু বলেন, 'এমন ঘটনা মোটেই কাম্য নয়। কয়েক দিন আগেই দোলে নজরদারি চালাতে এবং বন্যপ্রাণের সুরক্ষায় স্পেশাল টিম গঠন করেছিল বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশন। এত কিছুর পর বনকর্মীদের কাছ থেকেই এমন কাজ আশা করা যায় না। বনাঞ্চলে শান্তি বিঘ্নিত করে যাঁরা উর্দি পরে এমন কাজ করেছেন, তাঁরা ঠিক করেননি।' একই সুরে পরিবেশপ্রেমী সুজিত রাহা বলেন, 'নিজের বিবেক কাজে লাগিয়েই তো বুঝতে পারা উচিত যে কোনটা ঠিক এবং কোনটা ভুল। নিজের সীমাকে লঙ্ঘন করে এমন কাজ যাঁরা করেছেন তাঁরা খুবই নিন্দনীয় কাজ করেছেন। মানুষের নিজের

লাঠি, হাঁসুয়ার হামলায় হত তরুণ

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৬ মার্চ : পুরোনো গণ্ডগোলের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কালিয়াচক থানার চরিঅনন্তপুর পঞ্চায়েতের গোয়ালপাড়া এলাকা। দুপক্ষের লাঠি, হাঁসুয়া নিয়ে সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে একজনের। নিহত তরুণের নাম বিকাশ ঘোষ(২৯)। তাঁর বাড়ি চরিঅনন্তপুর পঞ্চায়েতের গোয়ালপাড়া গ্রামে। আহত হয়েছেন আরও চারজন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন মূল অভিযুক্ত মনোজ ঘোষ ও তার ভাই ছোটন ঘোষ, গুরুতর জখম হয়েছেন নিহত বিকাশ ঘোষের দাদা অমল ঘোষ। আহতরা মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালিয়াচক থানা ও গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির বিশাল পুলিশবাহিনী। তাঁদের দেখে দুই পক্ষের দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। তারপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাতেই পুলিশ দুই পক্ষের মোট পাঁচজনকে আটক করে। মূল অভিযুক্ত মনোজ ঘোষ জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। সেও পুলিশের নজরদারিতে রয়েছে। সংঘর্ষের প্রসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, 'পুরোনো বিবাদের জেরে একটি ঘটনা ঘটেছে। দুপক্ষের ঝামেলায় বিকাশ ঘোষের মৃত্যু হয়েছে। কয়েকজন আহত হয়েছেন। এলাকায় পুলিশের টহলদারি চলছে। দুই পক্ষের পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

ঘটনার সূত্রপাত সরস্বতীপুজোর সময়। অভিযোগ, সেই সময় মনোজ ঘোষের এক ভাইকে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে বিকাশ ঘোষ ও তার দলবল। শনিবার রাতে বিকাশ তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই সময় মদ্যপ অবস্থায় মনোজ ঘোষ তাদের পথ আটকায় এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। তারপরেই দুপক্ষের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। দুপক্ষই লাঠি, হাঁসুয়া নিয়ে মারামারি শুরু করে। মনোজ ঘোষের দলবল বিকাশের মাথায় ও দেহের বেশ কয়েক জায়গায় ধারালো হাঁসুয়ার কোপ মারে। ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। দুপক্ষ একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পালটা মনোজ ঘোষ আর তার ভাইকেও এলোপাতাড়ি হাঁসুয়ার কোপ মারা হয় বলে অভিযোগ।

নিহতের দিদি ভারতী ঘোষের বক্তব্য, 'আমার ভাই চায়ের দোকান চালাত। এদিন মোটরবাইক নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় মনোজ ঘোষ ও তার দলবল ভাইয়ের পথ আটকে গালিগালাজ শুরু করে। তারপরে হাঁসুয়া নিয়ে আমার ভাইকে কোপাতে শুরু করে। আমার এক দাদাকেও কোপানো হয়েছে। তার মাথা আর হাতে হাঁসুয়ার কোপ মারা হয়েছে। আমরা অভিযুক্তদের শাস্তি চাই।'

টি অকশন কমিটির শিবির

জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ : জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র চালুর আগে ক্রেতা, বিক্রেতা ও ব্রোকারদের জন্য নর্থবেঙ্গল টি অকশন কমিটি বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করেছে। সোমবার শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে টি ট্রেডিং অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে এই শিবির হবে। চা নিলাম কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পুরজিৎ বক্সী গুপ্ত বলেন, 'আগামী ৩১ মার্চ থেকে জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে অনলাইনে লাইভ চা নিলাম প্রক্রিয়া শুরু হবে। ইতিমধ্যে ১০ মার্চ নিলামের মক টেস্টে ভালো সাড়া মিলেছে। কিন্তু ৩১ মার্চ চূড়ান্তভাবে চা নিলাম শুরুর আগে আরও ভালোভাবে ক্রেতা, বিক্রেতা ও ব্রোকারদের কাছে পৌঁছাতে এই বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।' শিবিরটি সকাল ১১টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত চলবে। ২০১৫ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়ার এক দশক পর জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র ফের চালু হতে চলেছে।

কর্মখালি

প্রচুর সিকিউরিটি গার্ড ও সু-পারভাইজার চাই। বেতন 12,000/- +OT+PF+ESI সহ থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি আছে। M :- 7431833641, 9775539686. (115248)

শিক্ষা

ছাত্রছাত্রীদের নির্ভুল ইংরেজি দ্রুত শেখাতে ফ্রি কোচিং। একটি বই ১৫০/- কিনতে হবে। M-9733565180, শিলিগুড়ি। (C/115243)

বেঁধে বাঁশপেটা দম্পতিকে

জমি দখলকে কেন্দ্র করে অশান্তি রায়গঞ্জের বীরঘইতে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৬ মার্চ : জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের ঝামেলা। তাতেই রণক্ষেত্র। হাত-পা বেঁধে দম্পতিকে বাঁশপেটা করার অভিযোগ উঠল রবিবার। ঘটনাটি রায়গঞ্জ থানার বীরঘই পঞ্চায়েতের চেরামাটি গ্রামের। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দম্পতিকে হাত-পা বেঁধে বাঁশপেটা করা হয়। সেই সময় বাধা দিতে গেলে তাঁদের ছেলেকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার খবর যায় রায়গঞ্জ থানায়। পুলিশ জখম দম্পতিকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি অভিযুক্ত দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের একজন আসিমুদ্দিন শেখ, অপরজনের নাম বেলাল রহমান। ধৃত দুজনেরও বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের চেরামাটি গ্রামে।

এভাবেই বেঁধে বাঁশ দিয়ে পেটানো হয় ওই দম্পতিকে। -সংবাদচিত্র

ধৃতদের রবিবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক বেলাল রহমানকে জামিন দিলেও আসিমুদ্দিন শেখকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ বলেন, 'জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের সংঘর্ষে গুরুতর জখম দম্পতি। রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।'

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা আনোয়ার আলির বাড়ি সংলগ্ন জমিতে জবরদখল করে, বাঁশের খুঁটি বসিয়ে ঘর তোলার চেষ্টা করছিল। সেসময় রাকিবুল আলি ও তার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্ত্রী বাধা দিতে গেলে তাদের হাত-পা বেঁধে বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন দম্পতি। মা-বাবাকে বাঁচাতে গেলে বেধড়ক মারধর দেওয়া হয় ছেলে রাকিবুল আলিকেও। এরপর স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে। এই ঘটনায় জখম আনোয়ার আলির ছেলে রাকিবুল আলি রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, 'এই ঘটনায় অভিযোগ ও পালটা অভিযোগ দায়ের হয়েছে। দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। পুরোনো কোনও বন্ধুর দেখা পেয়ে আনন্দ। বৃষ : দীর্ঘদিনের কোনও আশা পূরণ হবে। সামান্য কথা নিয়ে পরিবারে ভুল বোঝাবুঝি। মিথুন : বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হতে পারে। পেটের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। কর্কট : বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি। কোনও গুণী মানুষের সান্নিধ্যে আনন্দ। সিংহ : বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে। নিকট আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কন্যা : বহুদিন পরে কোনও প্রিয়জনকে কাছে পেয়ে আনন্দ। মূল্যবান কোনও জিনিস হারাতে পারে। তুলা : কাউকে যাচাই না করে টাকা ধার দেবেন না। গাড়ি ও বাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। বৃশ্চিক : কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। সম্পত্তি মামলায় সমস্যা এখনই কাটবে না। ধনু : বাবার শরীর নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তা থাকবে। একাধিক উপায়ে টাকা উপার্জনের সম্ভাবনা। মকর : বাবার সঙ্গে নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে খুশি। কুম্ভ : ব্যবসার জন্যে টাকা ধার করতে হতে পারে। প্রেমে শুভ। মীন : অফিসে আপনার জনপ্রিয়তা বাড়বে। বাড়ি সারানোর কাজে নেমে সমস্যা হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ চৈত্র, ১৪৩১, ভাঃ ২৬ ফাল্গুন, ১৭ মার্চ, ২০২৫, ৩ চ'ত, সংবৎ ৩ চৈত্র বদি ,১৬ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫০, অঃ ৫।৪৩। সোমবার, তৃতীয়া অপরাহ্ণ ৫।১১। চিত্রানক্ষত্র দিবা ১২।৫৬। ধ্রুবযোগ দিবা ২।১৫। বিষ্টিকরণ অপরাহ্ণ ৫।১১ গতে ববকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১২।৫৬ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, অপরাহ্ণ ৫।১১ গতে নৈর্‌ঋতে। কালবেলাদি ৭।১৯ গতে ৮।৪৮ মধ্যে ও ২।৪৪ গতে ৪।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৫ গতে ১১।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, অপরাহ্ণ ৪।৩৯ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৫।১১ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ১১।১৫ গতে ২।২০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

যাতায়াতের একমাত্র রাস্তার বেহাল দশা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৬ মার্চ : বাসিন্দাদের যাতায়াতের জন্য একমাত্র রাস্তা। এখনও রাস্তাটি মাটির রয়েছে। কংক্রিট বা বিটুমেন তো দূরের কথা। রিভার বেড মেটিরিয়ালটুকুও পর্যন্ত পড়েনি। চড়াই উতরাই কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে জীবন যুদ্ধ চলে স্থানীয়দের। এতে ভোগান্তির শেষ নেই।

কথা হচ্ছে ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি ১৬/৯১ নম্বর বুথে নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশন পেরিয়ে রাস্তাটির। পাশে রয়েছে বাগজান নদী। বর্ষাকালে নদীর জল উপচে বসতবাড়ি ও রাস্তায় চলে আসে। এভাবেই চলছে বছরের পর বছর।

বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষ্মী অধিকারীর কথায়, 'অনেকদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থা। কোনও যানবাহন ভেতরে আসতে চায় না। প্রশাসনের তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' যদিও ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নীলিমা রায়ের বক্তব্য, 'পঞ্চায়েত সমিতি রাস্তাটির জন্য অর্থবরাদ্দ করেছে। তাড়াতাড়ি রাস্তাটির কাজ শুরু হবে। তাহলেই আর কোনও সমস্যা থাকবে না।'

ময়নাগুড়ি শহরের পাশে ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। এরই একটি অংশ আমবাড়ি। রেল স্টশনের একদিকে পুরসভা। আরেকদিকে পঞ্চায়েত এলাকা। স্কুল, কলেজ, হাট, বাজার, অফিস সবটাই শহরমুখী। এলাকার কৃষিপণ্য বাজারজাত করতে গেলেও ওই মেঠো পথই ভরসা। এলাকাবাসীর রাস্তা পাকা করার দাবি অধরাই রয়ে গিয়েছে। এতে হতাশ বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা সগেন অধিকারী, নির্মল রায় বলেন, রাস্তা বেহাল হওয়ায় চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয় নাগরিকদের। রাস্তাটি পাকা করার দাবি অনেকদিনের। এখনও তা পূরণ হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা তথা বধূ মনা রায়ের কথায়, 'উন্নয়নের নাকি জোয়ার এসেছে। তাহলে এলাকার যাতায়াতের একমাত্র রাস্তার এমন বেহাল দশা হবে কেন।' অবশেষে কবে ওই রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হবে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার মানুষজন।

পাড়ায় পুলিশ কর্মসূচি

বানারহাট, ১৬ মার্চ : রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিন্নাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ির তরফে বানারহাট ব্লকের হলদিবাড়ি চা বাগানে পাড়ায় পুলিশ কর্মসূচি করা হয়। হলদিবাড়ি চা বাগানের ফুটবল মাঠে আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে বাগানের শ্রমিকরা অংশ নেন।

বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য অজিত বদ্রা বলেন, 'পুলিশের এই কর্মসূচি প্রশংসনীয়। কারণ অনেক শ্রমিক পুলিশের কাছে যেতে বা থানায় যেতে ইতস্তত‌বোধ করেন। এদিন পাড়ায় পুলিশকে পেয়ে তাঁদের মনে পুলিশের যেমন মানবিক দিক প্রকাশ পেল, তেমনি নিজেদের অনেক সমস্যার কথা জানাতে পারলেন।

বিন্নাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি ভয়েস সুব্বা বলেন, 'রবিবার ছুটির দিন থাকায় চা বাগানের শ্রমিকরা এসে পুলিশের সঙ্গে মন খুলে কথা বললেন। এছাড়া শ্রমিকদের কাছে পেয়ে চা মহল্লায় শ্রমিকদের নিয়ে শিশুশ্রম, নারী ও শিশু পাচার, বাল্যবিবাহ ও নেশার খারাপ দিকগুলি নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়।'

দেহ উদ্ধার

মালবাজার, ১৬ মার্চ : রবিবার সন্ধ্যায় তারঘেরা জঙ্গল থেকে এক তরুণের দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম কুমারকৃষ্ণ সাভা (৩০)। ওই ব্যক্তি ডামডিম এলাকার বাসিন্দা। এদিন বনকর্মীরা প্রথমে ওই দেহটি দেখতে পান। এরপর তাঁরা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

করলা নাব্যতা হারানোয় ড্রেজিংয়ের সিদ্ধান্ত

জল মাপতে 'ব্যর্থ' যন্ত্র

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ : নাব্যতা হারিয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের বুক চিরে বয়ে যাওয়া করলা। নদীর বুকে জমেছে পলি। সব জায়গায় গভীরতা সমান নয়। যার ফলে 'অটোম্যাটিক রেইন গেজ স্টেশন' বসিয়েও বাস্তবে জলস্তরের লাল ও হলুদ সতর্কতার সঠিক পরিমাপ পাওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় জেলা প্রশাসনের তরফে নদীতে ড্রেজিংয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ড্রেজিংয়ের পর গভীরতা বাড়লে জলস্তরের সঠিক পরিমাপ মিলবে বলে জানিয়েছে সেচ দপ্তর। জেলা শাসক শামা পারভিন বলছেন, 'আমরা টেন্ডার ডেকে বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে দিয়ে করলার ড্রেজিং করাব।'

২০২৩ সালে পূর্ত দপ্তরের সামনে নেতাজি সুভাষ সেতুর ওপর জলস্তর পরিমাপের যন্ত্র বসিয়েছিল সেচ দপ্তর। যার সেন্সর করলার দিকে তাক করা। রেইন গেজ স্টেশনের তথ্য সুপারভাইজরি কন্ট্রোল অ্যান্ড ডেটা অ্যাকুইজিশন (স্কাডা)-এর মাধ্যমে সরাসরি কলকাতায় রাজ্য সেচ দপ্তরের কন্ট্রোল রুমে জমা হয়।

সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবছর এই যন্ত্রের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি শহরে করলার জলস্তর মাপা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু নদী জলধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলায় গত বর্ষায় কন্ট্রোল রুমে নিখুঁত তথ্য জমা হয়নি। অল্প জলস্তরেই লাল বা হলুদ

সুভাষ সেতুতে বসানো হয়েছে অটোম্যাটিক ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার।

সতর্কতা দেখাচ্ছিল যন্ত্রে। সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য নদীর গভীরতা থাকা আবশ্যিক। ড্রেজিংয়ের পর ভরা বর্ষায় নদীর জলস্তর বাড়লে রেকর্ডার থেকে তথ্য মিলবে। সেই মোতাবেক শহরে সতর্কতা জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

মাষকালাইবাড়ি, নেতাজিপাড়া, নিজ মাঠ, শান্তিপাড়া, পবিত্রপাড়া, বাবুঘাট, সমাজপাড়া, জেলা হাসপাতালের সামনে থেকে তিস্তা-করলার মোহনা পর্যন্ত নদীর জলস্তর জানার লক্ষ্যে রেইন গেজ স্টেশন বসানো হয়েছে। কিন্তু নদীর প্রকৃত গভীরতা জানা না থাকায় উদ্দেশ্য বিফলে যাচ্ছে।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানান, করলা নদীতে অটোম্যাটিক ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার বসানো হয়েছে। এখানে আগে কোনও রেইন গেজ স্টেশন ছিল না। কখন করলায় লাল বা হলুদ সংকেত জারি করতে হবে, রেকর্ডার বসানোর পর এবছর থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

সমস্যা কোথায়

- ২০২৩ সালে পূর্ত দপ্তরের সামনে নেতাজি সুভাষ সেতুর ওপর জলস্তর পরিমাপের যন্ত্র বসিয়েছিল সেচ দপ্তর
- যার সেন্সর করলার দিকে তাক করা
- রেইন গেজ স্টেশনের তথ্য স্কাডা-র মাধ্যমে সরাসরি কলকাতায় কন্ট্রোল রুমে জমা হয়
- গতবছর এই যন্ত্রের মাধ্যমে করলার জলস্তর মাপা হয়েছিল ঠিকই
- কিন্তু নদী জলধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলায় গত বর্ষায় কন্ট্রোল রুমে নিখুঁত তথ্য জমা হয়নি
- অল্প জলস্তরেই লাল বা হলুদ সতর্কতা দেখাচ্ছিল যন্ত্রে

জীবন যেমন। করলার বুকে নৌকায়। ছবি : মানসী দেব সরকার

কিশোরী ধর্ষণে গ্রেপ্তার তরুণ

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৬ মার্চ : ১৬ বছরের এক কিশোরীকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল বিবাহিত তরুণের বিরুদ্ধে। হোলির দিন অর্থাৎ শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এবিষয়ে রবিবার নির্যাতিতার পরিবারের তরফে ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্তে নেমে এদিনই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনা ঘিরে এলাকায় শোরগোল পড়েছে। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন নির্যাতিতার পরিবারের সদস্য ও বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার মাগুরমারির ওই কিশোরী দাদুর বাড়িতে যাচ্ছিল। সেই সময় তাকে রাস্তা থেকে তুলে পাশে ঝোপের আড়ালে নিয়ে যায় প্রতিবেশী এক মদ্যপ তরুণ। সেখানে মেয়েটিকে মুখ চেপে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। প্রায় দেড় ঘণ্টা কিশোরীর কোনও হদিস না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন পরিবারের লোকেরা। পরে মেয়েটি কোনওমতে বাড়ি ফিরে নির্যাতনের কথা পরিবারকে জানায়। ঘটনার কথা চাউর হতেই বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। খবর দেওয়া হয় ধূপগুড়ি থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

রবিবার নির্যাতিতার পরিবারের তরফে ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তার ভিত্তিতে পুলিশ ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতকে এদিনই আদালতে তোলা হয়। তার তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। অন্যদিকে, মেডিকেল টেস্টের জন্য নির্যাতিতাকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, ধৃত তরুণ বিবাহিত এবং তার সন্তানও রয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় সে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে পুলিশের জেরায় স্বীকার করেছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেইলসেন লেপচা বিষয়টি তদারকি করছেন। তবে তদন্তের স্বার্থে এখনই ঘটনাটি নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ পুলিশ। ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

নির্যাতন

- শনিবার মাগুরমারির ওই কিশোরী দাদুর বাড়িতে যাচ্ছিল
- তাকে রাস্তা থেকে তুলে পাশে ঝোপের আড়ালে নিয়ে যায় প্রতিবেশী এক তরুণ
- সেখানে মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ
- পরে মেয়েটি কোনওমতে বাড়ি ফিরে নির্যাতনের কথা পরিবারকে জানায়

অ্যানাস্থেটিস্ট কম, পিছোচ্ছে অস্ত্রোপচার

স্বাস্থ্য ভবনে চিকিৎসক চেয়েও সুরাহা হয়নি

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ : ফারাকটা অনেকটাই। যেখানে দরকার ১৫ থেকে ১৮ জন অ্যানাস্থেটিস্ট। সেখানে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে রয়েছেন মাত্র ৬ জন। ফলে অ্যানাস্থেটিস্টের অভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে অস্ত্রোপচার। দিনকয়েক আগের কথা। পেটের যন্ত্রণা নিয়ে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ময়নাগুড়ির বাসিন্দা পরেশ মণ্ডল। তাঁর শারীরিক পরীক্ষার পর জানা যায় গলব্লাডারে স্টোন হয়েছে। সেইমতো চিকিৎসক অস্ত্রোপচারের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে। কিন্তু যেদিন অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা তাঁর ঠিক একদিন আগে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন অস্ত্রোপচার হবে না। এদিকে পেট ব্যথা ফের শুরু হওয়ায় তিনি শহরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হন। পরেশ বলেন, 'মেডিকেল কলেজের যিনি অস্ত্রোপচার করবেন বলে আমাকে দিনক্ষণ জানিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি জানালেন অস্ত্রোপচারের দিন পরিবর্তন হবে। আমি আর মেডিকেল কলেজের ওপর ভরসা না করে নার্সিংহোমে অস্ত্রোপচার করিয়ে নেই। পরে জানতে পারি অ্যানাস্থেটিস্ট চিকিৎসকের সমস্যার কারণে সেদিন আমার অস্ত্রোপচার হয়নি।'

তবে এই ঘটনা শুধু পরেশের সঙ্গে হয়নি, অনেক রোগীই ওই অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে।

মেডিকেল কলেজে তিনটি আলাদা আলাদা বিভাগ রয়েছে অস্ত্রোপচারের জন্য। একটি রয়েছে প্রসূতি বিভাগ। যেখানে প্রসবের জন্য প্রতিদিনই অস্ত্রোপচার হচ্ছে। অন্যদিকে, রয়েছে ইএনটি কোল্ড ওটি। আর অর্থোপেডিক এবং সাধারণ অস্ত্রোপচার হয় সুপারস্পেশালিটি বিভাগে। ওই তিন জায়গায় আলাদাভাবে অস্ত্রোপচারের

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে অ্যানাস্থেটিস্ট মাত্র ৬ জন।

জন্য ৬ জন অ্যানাস্থেটিস্ট যথেষ্ট নয় বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ। একই সমস্যা রয়েছে ইএনটি বিভাগেও। এতে হয়রানির শিকার হচ্ছেন রোগীরা। স্বাস্থ্য ভবনকে বারবার চিকিৎসক চেয়ে আবেদন জানানোর পরেও মিলছে না বলে অভিযোগ।

> বেশ কয়েকটি বিভাগে চিকিৎসক কম থাকায় সমস্যা হচ্ছে। আমরা ইতিমধ্যে চিকিৎসক চেয়ে স্বাস্থ্য ভবনে আবেদন জানিয়েছি।
>
> **ডাঃ কল্যাণ খান,** এমএসভিপি, জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ

ফলে চিকিৎসকদের বাড়তি চাপ পড়ছে। অনেকে চিকিৎসক আবার চাপ নিতে না পেরে তাদের ঘনিষ্ঠ মহলে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছেন বলে জানা গিয়েছে।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'বেশ কয়েকটি বিভাগে চিকিৎসক কম থাকায় সমস্যা হচ্ছে। আমরা ইতিমধ্যে চিকিৎসক চেয়ে স্বাস্থ্য ভবনে আবেদন জানিয়েছি।'

মাত্র দুজন সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার চিকিৎসক দিয়ে চলছে মেডিকেল কলেজের ইএনটি বিভাগ। ওই বিভাগে একজন সিনিয়ার রেসিডেন্ট থাকলেও উনি দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছুটিতে রয়েছেন। জুনিয়ার চিকিৎসকদের সাহায্য নিয়ে দুই সিনিয়ার চিকিৎসক বিভাগটি চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের দুজনকেই বহির্বিভাগে রোগী দেখার পাশাপাশি অস্ত্রোপচার, জরুরি পরিষেবা প্রদান করতে হচ্ছে। এতে পরিষেবা দিতে যথেষ্টই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে চিকিৎসকদের।

অন্যদিকে, রেডিওলজিস্ট মাত্র একজন। সপ্তাহে ছয়দিন তিনি একাই জেলা হাসপাতাল বিভাগে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করে আসছেন। কোনও কারণে তিনি ছুটি নিলে আল্ট্রাসনোগ্রাফি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। সেই সময় সুপারস্পেশালিটি বিভাগে যে চিকিৎসক ভর্তি থাকা রোগীদের আল্ট্রাসনোগ্রাফি করেন তিনি এসে পরিস্থিতি সামাল দেন।

কিন্তু সেখানেও রয়েছে সমস্যা। কারণ ওই চিকিৎসক রেডিওলজিস্ট নন। আল্ট্রাসনোগ্রাফির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়া। অনেক সময় জটিল কোনও রোগের আল্ট্রাসনোগ্রাফি করতে হলেই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। মেডিকেল কলেজে যিনি একমাত্র রেডিওলজিস্ট রয়েছেন তিনিও মাস তিনেক বাদেই অবসর নেবেন। তারপর আল্ট্রাসনোগ্রাফি কীভাবে হবে তা নিয়ে এখন থেকে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন কর্তৃপক্ষ।

বিজেপির সাংগঠনিক সভা

ময়নাগুড়ি, ১৬ মার্চ : রবিবার ময়নাগুড়ি মাড়োয়ারি গেস্টহাউসে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের নতুন জেলা সভাপতি শ্যামল রায়, বিধানসভার আহ্বায়ক এবং জেলা মোর্চার সভাপতি সহ মোট ৫৩ জন ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের তরফে জানানো হয়, সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয়ে দলের নতুন জেলা সভাপতিকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এছাড়া, ভোটার তালিকা নিয়ে শীঘ্রই কাজ শুরু করা হবে। আলুর বন্ড বিলির ক্ষেত্রে প্রকৃত চাষিরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে সংগঠনের তরফে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা গুরুদাস মালাকার - কে 01.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 88J 44543 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একজন ব্যক্তিকে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয়তা হল অর্থ। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি প্রত্যেককে সেই মৌলিক প্রয়োজনীয়তা অর্জনের সুযোগ দিচ্ছে, তাও এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জয়লাভের মধ্য দিয়ে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বধূর শ্লীলতাহানির অভিযোগ

ময়নাগুড়ি, ১৬ মার্চ : গৃহবধূর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। রবিবার ময়নাগুড়ি থানায় ওই তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বধূ। আইসি সুবল ঘোষ জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

গৃহবধূ জানান, তাঁর স্বামী শ্রমিকের কাজ করেন। শনিবার রাতে স্বামী কাজে গিয়েছিলেন। সেই সময় প্রতিবেশী এক তরুণ টিনের গেট ভেঙে বাড়ির ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ বধূর। প্রতিবাদ জানাতে গেটের সামনে গেলে ওই তরুণ তাঁর পোশাক ছিঁড়ে দেয়। আতঙ্কিত হয়ে তিনি চিৎকার শুরু করেন। বধূর চিৎকার শুনে পরিবার ও আশপাশের লোকেরা সেখানে এলে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়।

ময়নাগুড়ি

ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন সকলে। দোষীর শাস্তির দাবি উঠেছে এলাকায়। এদিন থানায় শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই বধূ।

পরিকাঠামোর অভাব তিন এলাকায়

ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দাবি অধরাই

ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ২০ কোটি টাকার ডিপিআর তৈরি করেছে। শীঘ্রই এই অর্থ মঞ্জুর হবে ও ক্রান্তি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পাবে।

–পঞ্চানন রায়, সভাপতি, ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৬ মার্চ : ব্লকের দাবি পূরণ হলেও ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দাবি এখনও অধরা। কয়েক সপ্তাহ আগে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় লাটাগুড়ি রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। যদিও স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্টে উঠে এসেছিল দম বন্ধ হয়ে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার পর ক্রান্তি ব্লকে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দাবি জোরালো হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন মহলে ব্লকে থাকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মানোন্নয়নের দাবি উঠেছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ বলেন, 'রাজ্য সরকার গোটা রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ করেছে। ক্রান্তি ব্লক এর ব্যতিক্রম নয়।'

২০২১ সালে রাজ্য সরকার মাল ব্লক ভেঙে ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে আলাদা ক্রান্তি ব্লক ঘোষণা করে। রাজ্য সরকার ঘোষিত ক্রান্তি ব্লকে মৌলানি, উত্তর সারিপাকুড়ি ও দক্ষিণ হাঁসখালি- এই তিনটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। সোম থেকে শনি সকাল ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত ব্লকের প্রায় তিন লক্ষ বাসিন্দা এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা পান। বাকি সময় তাঁদের মালবাজার, ময়নাগুড়ি কিংবা জলপাইগুড়ির স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়ের কথায়, 'ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ২০ কোটি টাকার ডিপিআর তৈরি করেছে। শীঘ্রই এই অর্থ মঞ্জুর হবে ও ক্রান্তি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পাবে।'

দক্ষিণ হাঁসখালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ব্লকে যে তিনটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে সেগুলির পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। একসময় দক্ষিণ হাঁসখালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা থাকলেও ধীরে ধীরে তা বন্ধ হয়েছে। দক্ষিণ হাঁসখালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন চিকিৎসক ও ফার্মাসিস্ট রয়েছেন। নার্সিং স্টাফ দুজন ও ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট একজন। একইভাবে উত্তর সারিপাকুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন করে চিকিৎসক, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ও গ্রুপ-ডি কর্মী আছেন। মৌলানি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অবশ্য একজন অতিরিক্ত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ও যোগা প্রশিক্ষক আছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসক থাকায় কোনও কারণে তাঁরা ছুটিতে বা অসুস্থ থাকলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি চিকিৎসক ছাড়া চলে বলে অভিযোগ। স্থানীয় ব্যবসায়ী কিশোর বিশ্বাসের বক্তব্য, 'সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা মাথায় রেখে অবিলম্বে ক্রান্তিতে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন।'

মোবাইলের দোকানে চুরি

চালসা, ১৬ মার্চ : হোলির রাতে বাজারে চুরির ঘটনা। মাটিয়ালি ব্লকের বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারে শনিবার রাতে একটি মোবাইলের দোকানে চুরি হয়। রাতে অবশ্য চুরির বিষয়টি টের পাননি কেউ। রবিবার সকালে দোকানের মালিক রাজা কুণ্ডু দোকানে এসে চুরির বিষয়টি জানতে পারেন। দোকান থেকে একটি নতুন ট্যাব সহ তিনটি মোবাইল চুরি হয়েছে বলে দোকান মালিক জানান। খবর পেয়ে এদিন সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেটেলি থানার পুলিশ। এসেছিলেন এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য রেজাউল বাকিও।

এর আগেও বাতাবাড়ি ফার্ম বাজার এলাকায় বহু দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। লাগাতার এই চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত বাজারের অন্য ব্যবসায়ীরাও। চুরির ঘটনা রোধে রাত্রে এলাকায় পুলিশি টহলদারির দাবি জানিয়েছেন সকলে। ব্যবসায়ীরা জানালেন, কয়েকদিন আগে রাজার দোকানের পাশে একটি পান দোকানে চুরির চেষ্টা করা হয়। বাতাবাড়ি ফার্ম বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তহিদুল ইসলাম বলেন, 'বাজারে লাগাতার চুরির ঘটনা ঘটছে। রাতে বাজারে নিয়মিত পুলিশি টহলদারির পাশাপাশি সিভিক পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা করা হোক।' পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের সভা

জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ : রবিবার জলপাইগুড়ি নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনে সারাভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উত্তরবঙ্গের সাত জেলার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। এদিনের সভা থেকে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দেয় ফরওয়ার্ড ব্লক। সারাভারত ফরওয়ার্ড ব্লক বাংলা কমিটির চেয়ারম্যান গোবিন্দ রায় বলেন, 'সভায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যার মধ্যে নভেম্বর মাসে উত্তরকন্যা এবং শিলিগুড়ির সেচ দপ্তরের তিস্তা ভবন অভিযান রয়েছে। একইসঙ্গে ১১ এপ্রিল বিভিন্ন দাবি নিয়ে দিল্লি অভিযান রয়েছে। সেই উপলক্ষ্যে ২২ থেকে ২৫ মার্চ প্রতিটি এলাকায় প্রচার কর্মসূচি রয়েছে। এরপর 'ঘরে ঘরে নেতাজি' কর্মসূচিতে আমাদের কর্মীরা যাবেন। এভাবে নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রচার কর্মসূচি চলবে।'

জয়ী তৃণমূল প্রার্থীরা

রাজগঞ্জ, ১৬ মার্চ : রাজগঞ্জে একের পর এক কৃষি সমবায় সমিতির দখল নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ব্লকের পাঁচটি কৃষি সমবায় সমিতিতে বোর্ড গঠন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কুন্দরদিঘি দেশবন্ধু কৃষি সমবায় সমিতিতে নয়টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল তৃণমূল প্রার্থীরা। জয়ী প্রার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, বিধায়কের নেতৃত্বে রাজগঞ্জে সবকয়টি কৃষি সমবায় সমিতিতে বোর্ড গঠন করবে তৃণমূল। বিধায়ক বলেন, 'সারাবছর ধরে মানুষের কাজ করে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের জন্য যেসব প্রকল্প নিয়েছেন তার উপকার পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।'

গাড়ির ধাক্কায় ভাঙল ৩ খুঁটি

১১ ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন এক হাজার বাসিন্দা

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১৬ মার্চ : রবিবার তখন ভোর সাড়ে চারটা। এক পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় ভেঙে পড়ল ১১০০০ ভোল্টের তিনটি বিদ্যুতের খুঁটি সহ তার। কেউ আহত না হলেও রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে গাড়ি। এতে প্রায় ১১ ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল শিকারপুর অঞ্চলের কদমতলার কালারবাড়ি এলাকায়। এর মধ্যে বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের বাড়িও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকে। পরে যদিও বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী ইঞ্জিনিয়ার নয়ন পাল বলেন, 'প্রায় এক হাজার উপভোক্তা বিদ্যুৎহীন হয়ে ছিলেন। দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে তাঁদের পুনরায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।'

এদিকে, ঘটনাস্থল থেকে গাড়িটিকে উদ্ধার করে বেলাকোবা আউটপোস্টে নিয়ে আসে পুলিশ। বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি কেসাং টি লেপচা বলেন, 'বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের নিয়ম অনুসারে গাড়ির মালিক ক্ষতিপূরণ দিলেই গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হবে।'

রাস্তায় পড়ে রয়েছে বিদ্যুতের খুঁটি। কদমতলার কালার বাড়িতে।

এদিন ভোরে কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল একটি মুরগিবোঝাই পিকআপ ভ্যান। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শিকারপুর অঞ্চলের কদমতলা সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার পাশে থাকা ১১ হাজার ভোল্টের ইলেক্ট্রিক পোলে সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটি।

এতেই ভেঙে পড়ে তিনটি খুঁটি। বেলাকোবার বটতলা-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কের উপর ছিঁড়ে পড়ে তারগুলি। কোনওক্রমে বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা মিলেছে। তবে রাস্তায় বিদ্যুতের তার পড়ে থাকায় সমস্যায় পড়ে পথচারীরা। ভোর পাঁচটা নাগাদ বাবার চিকিৎসার জন্য ওই রাস্তা দিয়ে রাজমাতাবাড়ির বাসিন্দা জয়ন্ত দাস অ্যাম্বুল্যান্সে শিলিগুড়ি যাচ্ছিলেন। রাস্তার উপর তারের জন্য আটকে পড়েন তাঁরা। পরে গ্রামবাসীরা বাঁশ দিয়ে তার সরিয়ে দিলে শিলিগুড়িতে রওনা দেন। এলাকার বাসিন্দা পলাশচন্দ্র রায়ের কথায়, 'বিকট শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে দেখি তার ছিঁড়ে পড়ে রয়েছে।

আর একটি পিকআপ ভ্যান রাস্তার পাশে উলটে পড়ে।' এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা বিদ্যুৎ দপ্তরের পাশাপাশি বেলাকোবা আউটপোস্টের পুলিশকে খবর দেন। বিদ্যুৎ দপ্তর তড়িঘড়ি বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেয়।

এলাকার প্রায় এক হাজার উপভোক্তা দীর্ঘসময় জন্য বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হন। খগেশ্বর বলেন, 'এলাকাবাসীদের অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। তবে বেলাকোবা বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে বিকেল তিনটে নাগাদ পুনরায় লাইনটি চালু করেছে। এর জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই।'

ক্ষতিপূরণ বাবদ এস্টিমেট গাড়ির মালিককে দেওয়া হয়েছে। সেই টাকা জমা পড়েনি। যদিও রবিবার ক্যাশ কাউন্টার বন্ধ। সোমবার যদি টাকা জমা না পড়ে সেক্ষেত্রে তারা কেস করতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন বেলাকোবা বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের ম্যানেজার আনন্দ ত্রিবেদী।

ক্ষতিপূরণ দাবি

- একটি পিকআপ ভ্যান কদমতলা সংলগ্ন এলাকায় ১১ হাজার ভোল্টের ইলেক্ট্রিক পোলে ধাক্কা মারে
- ভেঙে পড়ে তিনটি খুঁটি
- বেলাকোবার বটতলা-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কের উপর ছিঁড়ে পড়ে তারগুলি
- বিদ্যুৎ দপ্তর তড়িঘড়ি বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেয়

নিখোঁজ দুই নাবালিকা, সেন্টারে বিহারের এক

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ : অনেকদিন ধরেই প্ল্যান করেছিল দুই বান্ধবী। এরপর হঠাৎ কিছুদিন আগে দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রেনে চেপে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে রওনা দেয়। কোনওভাবেই কোতোয়ালি থানার বারোপেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ওই দুই বান্ধবীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে দুই নাবালিকার পরিবারের তরফে গত ৮ তারিখ কোতোয়ালি থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়। এরপরই তদন্তে নামে পুলিশ। প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে একটি মেয়েকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় তারা। একজনের মোবাইল ট্র্যাক করে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে আরেকজন এখনও নিখোঁজ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই বান্ধবী কাজের খোঁজে চেন্নাই পাড়ি দিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। তবে একজনকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনা হলেও আরেকজনকে পাওয়া যায়নি। সে তার প্রেমিকের সঙ্গে রয়েছে। পুলিশ তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে, দোলের দিন রাত থেকে নিখোঁজ বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নাবালিকা। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। রাতে প্রতিদিনের মতো দিদির পাশেই ঘুমিয়ে ছিল। এরপর হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই মা-দিদি দেখেন মেয়ে নেই। ওই নাবালিকার মা জানিয়েছেন, স্বামী একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করেন। সেখানে তাঁর নাইট ডিউটি ছিল। এদিক-ওদিক খুঁজেও কোনও হদিস পাওয়া যায়নি মেয়ের। তাই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এদিকে মেয়ের মোবাইলও সুইচ অফ তাই খুবই চিন্তা হচ্ছে।

একের পর এক নাবালিকা নিখোঁজের ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। কোথাও স্বেচ্ছায় কেউ পালিয়ে যাচ্ছে, আবার কেউ প্রতারণা ফাঁদে পা দিয়ে। সৎমায়ের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিহারের এক তরুণী হঠাৎ অসমগামী ট্রেনে উঠে পড়েন। ট্রেনে উঠতেই কাঁদতে শুরু করেন। সেই ট্রেনেই স্ত্রীকে নিতে দিল্লি থেকে জলপাইগুড়িতে শ্বশুরবাড়িতে আসছিলেন এক ব্যক্তি। এরপর সেই তরুণীকে নিয়ে ওই ব্যক্তি শ্বশুরবাড়ি আসেন বেশ কিছুদিন আগে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। কী করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শেষে রবিবার কোতোয়ালি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় ওই তরুণীকে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওই তরুণীকে ওয়ান স্টপ সেন্টার অর্থাৎ মহিলাদের আইনি সহায়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সেন্টারে রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে তাকে হোমে পাঠানোর পাশাপাশি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। যদি কোনওরকম সদুত্তর না মেলে তবে সে হোমেই থাকবে।

উদ্ধার এক

- কিছুদিন আগে দুই নাবালিকা ট্রেনে চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়
- মোবাইল ট্রেক করে একজনকে উদ্ধার করা হয়
- আরেকজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে
- দোলের দিন রাত থেকে বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নাবালিকা উধাও
- এদিকে, কোতয়ালি থানার ওয়ান স্টপ সেন্টার বিহারের নাবালিকা

রং খেলার পরের দিন রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ কাদো খেলায় মেতে উঠলেন। রবিবার লাটাগুড়ি, মৌলানি ও দোমোহানিজুড়ে মাটিতে জল মিশিয়ে কাদা তৈরি করে একে অপরের গায়ে মাখিয়ে দিনটি পালিত হল। ছবি ও তথ্য : শুভদীপ শর্মা।

ছোট্ট তারা

বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯ বছরের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া জসিন্তা মুর্মু। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলো তার বিশেষ পছন্দের। এবছর জেলা ক্রীড়ায় ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান পেয়েছে সে।

বায়োলজি অলিম্পিয়াডে দ্বিতীয় কৌশিক

নকশালবাড়ি, ১৬ মার্চ : ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল বায়োলজি অলিম্পিয়াডের জাতীয় স্তরে দ্বিতীয় হয়েছে নকশালবাড়ি মধ্যকোটিয়াজোতের ছাত্র কৌশিক মিশ্র। সে উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী। এ বছরই শিলিগুড়ির এক ওপেন স্কুল থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে। পাশাপাশি চলছে নিট-এর প্রস্তুতি। ২০২৩-এ নকশালবাড়ি নন্দপ্রসাদ হাইস্কুল থেকে ৭৮ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পাশ করে শিলিগুড়ির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়। গত বছরের ২৮ নভেম্বর অলিম্পিয়াডের রাজ্য স্তরে পাশ করে কৌশিক। তারপরই অংশ নেয় জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায়। গত জানুয়ারিতে শালুগাড়ার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পরীক্ষা হয়েছিল। ফেব্রুয়ারিতে ফল বের হয়। গত ১৩ মার্চ দীনবন্ধু মঞ্চে তাকে সংবর্ধনা দেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। এর আন্তর্জাতিক স্তরেও অংশ নেবে কৌশিক। এ বছরের নভেম্বরে সম্ভবত দুবাইতে পরীক্ষা। বাবা চন্দন মিশ্র নকশালবাড়ি এমএসকে স্কুলের শিক্ষক। মা সুধা মিশ্র গৃহবধূ।

দূরে ওই পাহাড়ে।। সাউথ সিকিমে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির অনিশা রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জলের দাবিতে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ

নকশালবাড়ি, ১৬ মার্চ : পানীয় জলের দাবিতে স্ট্যান্ডপোস্টের সামনে বাসনপত্র রেখে চলল বিক্ষোভ। আটকানো হয় রাস্তাও। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কালুয়াজোতে। গত এক বছর ধরে এখানে পানীয় জলের সমস্যা চলছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় স্ট্যান্ডপোস্টটিতে গত এক বছর ধরে জল অমিল। এজন্য স্থানীয়দের পাশের তোতারামজোতে যেতে হত। সেখানে থেকে তাঁরা জল সংগ্রহ করতেন। এভাবেই গত এক বছর ধরে কালুয়াজোতের ৯০টি পরিবারের চলছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে দুই গ্রামে বিবাদ ঘটে। তার জেরে এখন সেখান থেকে জল আনা বন্ধ। ফলে, সমস্যায় পড়েছেন কালুয়াজোতবাসী। এ ব্যাপারে বহুবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ঠিকাদার, ইঞ্জিনিয়ার ও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রধানকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কেউই গুরুত্ব দেননি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। তাই, এদিন বাধ্য হয়ে তাঁরা স্ট্যান্ডপোস্টের সামনে বাসনপত্র রেখে রাস্তা আটকে জলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। এলাকাটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। স্থানীয়দের দাবি, এখন রমজান মাস চলছে। জলের জন্য চারদিকে হাহাকার শুরু হয়েছে। রোজা রেখে দুই কিলোমিটার দূর থেকে গ্রামবাসীকে জল আনতে হচ্ছে। অনেক সময় সেখানেও জল মিলছে না। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'পঞ্চায়েতের বহু সংসদে জলসমস্যা রয়েছে। পিএইচইকে একাধিকবার বলেছি। কিছুই করেনি। বিষয়টি কালুয়াজোতের কার্যালয়ে জানাব।' ওই দপ্তরের শিলিগুড়ির এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কেশব কুমার খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

হোলির রাতে জেগে পাহারা বন দপ্তরের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৬ মার্চ : আকণ্ঠ হাঁড়িয়া বা মদ পান করে রাস্তায় পড়ে থাকার দৃশ্য ডুয়ার্সে এখন কমলেও একেবারে অদৃশ্য হয়নি। তাই হোলির রাতে দুঃশ্চিন্তা থাকে বৈকি। কে না জানে জঙ্গল লাগোয়া বহু চা বাগান মানেই সন্ধে ঘনালেই ঐরাবতবাহিনীর দাপাদাপি। চিন্তায় ছিল বন দপ্তরও। তাই শুক্রবার ও শনিবার রাত জেগে ডিউটি করল বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জ। মূলত চোরাশিকারিদের রুখতে ওই পেট্রলিং হলেও বনকর্মীদের মাথায় রাখতে হয়েছিল মদ্যপদের কথাও। রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'সতর্ক নজর রাখা হয়েছিল, কেউ বেসামাল হয়ে কোথাও পড়ে আছে কি না। এমন কয়েকজনকে নিরাপদে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছেও দেওয়া হয়। বাগান এলাকায় হাতিদের ঢুকে পড়ার বিষয়টির জন্যেই ওই বাড়তি উদ্যোগ।'

টহলদারি বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের বনকর্মীদের।

হোলির দিন জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে বেশ কিছু পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। বেশিরভাগই ঘটেছে নেশার ঘোরে বাইক চালাতে গিয়ে। বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করে পুলিশ প্রশাসন সতর্ক থাকলেও কিছু জয়াগায় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়নি বলে অভিযোগ।

এদিকে, ডুয়ার্সের চা বাগান ও বনবস্তিতে বন দপ্তরের চিন্তা ছিল হাতির আনাগোনা নিয়ে। সারাবছরই হাতির উৎপাত লেগেই থাকে। তবে হোলিতে তা একটু বেশি হয়। কারণ হাঁড়িয়া হাতিদেরও প্রিয়। তাই মদ্যপ অবস্থায় কেউ রাস্তাঘাটে পড়ে থাকলে সেদিকে তারা ছুটতে পারে। তাই নজরদারিতে জোর দিয়েছিল বন দপ্তর। পুজোর বোনাসের পর ও হোলির সময় বাগান এলাকায় মদ্যপদের সংখ্যা বেড়ে যায়। এই ট্র্যাডিশন চলছেই। পরিস্থিতি শেষে এমনই দাঁড়ায় যে রাস্তাঘাট, মাঠ ময়দানে পড়ে থাকতে দেখা যায় অনেককেই। তাই নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখা হয়নি।

যাত্রী প্রতীক্ষালয় না থাকায় ভোগান্তি

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ১৬ মার্চ : এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ নির্মাণের পর থেকেই যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের সমস্যায় ভুগছেন যাত্রীরা। গয়েরকাটা ও পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি এলাকায় যেখানে বাস দাঁড়িয়ে যাত্রী তোলে সেখানে নেই যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের ব্যবস্থাই। চৌপথি এলাকা থেকে অনেকটা দূরে যাত্রী প্রতীক্ষালয় থাকলেও সেখানে বাস দাঁড়ায় না। আবার, যেখানে প্রতীক্ষালয়গুলি রয়েছে, তা চৌপথি এলাকা থেকে দূরে থাকায় যাত্রীরাও সেখানে গিয়ে বাস ধরতে উৎসাহ সাধারণত দেখান না। ফলে কড়া রোদে কিংবা বর্ষায় দীর্ঘ সময় ধরে বাসের অপেক্ষায় খোলা আকাশের নীচে সময় কাটাতে হয় যাত্রীদের। সমস্যা সমাধানে যাত্রী প্রতীক্ষালয় নির্মাণের দাবি তুলেছেন যাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই।

গয়েরকাটায় কোনও নির্দিষ্ট বাসস্ট্যান্ড না থাকায় হাইওয়ের ওপর দাঁড়িয়েই যাত্রীদের তোলে বাস ও ছোট গাড়িগুলি। যাত্রী প্রতীক্ষালয় না থাকায় বাধ্য হয়েই যাত্রীদের গাড়ির অপেক্ষায় আশ্রয় নিতে হয় হাইওয়ের পাশের দোকানগুলিতে। গয়েরকাটা থেকে ধূপগুড়ি, বীরপাড়া, বানারহাট ও নাথুয়ার রুট রয়েছে। কোথাও যাত্রী প্রতীক্ষালয় না থাকায় সমস্যায় ভুগতে হয় সব রুটের যাত্রীদের।

রোদ-বৃষ্টি সহ্য করে এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয় যাত্রীদের।

একই সমস্যার সম্মুখীন হন আংরাভাসা থেকে গয়েরকাটা ও ধূপগুড়িমুখী কিংবা তেলিপাড়া থেকে বীরপাড়া, বিন্নাগুড়ি বা গয়েরকাটামুখী যাত্রীরা। এই রুটে রোজ যাতায়াত করেন চাকরিজীবী সন্দীপ মিত্র। বলেন, 'ধূপগুড়ি ফেরার পথে দীর্ঘক্ষণ বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। প্রচণ্ড গরম বা বৃষ্টির দিনে এতে যাত্রীদের খুব সমস্যায় পড়তে হয়। যেখানে বাস থামে সেখানে অন্তত ছাউনির মতো ব্যবস্থা করে দিলেও যাত্রীদের অনেকটা সুবিধে হত।'

গয়েরকাটার এক ব্যবসায়ী বাবলু পাল বলেন, 'দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন রুটের যাত্রীরা গাড়ির অভাবে দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। গরম হোক কিংবা বর্ষায় তাঁদের খুব কষ্ট হয়। এব্যাপারে প্রশাসনের সঠিক পদক্ষেপ করা জরুরি বলে মনে করি।'

সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রাবণী দে ঘোষ বলেন, 'আমরা চাইলেও যাত্রী প্রতীক্ষালয় নির্মাণের কাজ করতে পারছি না কারণ এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাইলেও তারা এব্যাপারে অনুমতি দেয় না।' এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮-এর প্রকল্প আধিকারিক জীতেন্দ্রকুমার প্যাটেলের কথায়, 'গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ যদি চায়, তাহলে তারা যাত্রী প্রতীক্ষালয় নির্মাণের জন্য আমাদের দপ্তরে চিঠি করতে পারে। দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা জায়গা ও দুর্ঘটনায় বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজন মনে করলে অনুমতি দিতেও পারেন।'

রাস্তার শিলান্যাস

বেলাকোবা, ১৬ মার্চ : রবিবার বেলাকোবার ফকিরটিপে নারকেল ফাটিয়ে রাস্তার কাজের শিলান্যাস করলেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সারিয়াম মোড় থেকে ফকিরটিপ হয়ে কদমতলা মোড় পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা প্রকল্পে ওই রাস্তার সংস্কারকাজ হবে। মোট ৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাঁচ কিলোমিটারের ওপর এই রাস্তা নির্মাণ হবে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়। অনুষ্ঠানে বিজেপি পরিচালিত কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গোপাল পোদ্দার ছিলেন। গোপালের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে বেহাল ছিল রাস্তাটি। এদিন প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা প্রকল্প থেকে রাস্তাটির শিলান্যাস হওয়াতে সকলে খুশি।'

রেস্তোরাঁয় আগুন

রবিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় একটি রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ আগুন লাগে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে।

স্কুলে চুরি

দোলের জন্য শুক্র ও শনিবার ছুটির সুযোগে বেহালার বাণীতীর্থ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অফিস ঘরে ঢুকে সর্বস্ব চুরি করল চোরেরা। বিষয়টি নজরে আসে রবিবার।

পিটিয়ে খুন

রবিবার সকালে হুগলির তারকেশ্বরে এক আলু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ঝড়-বৃষ্টি

রবিবার বিকাল থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় হঠাৎ গরম থেকে মুক্তি মেলে। বেশ কয়েকটি জেলায় শিলাবৃষ্টিও হয়। এদিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ব্রিগেডের প্রচার নিয়ে সিপিএমের অন্দরেও প্রশ্ন

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ মার্চ : '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে পায়ের তলার মাটি যাচাই করতে ২০ এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশ করতে চলেছে সিপিএম। কৃষক, শ্রমিক, খেতমজুরদের ১০ দফা দাবি সামনে রেখে এই ব্রিগেড সমাবেশ হতে চলেছে। সেখানে বক্তা হিসেবে থাকছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, শ্রমিক সংগঠন সিটুর রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহু, খেতমজুর ইউনিয়নের নিরাপদ সর্দার ও বন্যা টুডু, কৃষকসভার অমল হালদার, পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির সুখরঞ্জন দে প্রমুখ। ইতিমধ্যেই ব্রিগেড নিয়ে সমাজমাধ্যমে প্রচারও শুরু করেছে সিপিএম। কিন্তু ওই সমাবেশে ১০ দফা দাবির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কেন একটি শব্দও ব্যয় করা হল না, তা নিয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠছে।

এবারের বিধানসভা ভোটের আগে মূল রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মীয় মেরুকরণের দিকে ঝুঁকছে। আদর্শ ও নীতিগত দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে সিপিএম সহ বামপন্থী দলগুলি। কিন্তু এই সংকট মুহূর্তেও ব্রিগেড সমাবেশের মতো বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বার্তা না দেওয়া হলে কি আদর্শ বিচ্যুতি ঘটবে না? এই প্রশ্নই এখন ঘুরছে দলের অন্দরে।

ব্রিগেডে ১০ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে আরজি কর কাণ্ডের ন্যায়বিচার, শ্রম কোড বাতিল, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বেসরকারিকরণ বন্ধ, শ্রমিক ও খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ সহ একাধিক দাবি। তবে এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কোনও বিষয়ই রাখা হয়নি।

চলতি বছর বাজেট অধিবেশনে উন্নয়ন, মূল্যবৃদ্ধির মতো জ্বলন্ত ইস্যুতে কোনও আলোচনাই হয়নি। বরং অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম চারটি দিন কেটেছে ধর্ম-যুদ্ধ নিয়ে। ধর্ম নিয়েই বারবার সংঘাতে জড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এই পরিস্থিতিতে সিপিএমের তথাকথিত নীতি অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা না থাকা যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এক সিপিএম নেতার কথায়, 'বিভিন্ন কর্মসূচিতে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলে। সেই বার্তাও দেওয়া হয়। চারটি সংগঠন মিলে ব্রিগেড সমাবেশ করায় প্রত্যেকটি সংগঠনের কিছু কিছু দাবি তুলে ধরা হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাই আলাদাভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কিছু উল্লেখ করা নেই।'

শ্রমিক সংগঠনের এক নেতার কথায়, 'সাম্প্রদায়িকতা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি নয়া ফ্যাসিবাদের উত্থানের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হচ্ছে। তবে আপনি যখন বললেন, বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে রাখা হচ্ছে।'

ফের ভেঙে পড়ল বহুতল।। *রবিবার সকালে গিরীশ পার্কের মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে একটি পুরোনো বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। ওই বাড়িটির সংস্কারের কাজ চলার সময় এই ঘটনা ঘটে। ঘটনায় একজন শ্রমিক জখম হয়েছেন। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। ছবি : আবির চৌধুরী*

দোলে মদ বেচে আয় ১২০ কোটি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ মার্চ : দোল ও হোলিতে আবগারি দপ্তর থেকে লক্ষ্মীলাভ হবে আশা করেছিল অর্থ দপ্তর। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রার থেকে যে প্রায় ২০ শতাংশ বেশি লক্ষ্মীলাভ হবে তা বোধহয় আবগারি দপ্তরের কর্তারা কল্পনাও করতে পারেননি। এবার দোল ও হোলি উপলক্ষ্যে মদের বিক্রি এতটাই বেশি হয়েছে যে, সেখান থেকে রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায় হয়েছে ১২০ কোটি টাকা। গত বছর দোল ও হোলিতে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৮০ কোটি টাকা। সেই হিসেব করে আবগারি কর্তারা আশা করেছিলেন এবার দোল ও হোলিতে মদ বিক্রি করে রাজস্ব ১০০ কোটি টাকা ছুঁয়ে যাবে। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা ২০ শতাংশ ছাপিয়ে রাজস্ব আদায় হয়েছে ১২০ কোটি টাকা। এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের ভাঁড়ারের অন্যতম প্রধান উৎস আবগারি দপ্তর। সেখানে লক্ষ্যমাত্রা যেভাবে পূরণ হচ্ছে তাতে রাজ্যের আর্থিক সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন দপ্তরের কর্তারা।

আবগারি দপ্তর থেকে রাজস্ব প্রতিবারই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে আবগারি দপ্তর থেকে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল ১২ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু ওই বছর সেই লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে হয় ১৪ হাজার কোটি টাকা। ২০২৩-'২৪ সালে আবগারি দপ্তর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নেয় ১৫ হাজার কোটি টাকা। রাজস্ব আদায়ের এই ক্রমবর্ধমান হার দেখে আবগারি দপ্তর ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিল ১৬ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু চলতি আর্থিক বছরের এক মাস বাকি থাকতেই রাজস্ব আদায় ১৮ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। গত মাসেই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেছেন। আগামী আর্থিক বছরে আবগারি খাত থেকে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ২২ হাজার কোটি টাকা। সাম্প্রতিককালে যা রেকর্ড। আবগারি দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, বেআইনি ও চোলাই মদ বিক্রি বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে বলেই আবগারি দপ্তরের রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, দোল ও হোলি উপলক্ষ্যে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব এসেছে বিয়ার থেকে। প্রায় ৭০ কোটি টাকার রাজস্ব শুধুমাত্র বিয়ার থেকে এসেছে। সবচেয়ে কম রাজস্ব এসেছে রাম থেকে। দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, দোল ও হোলির মরশুমে রীতিমতো গরম পড়ে যাওয়ায় বিয়ারের বিক্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই তথ্য থেকে আবগারি দপ্তরের অনুমান, আগামী আর্থিক বছরের প্রথম ছয় মাসে বিয়ার থেকে বেশি রাজস্ব আসবে।

রাজস্ব বৃদ্ধি

- দোল ও হোলি উপলক্ষ্যে মদ বিক্রি করে রাজস্ব আদায় হয়েছে ১২০ কোটি টাকা
- প্রায় ৭০ কোটি টাকার রাজস্ব শুধুমাত্র বিয়ার থেকে এসেছে
- সবচেয়ে কম রাজস্ব এসেছে রাম থেকে

রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে প্রস্তুত বঙ্গ বিজেপি

বৈঠকে নেই শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ মার্চ : ২৬-এর ভোটযুদ্ধে দলের সেনাপতিকে সামনে এনেছে তৃণমূল। কিন্তু বিধানসভার ভোটে রাজ্যে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছে যে বিজেপি, তাদের সেনাপতি কে? প্রশ্ন গেরুয়া শিবিরে। রবিবার সল্টলেকে দলের কোর কমিটির বৈঠকের আমন্ত্রণ সত্ত্বেও গরহাজির থাকলেন বিরোধী দলনেতা ও রাজ্য বিজেপির অন্যতম নেতা শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, সোমবার সকালে দিল্লি যাচ্ছেন তিনি। এদিন বিকালে জাতীয় গ্রন্থাগারেও আরএসএস প্রভাবিত একটি সংগঠনের অনুষ্ঠানেও তাঁর যাওয়ার কথা ছিল বলে দাবি উদ্যোক্তাদের।

শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, দিল্লি যাত্রার প্রস্তুতি নিতেই এদিন ব্যস্ত ছিলেন তিনি। বঙ্গ বিজেপির সভাপতির নাম ঘোষণার মুখে এদিন বনশলের ডাকা বৈঠকে না গিয়ে দিল্লিযাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকায় কৌতূহল তৈরি হয়েছে রাজ্য বিজেপিতে।

শনিবার ভোটার তালিকা সংশোধন ইস্যুকে সামনে রেখে যে বৈঠক করেছে তৃণমূল, সেখানে ২৬-এর ভোটযুদ্ধে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই যে সেনাপতি, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে তৃণমূল। আর সেনাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পরই আগামী দিনে দলের কর্মসূচির দিকনির্দেশ করে নিশানা করেছেন শুভেন্দু ও সুকান্তকে। এই আবহে তৃণমূলের বৈঠকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বৈঠকে বসে বিজেপি। সম্প্রতি রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের পরীক্ষায় পাশ মার্ক পেয়েছে বঙ্গ বিজেপি।

> রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত রাজ্য। সে বিষয়ে কেন্দ্রকে জানানো হয়েছে। রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের নির্দেশ দেয় কেন্দ্র। কেন্দ্র থেকে সেই নির্দেশ এখনও আসেনি। নির্দেশ এলেই রাজ্য সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হবে।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

যদিও যাঁদের ভোটে রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হন, সেই ৪৩ জন রাজ্য কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন এখনও হয়নি। এই আবহে এদিন সল্টলেকে দলীয় কার্যালয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল। বৈঠকে বনশলের সঙ্গেই উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে ও অমিত মালব্য, রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তী, সহ সম্পাদক সতীশ ধন্ড ও রাজ্যের ৫ সাধারণ সম্পাদক। রাজ্য বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ ঘোষকেও। কিন্তু এদিনের বৈঠকে শুভেন্দু, দিলীপের দেখা মেলেনি।

রাজ্য বিজেপির এক নেতার মতে, সব ঠিকঠাক থাকলে ২১ মার্চ বঙ্গ বিজেপির নির্বাচিত রাজ্য সভাপতি পেতে অসুবিধে থাকার কথা নয়। কারণ, ৫০ শতাংশের বেশি জেলা সভাপতি নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার সুবাদে রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে পদ্ধতিগত বাধা কেটেছে। কিন্তু পদ্ধতিগত বাধা কাটলেও দলের অন্দরের জট না কাটায় রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা নিয়ে ধোঁয়াশা কেটেও যেন কাটছে না। আর সেই সুযোগেই নির্বাচনের প্রস্তুতিতে আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল।

যদিও এদিন রাজ্য সভাপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে সুকান্তর দাবি, 'রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত রাজ্য। সে বিষয়ে কেন্দ্রকে জানানো হয়েছে। রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের নির্দেশ দেয় কেন্দ্র। কেন্দ্র থেকে সেই নির্দেশ এখনও আসেনি। নির্দেশ এলেই রাজ্য সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হবে।' বালুরঘাট নিয়ে অভিষেকের মন্তব্যের জবাবে সুকান্ত বলেন, 'ব্যথা তো লাগবেই। লোকসভা ভোটে বালুরঘাট জিততে পিসি (মুখ্যমন্ত্রী) ৪টি বিধানসভায় আর ভাইপো (অভিষেক) ২টি বিধানসভায় সভা করেছিলেন। ফলে ব্যথা তো একটু লাগবেই।'

একইসঙ্গে শুভেন্দুর গরহাজিরা প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, নিতান্তই সাংগঠনিক বৈঠক বলে শুভেন্দুকে এখানে ডাকা হয়নি।

এদিকে ২৯ মার্চ একদিনের সফরে রাজ্য সফরে আসছেন অমিত শা। ৩০ মার্চ দিনভর তাঁর দলের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করার কথা। সব কিছু ঠিকঠাক চললে ইতিমধ্যে নতুন রাজ্য সভাপতি ঘোষণা হয়ে যাওয়ার কথা। ফলে শা'র ওই বৈঠকও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

আজ ক্যাম্পাসে যেতে পারেন উপাচার্য

কলকাতা, ১৬ মার্চ : সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেতে পারেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত। গত সপ্তাহেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন তিনি। তবে তাঁকে ছাড়া হলেও ১৫ দিন বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। উল্লেখ্য, ১ মার্চ ওয়েবকুপার সম্মেলন ঘিরে ঝামেলার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন উপাচার্য। তাঁকে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসার পর গত সপ্তাহে তাঁকে ছুটি দেন চিকিৎসকরা। কিন্তু চিকিৎসকদের নির্দেশমতো ১৫ দিন বিশ্রাম না নিয়েই সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। ক্যাম্পাসে এখনও যে অচলাবস্থা চলছে, তা কাটানোর জন্য পড়ুয়াদের অনুরোধও করেছেন।

চৈত্র মাসে ঘন কুয়াশায় মুখ ঢাকল নলহাটির বিভিন্ন এলাকা। রবিবার লোহাপুরে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

অবসরের পর চাকরিতে স্থায়ী অনুমোদন

কলকাতা, ১৬ মার্চ : দীর্ঘ ৩১ বছর আইনি লড়াইয়ের পর চাকরিতে পাকাপাকিভাবে অনুমোদন পেলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার এক স্কুল শিক্ষক। সাধারণ শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগের আবেদন করে ১৯৯৪ সাল থেকে দফায় দফায় মামলা করেছেন তিনি। তাঁর নিয়োগ ছুটির ভিত্তিতে শূন্যপদ (লিভ ভ্যাকেন্সি) না সাধারণ শূন্যপদের ভিত্তিতে হয়েছিল তা নিয়েই চলছিল দীর্ঘ আইনি লড়াই। ইতিমধ্যেই ২০১৮ সালে তিনি অবসরগ্রহণ করেছেন। শেষপর্যন্ত ২০২৫ সালে তাঁর নিয়োগ সাধারণ শূন্যপদে হিসাবে মঞ্জুর করার পক্ষে রায় দিয়েছে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

মামলাকারী শিক্ষক মহসিন গায়ুরের আইনজীবী বলেন, 'আদালতের এই নির্দেশের ফলে ওই শিক্ষকের অবসরকালীন সমস্ত সুযোগসুবিধা পেতে আর কোনও বাধা রইল না।'

ফাটল মেরামতে সেতুবন্ধন বক্সীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ মার্চ : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফাটল কোনওভাবেই প্রকাশ্যে আনতে চান না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই কারণে ভূতুড়ে ভোটার ধরার টাস্ক বেঁধে দিতে অভিষেককেই ভার্চুয়াল বৈঠকে বসার 'অনুমতি'ও দিয়েছেন দলনেত্রী। তবে অভিষেককে সংগঠনের রাশ ছাড়লেও তাঁকে যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতোই চলতে হবে তাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। মমতার সঙ্গে অভিষেকের এই সেতুবন্ধনের কাজে প্রধান সারিতে ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক যে মমতার নির্দেশিত কথাই বলবেন, তা নিশ্চিত করতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন বক্সীও। ফলে আগামী দিনেও যে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তিনি অভিষেককে দিয়েই করাবেন, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ভূতুড়ে ভোটার ধরার নির্দেশিকা দিয়েছিলেন মমতা। এরপর তৃণমূল ভবনে দলের কোর কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন সুব্রত বক্সী। কিন্তু কোর কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও অভিষেক ওই বৈঠকে গরহাজির ছিলেন। তখনই জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তাহলে কি সংগঠন থেকে নিজেকে আপাতত দূরেই রাখছেন অভিষেক?

ওই দিন দলের রাজ্য সভাপতি জেলা স্তরে কোর কমিটি গঠন করলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তা স্থগিত করে দেন তৃণমূল নেত্রী। শনিবারের মেগা বৈঠকে অভিষেক ফের জানিয়ে দিলেন, জেলা স্তরে কোর কমিটি আগামী ৫ দিনের মধ্যে তৈরি করা হবে। অর্থাৎ বক্সীর সিদ্ধান্তকে তিনি মান্যতা দিলেন। এই মান্যতা দেওয়ার পিছনে মমতার প্রচ্ছন্ন নির্দেশ যে রয়েছে তা স্পষ্ট।

ভাঙনের বিপদে কপিলমুনির আশ্রম

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৬ মার্চ : ফের বড়সড়ো বিপদের মুখে গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির আশ্রম। রবিবার সকাল থেকে পূর্ণিমার কোটালের জেরে মন্দির সংলগ্ন সাগরপাড়ে ভাঙন শুরু হয়েছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ১ থেকে ৪ নম্বর পর্যন্ত স্নানঘাটের রাস্তা সংলগ্ন সমুদ্রতট। এবছর গঙ্গাসাগর মেলার আগেও ভয়াবহ ভাঙনের শিকার হয়েছিল কপিলমুনির আশ্রম এলাকা। এভাবে চললে কয়েক বছরের মধ্যেই কপিলমুনির আশ্রম সমুদ্রগর্ভে চলে যাবে বলে আশঙ্কা।

গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির আশ্রম সংলগ্ন সমুদ্রপাড় ক্রমশ জলের তলায় চলে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই ভাঙন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু এলাকা সমুদ্রগর্ভে চলে গিয়েছে। স্বভাবতই মেলা-এলাকা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। এভাবে সমুদ্র ক্রমশ মন্দিরসংলগ্ন এলাকা গিলে খাওয়ায় আতঙ্কিত স্থানীয় মানুষ।

এবছরই গঙ্গাসাগর মেলা উৎসব করার সময় সমস্যায় পড়তে হয়েছে। ব্যাপকভাবে পাড় ভেঙে যাওয়ায় ২ ও ৩ নম্বর স্নানঘাট বন্ধ রাখা হয়েছিল। মেলার আগের দিন পর্যন্ত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তা অস্থায়ীভাবে মেরামত করা হয়েছিল। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ঘিরে তাঁর মধ্যে বালি ও মাটি ফেলে কোনওরকমে ভাঙন প্রতিরোধ করা হয়েছিল।

সামনেই বর্ষাকাল। তার আগে রবিবার ভরা কোটালের জেরে ফের ভাঙন শুরু হয়। কপিলমুনির আশ্রমের প্রধান সঞ্জয় মহারাজ বলেন, 'প্রতিনিয়ত এই ধরনের ভাঙন চলছে। এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। রাজ্য সরকার ভাঙন প্রতিরোধে যে ব্যবস্থা নিয়েছে, তা যথেষ্ট।' গঙ্গাসাগর-বকখালি উন্নয়ন দপ্তরের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মালিক বলেন, 'এখনও কোনও খবর পাইনি। তবে সেচ দপ্তর অনেক দিন আগেই কাজ শুরু করেছে।'

কেন্দ্রকে চিঠি

কলকাতা, ১৬ মার্চ : এবার সমগ্র শিক্ষা অভিযান খাতে বকেয়া টাকার দাবি করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরকে চিঠি দিল রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। এই টাকায় স্কুলের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ হয়। সমগ্র শিক্ষা অভিযানে মোট খরচের ৬০ শতাংশ দেয় কেন্দ্রীয় সরকার ও ৪০ শতাংশ রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার যতক্ষণ না এই প্রকল্পের টাকা পাঠাচ্ছে, ততক্ষণ রাজ্য সরকার ম্যাচিং গ্র্যান্ট হিসেবে বাকি ৪০ শতাংশ দিতে পারছে না।

চৈত্রের শুরুতেই বেশ গরম কলকাতায়। রবিবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

খরচ নিয়ে প্রশ্নের মুখে রাজ্য

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ মার্চ : চলতি আর্থিক বছর (২০২৪-২০২৫)-এর অন্তিম সময়ে বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন খাতে একশো শতাংশ অর্থ খরচের সবুজসংকেত দিল রাজ্য সরকার। আগামী ৩১ মার্চ চলতি আর্থিক বছর শেষ হচ্ছে। হাতে মাত্র ১৫ দিন বাকি। অল্প এই সময়ের মধ্যে আর্থিক অনুমোদন হাতে পেয়ে তার সবটা খরচ করা বাস্তবে প্রায় অসম্ভব। তবুও সরকারের সব দপ্তরে এখন তাড়া পড়ে গিয়েছে। ৩১ মার্চের মধ্যে বরাদ্দ টাকা কাজে লাগানোর সুনির্দিষ্ট তথ্য-হিসাব না দিতে পারলে সেই অর্থ আবার ফেরত চলে যাবে। আগামী ১ এপ্রিল আগামী অর্থবর্ষ (২০২৫-২০২৬) শুরু হলেই অর্থ দপ্তর সব দপ্তরের কাছে গত আর্থিক বছরের খরচ না হওয়া সেই টাকা ফেরত চাইবে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, বাজেটে অর্থ বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হলেও সময়মতো অর্থ খরচের সবুজসংকেত দেওয়া হয় না কেন? একেবারে শেষ সময়ে যখন টাকা খরচের সময় থাকে না তখন একশো শতাংশ খরচের অনুমোদন দেওয়া কেন? টাকা ফেরত যাওয়া প্রায় নিশ্চিত যখন, তখন দপ্তরগুলিকে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন দেওয়া কেন? একইভাবে চলতি আর্থিক বছরে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ অর্থের একশো শতাংশ খরচের সবুজসংকেত গত ১২ মার্চ বিকালে সার্কুলার মারফত (নম্বর ১৭১৭ এফ-বি) সরকারের সব দপ্তরকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল।

নবান্নে শীর্ষ আধিকারিক মহলের একাংশের নিশ্চিত ধারণা, অর্থ সংকটে প্রায় জর্জরিত রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে তার মোকাবিলার পথে নেমেছে। বিশেষ করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী সহ বিধবাভাতা, কৃষকভাতার মতো সামাজিক প্রকল্পগুলি চালু রাখতে রাজ্য সরকারকে লাগাতার বিশাল পরিমাণ অর্থের সংস্থান রাখতে হচ্ছে।

কোনওভাবে এইসব জনপ্রিয় সামাজিক প্রকল্পে যাতে বাধা না আসে, তার জন্য অর্থ দপ্তরকে বিশেষ নজর রাখতে কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বরাদ্দ অর্থ দপ্তরগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ করতে না পারলেই তা ফেরত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। দপ্তরগুলির অব্যবহৃত ওই অর্থ সামাজিক প্রকল্পের কাজে মূলত লাগানো হচ্ছে বলেই মনে করছেন নবান্নে শীর্ষ আধিকারিকদের একাংশ।

হোলিতে রেকর্ড ভিড় দিঘা-মন্দারমণিতে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ মার্চ : পরপর টানা তিন দিন ছুটি। তাতেই লক্ষ্মী লাভ সৈকত শহর দিঘা-মন্দারমণিতে। এবছর সপ্তাহান্তে দোল ও হোলি হওয়ায় ছুটি কাটাতে তাই ভ্রমণপিপাসু মানুষের ডেস্টিনেশন হয়ে উঠেছিল দিঘা, মন্দারমণি।

এই তিনদিন সেখানকার হোটেলগুলির বুকিং ছিল একশো শতাংশ। এবছর প্রায় ২ লক্ষ মানুষের ভিড় জমেছিল দিঘায়। তাতেই ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের। বাদ পড়েনি মন্দারমণিও। নিরিবিলি পরিবেশে রংয়ের উৎসবে মেতে উঠেছিলেন ভ্রমণার্থীরা।

একসময় বিশেষ ছুটির দিনে বা সপ্তাহান্তে সৈকত শহরের হোটেলগুলি ফাঁকা পাওয়া যেত না। পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় একদিনেই সৈকত শহরে সময় কাটিয়ে ফিরে আসতে পারছেন মানুষ। ফলে হোটেল বুকিং না করলেও অনেকে সারাদিন কাটিয়ে রাতে ফিরে আসছেন নিজের ঠিকানায়।

দোল ও হোলির কারণে যেভাবে রেকর্ড বুকিং হয়েছে, তাতে মুখে হাসি ফুটেছে হোটেল মালিকদের। আগের বছরের থেকে এবছর বুকিংয়ের সংখ্যাও বেড়েছে।

দিঘা-শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, 'বৃহস্পতিবার থেকেই হোটেলগুলির বুকিং পরিপূর্ণ হয়ে যায়। গত বছর থেকে এবছর ৪০ শতাংশ বেশি মানুষের সমাগম হয়েছিল। হোটেল বুকিং, খাওয়াদাওয়া সহ সমস্ত কিছু মিলিয়ে এই তিন দিনে একশো কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে।'

দিঘার এক হোটেল কর্মচারী বলেন, '১৩ তারিখ থেকে রুমগুলি সব বুক ছিল। অনেকে অনলাইনেও বুকিং করেছিলেন।' বাদ পড়েনি মন্দারমণিও। সেখানকার এক হোটেল মালিক অমিত দত্ত বলেন, 'যা আশা করেছিলাম, তার থেকে বেশি পর্যটকের ভিড় হয়েছে এবার। অনেক পর্যটক সোমবার পর্যন্তও বুকিং করে রেখেছেন। রং খেলার সমস্ত ব্যবস্থাই রাখা হয়েছিল। পর্যটকরা নিরিবিলি পরিবেশে চুটিয়ে রংয়ের উৎসব উপভোগ করেছেন।'

মন্দারমণির আর এক হোটেল মালিক শুভজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'সপ্তাহান্তে দোল ও হোলি থাকায় ব্যবসা ভালোই হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দোল ও হোলির দু'দিনই বুক ছিল। রবিবার থেকে ফাঁকা হতে শুরু করেছে।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৯৬ সংখ্যা, সোমবার, ৩ চৈত্র ১৪৩১

শুল্ক-জট

দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে বসার পরপরই শুল্ক-যুদ্ধের হুংকার দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই হুংকারের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে প্রায় গোটা বিশ্বে। সেই তালিকায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে রয়েছে ভারত। নয়াদিল্লি সম্পর্কে ট্রাম্পের মনোভাব এখন যথেষ্ট কড়া। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় ভারত সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সেই কঠোর অবস্থান লক্ষ করা যাচ্ছে। ট্রাম্পের অভিযোগ, আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যে ভারত বরাবরই চড়া হারে শুল্ক চাপিয়ে চলেছে। আমেরিকাও তাই পালটা ভারতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে চড়া হারে শুল্ক চাপাবে বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।

কেন এমন হল? ‘জিগরি দোস্ত’ বলতে যা বোঝায়, ট্রাম্প-মোদির সম্পর্ক ছিল অনেকটা সেরকম। অন্তত দুজনে কিছুকাল আগে পর্যন্ত তেমনই দাবি করতেন। ট্রাম্প দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসার পর থেকে দুই বন্ধুর সম্পর্কের রেখাচিত্রে দ্রুত বদল হতে থাকে। তার কারণ খুঁজতে পিছিয়ে যেতে হবে গত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাসদুয়েক আগে। যখন মোদি মার্কিন মুলুকে গিয়েছিলেন। তখন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সমর্থনে ছিল প্রবল হাওয়া।

বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায় ট্রাম্পের তুলনায় তখন অনেক এগিয়ে হ্যারিস। মোদি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সহ অনেক ডেমোক্র্যাট নেতার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ট্রাম্পের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু যে কারণেই হোক, রিপাবলিকান প্রার্থী কিংবা ওই দলের কোনও নেতার সঙ্গে শেষ অবধি দেখা না করে মোদি দেশে ফেরেন। এর কিছুদিন পর কমলা হ্যারিস যে গোহারা হারবেন, সেটা আগাম অনুমান করতে না পারা নয়াদিল্লির অদূরদর্শিতা নাকি ‘র’-এর ব্যর্থতা, জানা নেই।

ফলাফল ঘোষণামাত্র মোদি অবশ্য পুরোনো বন্ধুকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাতে দেরি করেননি। কিন্তু ট্রাম্পের শপথে আমন্ত্রণ পাননি প্রধানমন্ত্রী। তবে আমন্ত্রণ পান বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। বিরোধীদের অভিযোগ, জয়শংকরই অনেক ধরাধরি করে মোদির মার্কিন সফরের ব্যবস্থা করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বন্ধুকে খুশি করতে এমনকি এলন মাস্কের বান্ধবী এবং তাঁদের সন্তানদের জন্যেও নানা উপহার নিয়ে যান বলে অভিযোগ।

ওই সফরে দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত অংশীদারি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হয় ঠিকই, কিন্তু শুল্ক নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে মার্কিন হুংকার এতটুকুও কমে না। ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পারস্পরিক শুল্কের ক্ষেত্রে ভারত রেহাই পাবে না। অবস্থা ভালো নয় বুঝতে পেরে এরপর বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে শুল্ক নিয়ে কথা বলতে আমেরিকা পাঠানো হল। ফল হল আরও মারাত্মক। গোয়েল ফিরতে না ফিরতে ট্রাম্প ঘোষণা করলেন, আমদানিকৃত মার্কিন পণ্যে শুল্কের হার কমাতে রাজি হয়েছে ভারত।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই দাবি সত্যি না মিথ্যা, যাচাই করার উপায় নেই। বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদে সরব বিরোধী শিবির। ইতিমধ্যে বাণিজ্যসচিব সুনীল বার্থওয়ালকে দিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করিয়ে বলানো হয়েছে, ভারত এমন কোনও আশ্বাস আমেরিকাকে দেয়নি। বরং পরস্পরের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা শুল্ক ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে দুই দেশ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

সর্বশেষ খবর, মার্চের শেষে ভারত সফরে আসছেন সস্ত্রীক ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। ভান্স-পত্নী ঊষাবালা চিলুকুরির বাবা-মা আদতে অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী এবং কৃষ্ণা জেলার মানুষ। ভান্সের জয়ের দিনে উৎসবে মেতে উঠেছিল ঊষাদের আদি গ্রাম ভাদলুরু। আতশবাজি পোড়ানো হয়েছিল সারারাত। মন্দিরে পুজো হয়েছিল গ্রামের মেয়ের মঙ্গলকামনায়। যতই হোক, সেই ঊষা এখন মার্কিন সেকেন্ড লেডি। ভান্সের সফরে শুল্কের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলেও হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক-জট কাটার আশায় আপাতত ভান্সের সফরের অপেক্ষায় নয়াদিল্লি।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই- অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

যোগেন মণ্ডল : এক ইতিহাসের নায়ক

বাংলাদেশের ডামাডোলে মনে পড়ছে যোগেন মণ্ডলের কথা। হিন্দু হয়েও পাকিস্তানে মন্ত্রী হন। পরে পালিয়ে আসেন ভারতে।

অশোক ভট্টাচার্য

১৮৭২ সালের জনগণনা থেকে জানা যায়, অবিভক্ত বাংলার জনসংখ্যার অর্ধেক ছিল মুসলমান। এদের বেশিরভাগ বসবাস করতেন বাংলার পূর্বাংশে। বিশেষ করে ময়মনসিংহ, পাবনা, বগুড়া, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ইত্যাদি জেলায়। বাংলার মুসলমানরাই ছিল আর্থসামাজিক দিক দিয়ে সবচাইতে বেশি পশ্চাৎপদ। এঁদের বেশিরভাগই থাকতেন পূর্ব বাংলার নীচু, জলাভূমি অঞ্চলে বা নদীর চরে। পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের অধিকাংশের জীবিকা ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদারদের অধীনে ভাগচাষি বা বর্গাদার এবং কৃষি শ্রমিকের কাজ।

জনসংখ্যাগতভাবে মুসলমানদের প্রাধান্য থাকলেও অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে তার কোনও প্রভাব প্রতিফলিত হত না। কয়েকটি উদাহরণে আসা যেতে পারে। যেমন, ময়মনসিংহের ৭০ ভাগ মানুষ ছিল মুসলমান, অথচ জমির মালিকানা ছিল মাত্র ১৬ শতাংশের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতে। বাখরগঞ্জে মুসলমানদের হার ছিল ৬৪.৮ ভাগ, অথচ মুসলমানদের হাতে জমির মালিকানা ছিল মাত্র ১০ ভাগ। পাবনা জেলার শতকরা ৯ ভাগ মানুষ ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু। একচ্ছত্র জমির মালিকানা ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতেই।

এই তথ্য বলছে, পূর্ব বাংলায় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ছিলেন সব দিক দিয়ে এগিয়ে। এবারে হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা নমশূদ্র, তাঁদের মধ্যে ৭৫.১৮ শতাংশ বসবাস করতেন অবিভক্ত বাংলার ৬টি জেলায়। এগুলি হল বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোহর ও খুলনা জেলায়। অবিভক্ত বাংলায় এই জাতিগোষ্ঠী বা নমশূদ্র সম্প্রদায়রা ছিলেন পূর্ব বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী।

জয়া চট্টোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দেবী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে জানা যায়, দেশ ভাগের ফলে, বিশেষ করে বাংলা ভাগের ফলে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন এই নমশূদ্র সম্প্রদায় ও মতুয়ারা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতেও তাঁরাই ক্ষতিগ্রস্ত হন সবচেয়ে বেশি। কারণ তাঁরাই সবচেয়ে বিলম্বে দেশ ভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। এপারে এসে তাঁরাই অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে সরকারি ক্যাম্পে থাকতে বাধ্য হন। এঁরাই বেশি সংখ্যায় আন্দামান, দণ্ডকারণ্য, মানা, গুজরাট ইত্যাদি স্থানে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেন। এঁরাই যান মরিচঝাঁপিতেও।

বহু মানুষ বাংলা ভাগ প্রথমে চাননি। বাংলা ভাগের জোরালোভাবে দাবি করেছিল মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দু রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা কিছু ভদ্রলোক। মুসলিম লিগ চেয়েছিল কলকাতা সহ সম্পূর্ণ অবিভক্ত বাংলার পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার। রাজ্য কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব বাংলায় মুসলমান আধিপত্যের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে কখনও কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। তিনবার জয়ী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন কখনও ফজলে হক, কখনও নিজামুদ্দিন, কখনও বা সুরাবর্দি। কখনও মন্ত্রীসভা গঠন করেছিল কৃষক প্রজা পার্টি, কখনও বা মুসলিম লিগের সমর্থনে। কখনও সমর্থন নিতে হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর দলের, কখনও বা তপশিলি জাতি ফেডারেশন পার্টির।

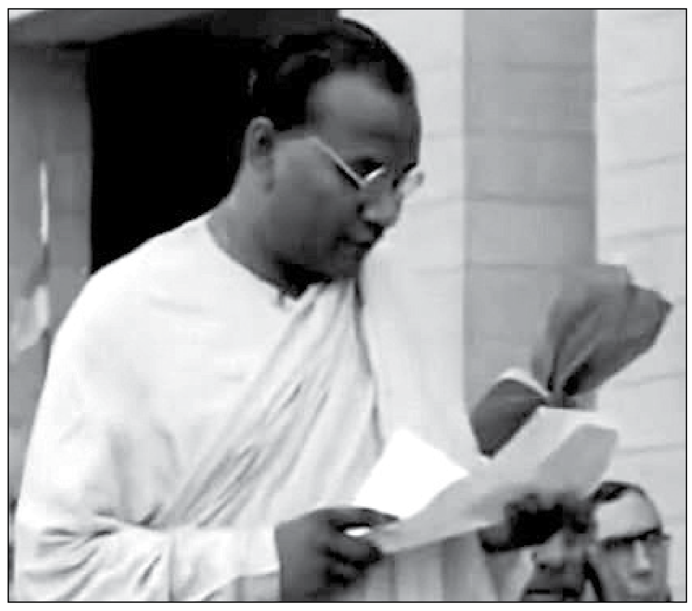

এই পার্টির দুজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও প্রমথরঞ্জন ঠাকুর। যোগেন্দ্রনাথ কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভায় একবার আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন। হয়েছিলেন গণপরিষদেরও সদস্য। তপশিলি জাতি বা নমশূদ্রদের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি পালন না করায় যোগেন মণ্ডল ও পিআর ঠাকুর সহ সকলে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন ফজলে হক মন্ত্রীসভা থেকে।

এই সময় যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কংগ্রেসের মতবিরোধ হয়। শিডিউল কাস্ট অ্যাসোসিয়েশন বিভক্ত হয়। যোগেন্দ্রনাথ স্বাধীনতার কয়েকবছর আগে ডঃ বিআর আম্বেদকরের নেতৃত্বে শিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯০৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়, এক নমশূদ্র কৃষক পরিবারে যোগেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে অঙ্ক ও সংস্কৃতে উল্লেখযোগ্য নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। আর্থিক অনটন ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করে বরিশালের বিএম কলেজে ১৯২৬ সালে তিনি আইএ-তে ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে বিএম কলেজ থেকে অঙ্ক ও সংস্কৃত নিয়ে বিএ পাশ করেন। এরপর তিনি বিএল পাশ করেন ও আইন পেশাতে যোগ দেন। যোগেন্দ্রনাথের লক্ষ্য শুধু আইনজীবী হয়ে অর্থ উপার্জন ছিল না। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে গরিব ও দুঃস্থদের আইনি পরিষেবা প্রদান করতেন।

তিনি নির্বাচিত হন বরিশাল লোকাল বোর্ডের সদস্য। যুক্ত হন অশ্বিনীকুমার দত্তের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। তিনি যখন বিএম কলেজে পড়তেন, তখন থাকতেন নমশূদ্র হস্টেলে। সেই হস্টেলে থাকার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যোগেন্দ্রনাথ লেখেন- ‘আমি কলেজ সংলগ্ন নমশূদ্র হস্টেলে থাকিতাম, জেনারেল হিন্দু হস্টেলের ডাইনিং হলে নমশূদ্র ছাত্রগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। এই ভেদ ও বৈষম্য আমার ভালো লাগিত না।...হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া আমি বুঝিলাম যে, সমাজের নিম্ন শ্রেণির লোকেরা গরিব ও অশিক্ষিত। তাই ইহারা সমাজে উপেক্ষিত হয়।’

যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন সুবক্তা। বিভিন্ন স্থানে পশ্চাৎপদ শ্রেণির মানুষের দাবির সমর্থনে বক্তৃতা দিতেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইনসভায় নির্দল প্রার্থী হিসেবে অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাইপো কংগ্রেস প্রার্থী সরল দত্তকে পরাজিত করে বিজয়ী হন। ১৯৩৭ সালে তিনি হয়েছিলেন আইনসভায় বিরোধী দলনেতা। পরে তিনি গঠন করেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট শিডিউলকাস্ট পার্টি। সেই সুবাদেই সংস্পর্শে আসেন শরৎচন্দ্র বসুর। সেই সময়ে ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বহু সভায় তিনি বক্তৃতা দিতেন।

১৯৩৭ সালে তিনি সহ ১২ জন তপশিলি জাতি বিধায়করা ফজলে হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। পরে ১৯৪১ সালে ফজলে হক মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সমর্থন করেছিলেন ১২ জন তপশিলি জাতির বিধায়করাও। কিন্তু ফজলে হক মন্ত্রীসভা থেকে দুজন তপশিলি জাতির সদস্য কমিয়ে একজন করায় তাঁরা মন্ত্রীসভা থেকে আবার সমর্থন প্রত্যাহার করেন ও তাতে মন্ত্রীসভার পতন ঘটে।

এরপর গঠিত হয় নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা। সেই মন্ত্রীসভায় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল হয়েছিলেন সমবায়মন্ত্রী। ১৯৪৬ সালের ২৮ মার্চ সোরাবর্দি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। তাতে যোগেন্দ্রনাথ স্থান পান। কিন্তু তিনি বেশ কিছু শর্ত দিয়েছিলেন তপশিলি জাতির ছাত্রদের স্বার্থে।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় যোগেন্দ্রনাথ দেশ ভাগ বা বাংলা ভাগের বিরোধিতা করেন, শরৎচন্দ্র বসুর প্রস্তাব সমর্থন করেন। পরে তিনি চলে যান পাকিস্তানে এবং যুক্ত হন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। তিনি প্রথমে হন পাকিস্তান কনস্টুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সদস্য, তারপর হন পাকিস্তানের আইন ও শ্রমমন্ত্রী। আম্বেদকরের সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের ছিল সুসম্পর্ক। সেই সময় আম্বেদকর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অল ইন্ডিয়া শিডিউলকাস্ট ফেডারেশন। বাংলায় তার শাখার সভাপতি হয়েছিলেন যোগেন্দ্রনাথ। ১৯৪৬ সালে আম্বেদকরের গণপরিষদের সদস্যপদ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সেই সময় যোগেন্দ্রনাথ নিজের পদ ছেড়ে দিয়ে আম্বেদকরকে বাংলা থেকে গণপরিষদে পাঠান। যোগেন্দ্রনাথ ১৯৪৭ সালের মে মাসে বক্তৃতায় বলেছিলেন ‘বঙ্গ বিভাগ সমগ্র বঙ্গে তপশিলি জাতির সংঘবদ্ধতা ও জাতীয়তাবোধকে নির্মমভাবে ধ্বংস করিবে। সুতরাং তপশিলি জাতি এরূপ ক্ষতিকর ও ভয়ংকর প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে না।’

শেষপর্যন্ত তিনি মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করে পাকিস্তানে থেকে গেলেন। নিজেই লিখে গিয়েছেন- ‘ভারত বিভক্ত হইলে পূর্ববঙ্গে আমার নিজ জেলা বরিশাল পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আমি পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের কথা চিন্তা করিয়াই পাকিস্তানে থাকার সিদ্ধান্ত করি।’ যোগেন্দ্রনাথের যে আশা ছিল, কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সেই আশা পূরণ হওয়ার নয়। ইতিমধ্যে খুলনা ও কুমিল্লাতে শুরু হল বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে এক চিঠি লিখে তিনি জানান, পাকিস্তানে থাকা তাঁর মতো কোনও হিন্দুদের পক্ষেই নিরাপদ নয়। তাই তিনি ওই চিঠিতেই পাকিস্তান মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে একপ্রকার পালিয়ে চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে। একইসঙ্গে কয়েক লক্ষ নমশূদ্র, মতুয়া, তপশিলি জাতির মানুষও চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে।

তিনি পশ্চিমবঙ্গে এসে যুক্ত হন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলনে। যুক্ত হন ইউসিআরসি’র সঙ্গে। কিছুদিন পরে তাঁর সঙ্গে নেতৃত্বের মতের মিল না হওয়ায় তিনি গড়ে তোলেন পৃথক উদ্বাস্তু সংগঠন। ১৯৫০ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার পর নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রাখতেন আম্বেদকরের সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গেও আম্বেদকর প্রতিষ্ঠিত রিপাবলিকান পার্টির শাখা কমিটি গঠন করেছিলেন। ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে এবং ১৯৬৭ সালে বারাসত লোকসভা থেকে বামপন্থীদের সমর্থন নিয়ে লড়াই করেছিলেন। অথচ ভারতে এসে কোনও নির্বাচনেই তিনি জয়লাভ করতে পারেননি।

১৯৫৬ সালে আম্বেদকরের মৃত্যু হয়। তারপর যোগেন্দ্রনাথ দিল্লিতে আম্বেদকর ভবনকে কেন্দ্র করে রিপাবলিকান পার্টিকে পুনর্গঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গেও নমশূদ্র ও তপশিলি জাতির মানুষকে নিয়ে আন্দোলন, সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ইতিবাচক সাড়া পাননি। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, পঞ্চানন বর্মারা স্বাধীনতার আগে নমশূদ্র মতুয়া রাজবংশীদের নিয়ে নির্বাচনি রাজনীতিতে যতটা সাফল্য পেয়েছিলেন, স্বাধীনতার পর বিভিন্ন রাজ্যে দলিত, জাতপাতের নির্বাচনি রাজনীতির কিছু সাফল্য পেলেও পশ্চিমবঙ্গে এই রাজনীতির কোনও প্রভাব আজও পড়েনি। দেশ ভাগের পর মতুয়া মহাসংঘকে রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করলেও সাফল্য পাননি। ১৯৬৮ সালে যোগেন মণ্ডলের মৃত্যুর পর তাঁর হাতে গড়ে তোলা সংগঠন আজ পশ্চিমবঙ্গে অস্তিত্বহীন। আজ পশ্চিমবঙ্গে জাতভিত্তিতে নির্বাচনি রাজনীতি করা কঠিন। পশ্চিমবঙ্গ এক্ষেত্রে, আজও রয়েছে ব্যতিক্রমী রাজ্য হিসেবে।

(লেখক রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী)

আজ

২০১৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা চিন্ময় রায়।

১৯৯০

ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সাইনা নেহওয়ালের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

প্রযুক্তি অনেক সময় মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটায়। আমার কেরিয়ারে সেটা দেখেছি। সমাজমাধ্যম আমার খেলায় প্রভাব ফেলেছে। সেই কারণে আমি বেরিয়ে এসেছি। আমি এমন সময় বড় হয়েছি, যখন পকেটে ফোন থাকত না। তাই এখনও সেটা দূরেই রাখি।

- বিরাট কোহলি

ভাইরাল/১

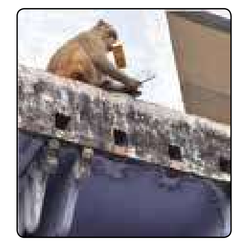

১০ টাকার জুসের প্যাকেটের বদলে লাখ টাকার মোবাইল! এমনই এক বিনিময়ের ভিডিও ভাইরাল। বৃন্দাবনে একটি বানর একজনের স্যামসাং এস-২৫ নিয়ে পালিয়ে যায়। কাকুতিমিনতিতে লাভ হয়নি। শেষে জুসের প্যাকেট দিতেই মোবাইল ফেলে দেয় বাঁদরটি।

ভাইরাল/২

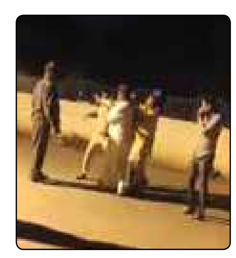

বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হোটেলে সঙ্গীদের নিয়ে নৈশভোজে গিয়েছিলেন বিজেপির এক নেতা। তখন সেখানে পরিদর্শনে ছিলেন এক পুলিশ আধিকারিক। তর্কাতর্কির পর শুরু হয় চড় মারার প্রতিযোগিতা। দুজনেই হাসপাতালে।

জনমন

জনমত

ধ্রুপদি ভাষার এই বঞ্চনা মর্মান্তিক

১৩ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম, ২০২৪ সালের সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার বাংলা ভাষার কোনও লেখক পাননি। বিষয়টি জেনে অনেকের মতো আমিও হতবাক। ৫২ বছর পর এমনটা হল। এর আগে ১৯৬০, ১৯৬৮ ও ১৯৭৩ সালেও নাকি বাংলার কপালে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার জোটেনি। এবারের সাহিত্য অ্যাকাডেমি না পাওয়ার কারণ নাকি টেকনিকাল, যদিও স্পষ্ট করে কর্তৃপক্ষ কিছু বলেনি। এছাড়া জুরির এক সদস্য শেষমুহূর্তে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। এখানেও রহস্য। পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা বাংলা কেন সময়ে সময়ে অবহেলিত হয় ঘরে বাইরে?

গত বছর বাংলা ভাষা ধ্রুপদি সম্মান পেয়েছে। তারপরও এমনটা ভাবা যায় না। কোথায় যেন রহস্য রয়ে গিয়েছে। দেরিতে হলেও গত অক্টোবরে বাংলা ভাষা ধ্রুপদি সম্মান পেয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ উদ্যোগে।

বাংলা সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার না পাওয়ার বিষয়টি তাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনছি, যাতে তাদের বিশেষ উদ্যোগে সবরকম বাধাবিপত্তি সরিয়ে বাংলা ২০২৪ সালে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারলাভ করতে পারে।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

অ্যাকাডেমি দেওয়ার এখনও সময় আছে

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম, সাহিত্য অ্যাকাডেমির জুরি বোর্ড থেকে কোনও কারণে একজন জুরি সদস্য সরে দাঁড়ানোর জন্য ২০২৪ সালে ‘বাংলা’ সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পাওয়া থেকে এখনও পর্যন্ত ব্রাত্য হয়ে রয়েছে। ঘটনাটা আপামর সাহিত্যপ্রেমী বাঙালির কাছে খুবই দুঃখজনক ঘটনা। পৃথিবীর মিষ্টতম ধ্রুপদি বাংলা ভাষার কোনও এক সাহিত্যিক শুধুমাত্র সাহিত্য অ্যাকাডেমির কোনও একজন জুরি সদস্যের মতামতের অপেক্ষায় বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। আমার অনুরোধ, অবিলম্বে বাংলা ভাষার একজন জুরি সদস্য নিযুক্ত করা হোক এবং যোগ্য সাহিত্যিককে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হোক।

ধনঞ্জয় পাল
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পাহাড়ে হোমস্টে বিপ্লবে লাল সংকেত

দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের গ্রামগুলোতে হোমস্টে লিজ নিয়ে অনেকে হোটেল ব্যবসা চালাচ্ছেন। যা নিয়ে শুরু হয়েছে আন্দোলন।

প্রশান্ত মল্লিক

কুড়ি-বাইশ বছর আগে, যখন হোমস্টে পর্যটনের ধারণা সবেমাত্র শুরু হয়, তখন স্থানীয় পর্যটন বিকাশের জন্য প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রামে ঘুরে গ্রামবাসীদের বোঝানো কঠিন ছিল। দেখতাম, বেশিরভাগই রাজি হতেন না। অল্প কিছু পরিবার রাজি হত। ধীরে ধীরে কয়েক বছরে হোমস্টে পর্যটন জনপ্রিয় হতে শুরু করে। তবে, এখনকার মতো পাহাড়ের প্রায় প্রতিটি বাঁকে, গ্রামে এত হোমস্টে গড়ে ওঠেনি।

গত ১২-১৪ বছরে পরিচিত-অপরিচিত সব গ্রামেই দ্রুত হোমস্টের সংখ্যা বাড়তে থাকে। শুরুতে, গ্রামের হোমস্টেগুলো সাধারণ মানের, পাহাড়ি ঐতিহ্যের নির্মাণ ছিল। কিন্তু পরে আধুনিক নির্মাণ শুরু হয়। যা অনেক নামীদামি হোটেল-রিসর্টকেও হার মানায়। শুরুতে, দুই-তিনটি ঘর নিয়ে হোমস্টে শুরু হলেও, পরে সেই সংখ্যা বেড়ে কোথাও কোথাও ১০-১২টিতে পৌঁছায়।

২০১৬-’১৭ সালে সরকারের নজরে এলে, কিছু নিয়মকানুন প্রণয়ন করা হয়। প্রতিটি হোমস্টের ঘরের সংখ্যা বেঁধে দেওয়ার পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু গ্রামে গ্রামে বড় বড় হোটেলের মতো হোমস্টে নির্মাণের পেছনে বহিরাগত ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের কথা জানা যায়। ঘরের সংখ্যা ও মানের ওপর ভিত্তি করে, বার্ষিক লিজ চুক্তিতে হোমস্টের নামে হোটেল বা রিসর্টের ব্যবসা শুরু হয়ে যায়। এই ব্যবসা এতটাই জনপ্রিয় হয় যে, এজেন্টদের মাধ্যমে হোমস্টে খোঁজা শুরু হয়। লিজ নিতে আগ্রহী ব্যবসায়ীরা টাকার থলি নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে দরদাম করে চুক্তি সেরে হোমস্টের নামে হোটেল-রিসর্ট ব্যবসা শুরু করে।

লিজ চুক্তিতে হোমস্টে মালিকদের দাপটে পাহাড়ি গ্রামের পরিবেশ বদলাতে থাকে। কিছু হোমস্টে মালিক লিজ দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। তাঁদের মতে, হোমস্টে কখনও লিজ দেওয়া যায় না। সরকার হোমস্টে নির্মাণের জন্য বিভিন্ন ছাড় ও অনুদান দেয়। হোমস্টে মালিকেরা পর্যটন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাত্র আড়াই থেকে সাড়ে তিন লাখ বা চার লাখ টাকার বার্ষিক চুক্তিতে তাঁদের বাড়ি ছেড়ে দেন। এককালীন টাকা পাওয়া এবং দায়িত্ব এড়ানোর লোভে তাঁরা লিজ দেওয়াকেই সুবিধাজনক মনে করেন। আর ব্যবসায়ীরা হোটেল-রিসর্টের কর ফাঁকি দিয়ে হোমস্টে লিজ নিয়ে ব্যবসা করতে শুরু করেন। বর্তমানে, প্রায় ৭০ শতাংশ বা তার বেশি হোমস্টে লিজ অন্য মালিকদের হাতে চলে গিয়েছে।

গত ২০-২২ বছর ধরে যাঁরা স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে পর্যটন বিকাশের জন্য কাজ করছেন, তাঁরা হতাশ। গ্রামবাসীদের হোমস্টে খোলার জন্য উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য ব্যর্থ।

গত কয়েক বছরে, কিছু কিছু জায়গায় গ্রামবাসীরা হোমস্টে লিজ দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেছেন। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় কিছু ক্ষেত্রে হোমস্টে লিজ দেওয়া বন্ধ হয়েছে। পাহাড়ে হোমস্টে বিপ্লবে সত্যিই এখন লাল সংকেত।

কালিম্পং জেলার কাফের গ্রামে সম্প্রতি জোরালো প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে। কাফের গ্রামে হোমস্টে মালিক সংগঠনের সদস্য বুদ্ধ তামাংয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বললেন, এই সপ্তাহে জেলা শাসক সহ বিভিন্ন দপ্তরে প্রতিবাদপত্র জমা দিয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ চাওয়া হবে। যত দ্রুত সম্ভব হোমস্টে লিজ প্রথা বন্ধ করার দাবি তাঁদের। লিজ চুক্তিতে ব্যবসা করা হোমস্টেগুলোর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে হোটেল-রিসর্টের লাইসেন্স নিতে বাধ্য করতে হবে। কালিম্পং জেলার সব গ্রামে হোমস্টে মালিকদের সংগঠিত করা হচ্ছে আন্দোলনের জন্য। সব মিলিয়ে হোমস্টে নিয়ে নতুন জট।

(লেখক কালিম্পংয়ের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯০

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মহাভারতে উল্লিখিত একটি বনের নাম ৪। গৌরব, মাহাত্ম্য, অহংকার ৫। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ৭। কপিল রংয়ের গাই, কামধেনু ৮। সম্মতিপত্র ৯। গণনায়ক গণেশ , বুদ্ধদেব, গরুড় ১১। নৃত্যশিল্পী ১৩। ভাগ্যবান, পয়মন্ত ১৪। ভাগী, অংশীদার ১৫। ছোট চিঠি।

উপর-নীচ : ১। ঋণী, জলাশয় ২। দশ মহাবিদ্যার এক রূপবিশেষ ৩। বিচার না করে অন্যের মত সমর্থন করে যে ৬। প্রতিমূর্তি, মাটির তৈরি দেবদেবীর মূর্তি ৯। গাছের ডালা, পল্লব ১০। প্রচুর, অসংখ্য ১১। কৃত্রিম, জাল ১২। মোরগ ফুলের বা পাতার আকৃতির নকশা

সমাধান ■ ৪০৮৯

পাশাপাশি : ১। ঠাকুর ৩। আম ৫। কম্বু ৬। বাইতি ৮। ঝিয়ারি ১০। চটক ১২। বিনাশ ১৪। কচ ১৫। চণ্ডী ১৬। মঞ্জীর।

উপর-নীচ : ১। ঠাকুরঝি ২। রকমারি ৪। মরাই ৭। তিরি ৯। দাবি ১০। চমচম ১১। কথান্তর ১৩। নাকচ

বিন্দুবিসর্গ

পডকাস্টে উল্লেখ পাকিস্তান-চিন প্রসঙ্গেরও

গোধরার বীভৎসতা স্মরণ নমোর

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : দু-দশক আগের গোধরা কাণ্ড এবং তারপর গুজরাটে ভ্রাতৃঘাতী হিংসার ঘটনা যে এখনও তাঁর কাছে একটি দুঃস্বপ্নের রাত সেই কথা ফের জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর মতে, গোধরায় যেভাবে ট্রেনের কামরায় আগুন লাগিয়ে করসেবকদের জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল তার বীভৎসতা অকল্পনীয়। রবিবার বিখ্যাত পডকাস্টার লেক্স ফ্রিডম্যানের সঙ্গে পডকাস্ট আড্ডায় বসেছিলেন মোদি। তাতে বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। তাঁর আমলে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান ও চিনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কথা যেমন তাতে উঠে এসেছে, তেমনই শোনা গিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, এলন মাস্কের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গও।

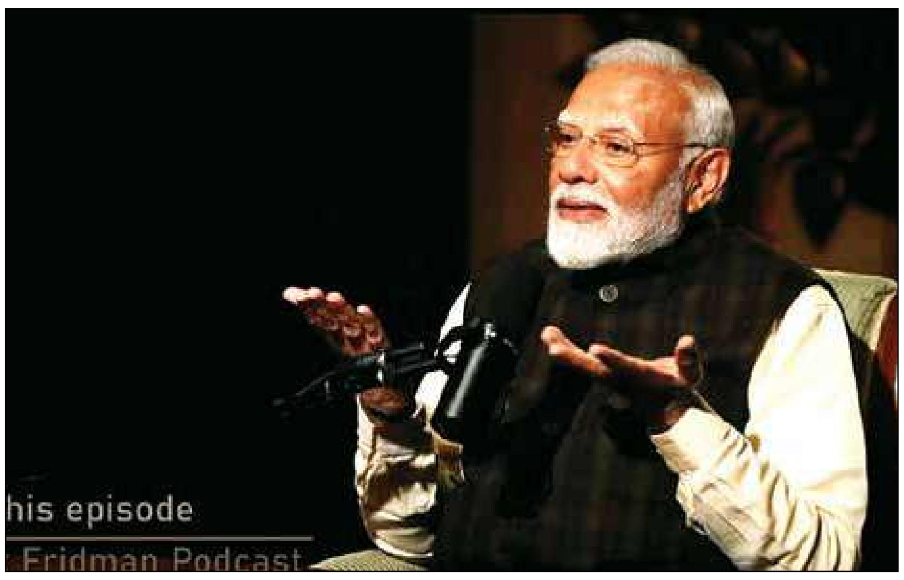

বিখ্যাত পডকাস্টার লেক্সফিডম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নরেন্দ্র মোদি।

গোধরা প্রসঙ্গে মোদি বলেন, '২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি আমরা বাজেট অধিবেশনের জন্য বিধানসভায় বসেছিলাম। মাত্র তিনদিন আগে আমি জনপ্রতিনিধি হয়েছিলাম। হঠাৎ ভয়াবহ গোধরার খবর এল। সেটা এমনই একটি ট্র্যাজেডি ছিল যা কল্পনা করা যায় না। মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। সবার কাছেই বিষয়টি ট্র্যাজিক ছিল। সবাই শান্তি চাইছিল।' মোদি বলেন, 'লোকে বলে গুজরাট হিংসা নাকি সবথেকে বড় হিংসা ছিল। এটা ভুল তথ্য। ২০০২ সালের আগের তথ্য ঘাঁটলে দেখা যাবে, গুজরাটে নিয়মিত হিংসা হত। কোথাও না কোথাও কার্ফিউ জারি করা হত। ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতার মতো সামান্য বিষয়েও হিংসার ঘটনা ছড়াত। ২০০২ সালের আগে গুজরাটে ২৫০টিরও বেশি হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৬৯ সালের হিংসা প্রায় ৬ মাস চলেছিল। কাজেই আমি ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই হিংসার ঘটনা ঘটেছে।' বিরোধীদের নিরন্তর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিচারবিভাগ যে তাঁকে পুরোপুরি নিরপরাধ বলে ঘোষণা করেছে সেই কথাও উঠে এসেছে মোদির পডকাস্টে।

২০০২ সালের পর থেকে যে গুজরাটে আর হিংসা ঘটেনি তা জানিয়ে মোদি বলেন, 'গুজরাট এখন শান্তিতে রয়েছে। আমরা তোষণের রাজনীতিকে আকাঙ্ক্ষার রাজনীতিতে পরিণত করেছি।' পাকিস্তানকে এদিনও সন্ত্রাসবাদের আঁতুরঘর এবং বিশ্বাসঘাতক বলে তোপ দেগে তিনি বলেন, 'যে আদর্শের কারণে রক্তগঙ্গা হয় এবং সন্ত্রাসবাদ রপ্তানি হয় আমরাই তার একমাত্র শিকার নই। বিশ্বে যেখানে যখন জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে কোনও না কোনওভাবে তার শিকড় পাওয়া যায় পাকিস্তানে। ৯/১১-র কথাই ধরুন। যে মূল মাথা সেই ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানের আশ্রয়ে ছিল। গোটা বিশ্ব এখন মেনে নিয়েছে যে সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসবাদী মানসিকতা পাকিস্তানের গভীরে রয়েছে। শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্বের কাছেই পাকিস্তান যে সন্ত্রাসবাদের আঁতুরঘর সেটা সবাই মেনে নিয়েছে।'

শান্তির খোঁজে যে তিনি প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথের সময় পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করেছিলেন কিংবা লাহোরে নওয়াজ শরিফের বাড়িতে বিবাহের অনুষ্ঠানে আচমকা হাজির হয়েছিলেন সেই কথাও জানিয়েছেন মোদি। সীমান্ত সংঘাতের আবহে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০২০ সালের গালওয়ান কাণ্ডের পর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। তবে চিনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার সাম্প্রতিক সাক্ষাতের পর সীমান্ত আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। ২০২০-র আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা কাজ করছি।' পডকাস্টে এদিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন মোদি।

মহাকাশে নতুন সঙ্গী পেয়ে উৎসব সুনীতাদের

নিউ ইয়র্ক, ১৬ মার্চ : আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে মাসের পর মাস কাটানোর পর এবার ঘরে ফেরার পালা সুনীতা উইলিয়াম এবং বুচ উইলমোরের। বহু টানাপোড়েন ও বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে অবশেষে সুনীতাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে স্পেসএক্সের মহাকাশযান। সেই যানে চড়ে মহাকাশকেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছেন ক্রু ১০-এর ৪ নভশ্চর। সেখানে তাঁদের স্বাগত জানান সুনীতা, বুচ এবং ক্রু ৯-এর নভশ্চররা। সেই ভিডিও পোস্ট করেছে নাসা। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ক্রু ১০-এ নভশ্চরদের দেখে দৃশ্যতই খুশি সুনীতারা। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরছেন তাঁরা। হাততালি দিচ্ছেন। উৎসবের পরিবেশ মহাকাশকেন্দ্রে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকায় মিলন উৎসব চলছে শূন্যে ভাসতে ভাসতে।

নাসার তথ্য অনুযায়ী, রবিবার ভারতীয় সময় সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে পৌঁছে যায় এলন মাস্কের মহাকাশযান। ১১টা ৫-এ যান থেকে বেরিয়ে আসেন ক্রু ১০-এর মহাকাশচারী অ্যানি ম্যাকক্লেইন, নিকোল আয়ারস, তাকুয়া ওনিশি এবং কিরিলি পেসকভ। ভাসতে ভাসতে তাঁরা মহাকাশকেন্দ্রে প্রবেশ করেন। তাঁদের জন্য কেন্দ্রের দরজা খুলে দেন সুনীতা ও তাঁর সঙ্গীরা। নাসার মহাকাশচারী অ্যানি ম্যাকক্লেইন বলেন, 'আমরা যখন জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে প্রথমবারের মতো মহাকাশকেন্দ্রটি দেখতে পেলাম তখন যে অপরিসীম আনন্দ হয়েছিল, তা বলে বোঝাতে পারব না।'

ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন মহাকাশচারী সুনীতা জানিয়েছেন, নতুন সঙ্গীদের পেয়ে তিনি ভীষণ খুশি। এটি তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় দিন।

গতবছর জুনে মাত্র ৮ দিনের জন্য আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে গিয়েছিলেন সুনীতা ও বুচ। কিন্তু যে যানে চড়ে তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন সেই বোয়িং স্টারলাইনারে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। তার জেরে মহাকাশকেন্দ্রেই আটকে পড়েন সুনীতারা। ৯ মাস বাদে স্পেসএক্সের মহাকাশযানে চড়ে পৃথিবীতে ফিরবেন তাঁরা। মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, সম্ভবত আগামী বুধবার সুনীতা, বুচ এবং ক্রু ৯-এর মহাকাশচারীরা পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।

ঢোল বাজালেন শা। কোকরাঝাড়ে।

বোড়ো চুক্তি নিয়ে কংগ্রেসকে কটাক্ষ শা'র

কোকরাঝাড়, ১৬ মার্চ : কংগ্রেসকে বোড়ো চুক্তি নিয়ে খোঁচা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। রবিবার অল বোড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়নের (এবিএসইউ) ৫৭তম বার্ষিক সমাবেশে তিনি বলেন, 'বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার যখন বোড়ো চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তখন তা নিয়ে ঠাট্টা করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু এই চুক্তি গোটা অঞ্চলে শান্তি এবং উন্নয়ন এনেছে।' বোড়োল্যান্ডের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। চুক্তির ৮২ শতাংশ শর্ত পূরণ করা হয়েছে। বাকিটাও আগামী ২ বছরে হয়ে যাবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ২০৩৬ সালের অলিম্পিকের জন্য বোড়ো তরুণদের প্রস্তুতি নেওয়ার বার্তাও দিয়েছেন তিনি।

এপিক নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা সংসদে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : মঙ্গলবার আধারের সঙ্গে এপিক নম্বর সংযুক্তি করা নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার। তার আগে সোমবার থেকে সংসদে জাল ভোটার কার্ড তৈরির অভিযোগ নিয়ে সরব হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে তৃণমূল। জোড়াফুল শিবিরের পাশাপাশি আরও ৯-১০টি বিরোধী দল এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার দাবি করেছে। সোমবার নোটিশ দেওয়া হলেও প্রয়োজনে মঙ্গলবারও আলোচনার জন্য প্রস্তুত বিরোধীরা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি গত সপ্তাহেই ভুয়ো ভোটার এবং ভোটার তালিকায় গরমিল প্রসঙ্গে আলোচনার দাবি তুলেছিলেন। যদিও তিনি এও জানিয়েছিলেন, তাঁর ধারণা, সরকার শেষমেশ আলোচনার পথে এগোবে না। কেন্দ্র এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও আশ্বাস দেয়নি। তবে কিছু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিরোধীদের দাবিকে যৌক্তিক বলে মনে করছেন। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ইতিমধ্যেই বিরোধী নেতাদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনা করেছেন। তবে বিরোধীরা এতে সন্তুষ্ট নয়। তাঁদের দাবি, বিষয়টি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ তাই সংসদে সরাসরি বিতর্ক হওয়া জরুরি।

তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'আলোচনা শুরু হোক। আমরা নমনীয় অবস্থানে আছি, সরকারকেও নমনীয় হতে হবে। সোমবার না হোক, অন্তত মঙ্গলবার সংসদে আলোচনা করা হোক।' লোকসভায় আগামী সপ্তাহে জলশক্তি, রেল ও কৃষিমন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা হবে। স্পিকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিরক্ষা, বিদেশ অথবা সামাজিক ন্যায়বিচার মন্ত্রকের মধ্যে কোনও দুটি মন্ত্রকের বাজেট নিয়েও আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার রাজ্যসভায় রেল নিয়ে আলোচনায় জবাব দেবেন অশ্বিনী বৈষ্ণো।

মৃত ৩

বেঙ্গালুরু, ১৬ মার্চ : একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে চলছিল হোলি উদযাপন। এরই মধ্যে এক মহিলাকে কটূক্তির জেরে হাতাহাতি শুরু হয় ছয় মদ্যপ শ্রমিকের মধ্যে। লোহার রড ও লাঠি নিয়ে মারামারি হয়। মৃত্যু হয় তিনজনের। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটে শনিবার বেঙ্গালুরুতে। পুলিশ জানিয়েছে, সকলেই বিহারের একই গ্রামের বাসিন্দা।

২০ শিক্ষার্থীর মৃত্যুদণ্ড বহাল বাংলাদেশে

ঢাকা, ১৬ মার্চ : ২০১৯-এর গণপিটুনির ঘটনায় ২০ জন শিক্ষার্থীর ফাঁসির সাজা বহাল রাখল বাংলাদেশ হাইকোর্ট। পাঁচ পড়ুয়ার যাবজ্জীবন হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁরা শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগের ছাত্রাশাখা নিষিদ্ধ বাংলাদেশ ছাত্রলিগ (বিসিএল)-এর সদস্য। যে ছাত্রকে পিটিয়ে খুনের মামলায় তাঁদের মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে, সেই পড়ুয়া অবরার ফাহাদ বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

ছাত্র শিবিরের কর্মী সন্দেহে তাঁকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল। ছাত্র শিবির হল বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক সংগঠন জামাত-ই-ইসলামির ছাত্র শাখা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডরমিটরিতে ছ'ঘণ্টা ধরে তার ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছিল।

ঢাকার নিম্ন আদালত ২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর ২০ জন ছাত্রের ফাঁসির সাজা ঘোষণা করে। তখন ক্ষমতায় আওয়ামি লিগ তথা হাসিনার সরকার। প্রায় চার বছর পর হাইকোর্ট প্রাণদণ্ড বহাল রাখল। রায় বহাল রাখার কথা রবিবার ঘোষণা করেছেন বিচারপতি আসাদুজ্জামান ও সৈয়স এনায়েত হোসেনের বেঞ্চ।

মার্কিন হামলায় হত ৩১ ইয়েমেনি

সানা ও ওয়াশিংটন, ১৬ মার্চ : লোহিত সাগরে মার্কিন জাহাজের উপস্থিতি বরাবর চক্ষুশূল ইরানের মদতপুষ্ট ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের। অতি সম্প্রতি হুথিদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে মার্কিন জাহাজ। তারই পালটা আঘাত দিল ট্রাম্প সরকার। শনিবার হুথিদের ওপর ব্যাপক সামরিক হামলা চালিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন গোলাবর্ষণে অন্তত পক্ষে ৩১ জন ইয়েমেনির মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১০০ জনেরও বেশি।

ইয়েমেনে আমেরিকার সামরিক আঘাত শুরু হতেই আসরে নেমে পড়েছে রাশিয়া। হুথিদের ওপর মার্কিন হামলা থামাতে তড়িঘড়ি আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো অ্যান্টনি রুবিওকে ফোন করেছেন রুশ বিদেশসচিব সেরগেই লাভরভ। রবিবার লাভরভ আমেরিকাকে ফোনে ইয়েমেনিদের ওপর হামলা থামাতে অনুরোধ জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রস্তাবসমন্বিত বার্তাটিও দিয়েছেন। পুতিনের প্রস্তাব, ইয়েমেন ও পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা চান। লাভরভ জানিয়েছেন, পুতিন রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে প্রশ্চিম এশিয়ার সমস্যার সমাধান খুঁজছেন। এই বিষয়ে ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুথিদের সতর্ক করে

জানিয়েছেন, তারা নাশকতামূলক কাজকর্ম বন্ধ না করলে তাদের আরও কঠিন পরিণতির মুখে পড়তে হবে। তাঁর সাফ কথা, 'সেক্ষেত্রে তাদের নরকে পৌঁছোতে হবে।' শুধু হুথিদেরই নয়, তাদের পিছনে যে রাষ্ট্রের নিয়ত সমর্থন রয়েছে সেই ইরানকেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। তেহরান সরকার হুথিদের প্রতি সমর্থন অবিলম্বে বন্ধ না করলে ও আমেরিকাকে হুমকি দিলে তার পরিণতি কিন্তু ভয়াবহ হবে।

ইয়েমেনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথিদের নিকেশ করতে বদ্ধপরিকর আমেরিকা। এক মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, হুথিদের প্রতি মার্কিন অভিযান কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে পারে। ২০ জানুয়ারি দ্বিতীয় পর্যায়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর পশ্চিম এশিয়ায় জঙ্গিদমনে উঠে পড়ে লেগেছেন ট্রাম্প। তাঁর নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথ সোশ্যালে তিনি হুথিদের উদ্দেশে লিখেছেন, 'তোমাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আজই ধ্বংসাত্মক কাজকারবার বন্ধ কর। নচেৎ তোমাদের কপালে যে কী জুটবে, তা তোমরা কল্পনাও করতে পারছ না।'

শনিবারের হামলাকে যুদ্ধাপরাধ বলে বর্ণনা করেছে হুথিদের রাজনৈতিক ব্যুরো। তারা জানিয়েছে, 'যুদ্ধাপরাধের জবাব দিতে প্রস্তুত আমাদের ইয়েমেনি সশস্ত্রবাহিনী।' পুতিন কি পারবেন ট্রাম্পকে থামাতে? বিশ্বজুড়ে এখন এটাই প্রশ্ন।

স্বর্ণমন্দিরে কেজরি, মান

অমৃতসর, ১৬ মার্চ : দিল্লি খুইয়ে এখন সর্বশক্তি দিয়ে আপের একমাত্র ঘাঁটি পঞ্জাব রক্ষায় মরিয়া দলের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। হোসিয়ারপুরে ১০ দিনের বিপাসনা শেষে রবিবার স্বর্ণমন্দিরে গিয়েছিলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গী তাঁর স্ত্রী সুনীতা এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। পঞ্জাবে আপ সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কেজরির এই স্বর্ণমন্দির দর্শন। পরে সাংবাদিকদের আপ সুপ্রিমো বলেন, '২০২২ সালের ১৬ মার্চ মান সাহেব পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। আজ আমরা গুরু মহারাজের আশীর্বাদ নিতে এসেছিলাম। এই তিন বছরে ওঁরাই আমাদের পথ দেখিয়েছেন। মানুষের সেবায় আমাদের শক্তি জুগিয়েছেন। পঞ্জাবের সবথেকে বড় সমস্যা হল মাদক এবং দুর্নীতি। রাজ্যের মানুষ এই দুটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।'

মান দাবি করেন, তাঁদের আপ সরকার তিন বছরে যা কাজ করেছে তা গত ৭০ বছরেও হয়নি।

স্বর্ণমন্দিরে মাথা ছোঁয়ালেন সস্ত্রীক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার।

বিতর্ক উত্তরাখণ্ডে

দেরাদুন, ১৬ মার্চ : কেদারনাথ মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করার চেষ্টা করছেন কিছু অহিন্দু! এই অভিযোগ তুলে মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশে কড়াকড়ির দাবি তুলেছেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক আশা নৈটিয়াল। তাঁর দাবিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয়েছে উত্তরাখণ্ডে। নৈটিয়াল অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড়। তিনি বলেন, 'এক শ্রেণির অহিন্দু কেদারনাথ মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। যদি কেদারনাথ ধামের ভাবমূর্তিতে আঘাতের আশঙ্কা থাকে, তাহলে ওঁদের প্রবেশে নিয়ন্ত্রণ আনা উচিত। বাইরে থেকে আসা অহিন্দুরা অবশ্যই ধামকে অপবিত্র করার ঘটনার সঙ্গে জড়িত।' কেদারনাথ অঞ্চলে মাছ, মাংস ও মদ বিক্রি করা হচ্ছে কি না এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে বিজেপি নেত্রী বলেন, 'তদন্ত হলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।' নৈটিয়ালের অভিযোগের পর কেদারনাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী সৌরভ বহুগুণা। এদিকে বিজেপি বিধায়কের মন্তব্যে কড়া সমালোচনা করেছে কংগ্রেস।

ট্রুডোর পর কার্নের মন্ত্রীসভায় দুই ভারতীয় বংশোদ্ভূত

অটোয়া, ১৬ মার্চ : কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর মন্ত্রীসভাতেও ছিলেন দুই ভারতীয় বংশোদ্ভূত অনীতা আনন্দ ও কমল খেরা। নতুন প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নের মন্ত্রীসভাতেও তাঁরা যুক্ত হয়েছেন।

৩৬ বছরের কমল খেরা কানাডায় সবচেয়ে কমবয়সি মন্ত্রী। তিনি এবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আগে অভ্যন্তরীণ উন্নয়নমন্ত্রক, স্বাস্থ্যমন্ত্রক ও রাজস্বমন্ত্রকের সংসদীয় সচিব ছিলেন। এটা প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ের। এবার স্বাধীনভাবে সামলাবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রক। কমলের জন্ম দিল্লিতে। ২০১৫ সালে ব্রাম্পটন থেকে প্রথম এমপি হন। রাজনীতিতে আসার আগে টরন্টোর সেন্ট জোসেফ হাসপাতালে ক্যানসার বিভাগে নার্সের কাজ করতেন কমল। কোভিডের সময়ও ওই কাজে লিপ্ত ছিলেন। ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্নাতক কমল সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর ওয়েবসাইটে তাঁকে রেজিস্টার্ড নার্স হিসেবে উল্লেখ করার পাশাপাশি বলা হয়েছে, তিনি একজন কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক, রাজনৈতিক কর্মী। মানুষের জীবন উন্নত করার লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে আগ্রহী। কমল লিখেছেন, 'নার্স হিসেবে আমার অগ্রাধিকার ছিল রোগীদের সহায়তা দেওয়া। এখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রতিদিন একই মানসিকতা নিয়ে আসব।'

অনিতা আনন্দের জন্ম কানাডার নোভাস্কোশিয়ায়। পেশায় আইনজীবী ছিলেন অনীতা। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক হয়েছেন। প্রথম এমপি হন ২০১৯-এ। প্রতিরক্ষামন্ত্রকও সামলেছেন। তিনি মার্কের মন্ত্রীসভায় বিজ্ঞান ও আর্থিক উন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্বে। অনীতা লিখেছেন, 'আমি সম্মানিত। নেতিবাচকতা দিয়ে কিছু হয় না। নেতিবাচকতা বাণিজ্যযুদ্ধে জয়ী হবে না। আমরা ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী। অবিলম্বে আগামীকালের কানাডার অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজ শুরু করব।'

কমল খেরা ও অনীতা আনন্দ।

নাইট ক্লাবে আগুন, নিহত ৫১

স্কোপজে, ১৬ মার্চ : উত্তর ম্যাসিডোনিয়ার একটি নাইট ক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানী স্কোপজে থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে কোচানি শহরে। পালস নামে ওই নাইট ক্লাবে জনপ্রিয় হিপহপ জুটি এডিএনএ-র লাইভ কনসার্ট চলছিল। দেড়হাজার তরুণ-তরুণী সেখানে ভিড় জমিয়েছিলেন। আচমকা ক্লাবের একাংশে আগুন লাগে। আতঙ্ক ছড়ায় দর্শকদের মধ্যে। শুরু হয় হুড়োহুড়ি। একসঙ্গে বহু মানুষ নাইট ক্লাবের সংকীর্ণ গেট দিয়ে বাইরে বার হওয়ার চেষ্টা করেন। এদিকে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা ক্লাব। আগুনে পুড়ে মারা যান অনেকে। বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে দমবন্ধ হয়ে।

ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে কনসার্টের ভিডিও ফুটেজ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কনসার্ট চলাকালীন স্টেজে যে আতশবাজি ব্যবহার করা হচ্ছিল, তার স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে আগুন লেগেছে। স্থানীয় পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। আতশবাজিতে কী ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উত্তর ম্যাসিডোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী রিস্টিয়ান মিকোস্কি। তিনি বলেন, 'আজ খুব দুঃখের দিন। আমাদের দেশ একটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এত মানুষের মৃত্যুর ঘটনা দুঃখজনক।'

টর্নেডোর বলি ২৭

ওয়াশিংটন, ১৬ মার্চ : ২৬টি ভয়াবহ টর্নেডোয় লন্ডভন্ড মধ্য আমেরিকা। শনিবার ঝড়ের দাপটে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কানসাস, টেক্সাস, মিসৌরি। উড়ে গিয়েছে কয়েকশো বাড়ির চাল। উলটে গিয়েছে বহু গাড়ি, ট্রাকও। উপড়ে

বিধ্বস্ত মধ্য আমেরিকা

গিয়েছে গাছ। ধুলোয় আকাশ ঢেকে গিয়ে দৃশ্যমানতা কম থাকায় অন্তত ৫০টি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত ৮। মিসৌরির জাতীয় সড়কে ঝড়ের বলি ১২। সেখানে সমুদ্রতটে উলটে গিয়েছে একাধিক নৌকা। টেক্সাসে ঝড়ের সময় গাড়ি চালাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন। আরকানসতে মৃত ৩ ও আহত ২৯। সেখানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে স্থানীয় প্রশাসন। মৃতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয়দের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল প্রায় ২ লক্ষ বাড়ি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মিসিসিপি, টেনিসি সহ উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিতে সপ্তাহান্তে আরও কিছু টর্নেডোর পূর্বাভাস রয়েছে। প্রতি বছরই মে থেকে জুনের মধ্য আমেরিকার একাধিক রাজ্যে আছড়ে পড়ে টর্নেডো। গত বছর আমেরিকায় টর্নেডোর বলি হয়েছিলেন ৫৪ জন।

হত হাফিজ-শাগরেদ

ইসলামাবাদ, ১৬ মার্চ : ২৬/১১-র মুম্বই সন্ত্রাসের মূল চক্রী হাফিজ সঈদের শাগরেদ লস্কর সন্ত্রাসী আবু কাতাল গুলিতে নিহত হয়েছে। শনিবার পাকিস্তানের ঝিলম অঞ্চলের জিনত হোটেল ও দিনা পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবুর কনভয় যাওয়ার সময় দুষ্কৃতিরা গুলি চালায়। আবুর সঙ্গে নিহত হয়েছে তার এক দেহরক্ষীও। জখম আরও এক দেহরক্ষী। শুধু লস্কর জঙ্গিরাই নয়, আবুর নিরাপত্তায় সাদা পোশাকে পাক সামরিক কর্মীরাও থাকতেন। আততায়ীরা ১৫ থেকে ২০ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল। লস্কর-ই-তৈবার সমস্ত জঙ্গি-তৎপরতার দায়িত্ব পড়ত আবু কাতালের কাঁধে। হাফিজের বিশ্বস্ত অনুচর ছিল আবু। তার নাম ২০২৩-এ রাজৌরির সন্ত্রাসী হানায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এনআইএ-এর চার্জশিটে আবু কাতালের নাম রয়েছে। হাফিজ সঈদই তাকে লস্করের প্রধান অপারেশনাল কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করেন।

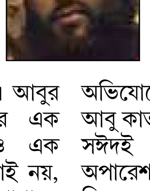

মন্দিরে ডিওয়াইএফআইয়ের গান, পতাকা

তিরুবনন্তপুরম, ১৬ মার্চ : একটা সময় ছিল যখন সিপিএমের নেতা-ক্যাডাররা সদর্পে বলে বেড়াতেন, ধর্ম হল আফিম। তাই যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে ভালোবাসতেন তাঁরা। কিন্তু মোদি জমানায় সেই ছাঁচ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে কেরলের প্রধান শাসকদল সিপিএম ও তাদের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। এখন মন্দিরের অনুষ্ঠানে বিশাল সংখ্যক দর্শকের সামনে রীতিমতো মঞ্চের এলইডি স্ক্রিনজুড়ে সিপিএম এবং ডিওয়াইএফআইয়ের পতাকা প্রদর্শন চলছে রমরমিয়ে। ভগবানের

নামগান শিকেয় তুলে সিপিএমের গৌরবগাথা সুরে-ছন্দে ফুটিয়ে তুললেন একদল শিল্পী।

এমনই বেনজির ঘটনা ঘটেছে কোল্লামের কাডাক্কাল মন্দিরের অনুষ্ঠানে। শুধু গানের অনুষ্ঠানেই নয়, মন্দির চত্বরেও উড়ছিল ডিওয়াইএফআইয়ের পতাকা। ফাঁপরে পড়ে ট্রাভাঙ্কোর দেবস্বম বোর্ডের সভাপতি পিএস প্রশান্ত এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিধানসভা ভোটের একবছর আগে লালঝান্ডাধারীর

কেরলে বিতর্কে সিপিএম

এমন ভোলবদলের নজির হাতের সামনে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধী ইউডিএফ। বিজেপির জন্য রাজ্যে জায়গা তৈরির উদ্দেশ্যেই এমন কাজ করা হয়েছে বলে তোপ দেগেছে বিরোধী দল কংগ্রেস।

কেরলের বিরোধী দলনেতা ভিডি সতীশন বলেন, যিনি গান গাইছিলেন তাঁর কি ওই গানের জন্য আর কোনও জায়গা ছিল না। পুণ্যার্থীদের কেনই বা জিজ্ঞাসা করা হল তাঁরা সিপিএমের প্রয়াত নেতা পুষ্পনকে চেনেন কি না? সিপিএম হল নির্লজ্জদের দল। ওখানে সংঘাতের পরিবেশ তৈরি করে বিজেপির জন্য জায়গা করে দেওয়াই কি ওঁদের লক্ষ্য। ক্ষমতার ঔদ্ধত্য এখন ওঁদের মাথায় উঠে গিয়েছে। পিএস প্রশান্ত বলেন, কোনও রাজনৈতিক দলের পতাকা বা প্রতীক মন্দিরের ভিতর নিষিদ্ধ। আদালত ওই নির্দেশ দিয়েছে। তাদের আওতায় থাকা সমস্ত মন্দিরে এই সার্কুলার পাঠানো আছে। মন্দির কমিটি ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। তদন্তের পর দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর আগে পেরুম্বাভুরে একটি মন্দিরের ভিতর আরএসএসের প্রশিক্ষণ চলছিল। তখনও কড়া অবস্থান নিয়েছিল দেবস্বম বোর্ড।

দৃষ্টি হারানোর কারণ আগে জানুন

অন্ধত্ব একটি অভিশাপ, আর এই অন্ধত্বের অন্যতম কারণ গ্লকোমা। গ্লকোমাজনিত অন্ধত্বের কোনও প্রতিকার নেই, প্রতিরোধই একমাত্র উপায়। এই রোগ সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক ও সচেতন করতে প্রতি বছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহকে বিশ্ব গ্লকোমা সপ্তাহ হিসেবে পালন করা হয়। গ্লকোমার কারণ, প্রতিরোধ এবং আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শিলিগুড়ির দ্য হিমালয়ান আই ইনস্টিটিউটের গ্লকোমা বিশেষজ্ঞ **ডাঃ স্বরূপকুমার রায়**

গ্লকোমা কী

গ্লকোমা চোখের একটি জটিল রোগ যাতে চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ (ইন্ট্রা অকুলার প্রেশার/ আইওপি) বৃদ্ধির কারণে চোখের স্নায়ুর ধীরে ধীরে ক্ষতি হয় এবং চোখের দৃষ্টি কমে যায়। এমনকি এতে একসময় অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। সময়মতো ধৈর্য ধরে চিকিৎসা করলে এই অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কারণ

এই রোগে সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ খুঁজে না পাওয়া গেলেও এখনও অবধি চোখের উচ্চ চাপই এই রোগের প্রধান কারণ বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে স্বাভাবিক চাপেও এই রোগ হতে পারে। চোখের উচ্চ চাপ ধীরে ধীরে চোখের স্নায়ুর ক্ষতি করে এবং দৃষ্টিকে ব্যাহত করে। তবে অন্যান্য কারণেও এই রোগ হতে পারে। যেমন –

- যাঁদের গ্লকোমার পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে
- যাঁদের ডায়াবিটিস, থাইরয়েড বা হাইপারটেনশন রয়েছে
- যাঁদের বয়স ৪০ বছরের বেশি
- অতীতে চোখে কোনও আঘাত থাকলে
- যাঁরা অনেকদিন ধরে স্টেরয়েড ব্যবহার করছেন
- যাঁদের দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয় (চশমার মাইনাস পাওয়ার বেশি)

কী ধরনের অসুবিধা হতে পারে

- ক্রমশ আশপাশের দৃষ্টিশক্তি (পেরিফেরাল ভিশন) কমে যাওয়া
- আবছা দেখা
- চোখের বা মাথার যন্ত্রণা
- আলোর চারপাশে রঙিন আভা বলয়
- চশমার পাওয়ারের বারবার পরিবর্তন

গ্লকোমার ধরন

দীর্ঘস্থায়ী ওপেন এঙ্গেল গ্লকোমা

সাধারণত এই ধরনের গ্লকোমায় আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে চোখের ভিতরকার তরল (অ্যাকুয়াস হিউমার)-এর নিষ্কাশন ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হয়ে যায় ও অভ্যন্তরীণ চাপ বাড়তে থাকে। এই ধরনের গ্লকোমায় রোগীর চোখে সাধারণত ব্যথা অনুভূত হয় না এবং খুব ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে।

ক্লোজড এঙ্গেল গ্লকোমা

এই ধরনের পরিস্থিতিতে আকস্মিকভাবে চোখের তরল নিষ্কাশন পদ্ধতি সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে যায় (ক্লোজ অ্যাঙ্গল)। চোখে তীব্র প্রদাহ, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, বমি ভাব এবং চোখের দৃষ্টিশক্তির স্থায়ী অবনতি হয়। এটি একটি আপৎকালীন পরিস্থিতি এবং এর দ্রুত চিকিৎসা অনিবার্য।

জন্মগত গ্লকোমা

এক্ষেত্রে জন্মের পর চোখের নিষ্কাশন ব্যবস্থার বিকাশ হয় না। এটি খুবই বিরল রোগ। প্রতি ১০,০০০ নবজাত শিশুর মধ্যে একটি শিশুর এই রোগ হতে পারে। বংশগত কারণেই প্রধানত এই রোগ হয়ে থাকে। অপারেশনের মাধ্যমে এই রোগের চিকিৎসা সম্ভব।

সেকেন্ডারি গ্লকোমা

অনেক সময় অন্যান্য রোগ বা বিভিন্ন কারণে গ্লকোমা হতে পারে, যেমন-

- ডায়াবিটিস, হাইপারটেনশন ও মাইগ্রেন
- থাইরয়েডজনিত রোগ
- নিদ্রাহীনতা
- অতীতে চোখের কোনও আঘাত বা চোখের কোনও অপারেশন
- দীর্ঘদিন স্টেরয়েড ওষুধ বা মলম বা চোখের ড্রপের ব্যবহার

নির্ণয়ের উপায়

চক্ষু বিশেষজ্ঞ দ্বারা চোখের সম্পূর্ণ পরীক্ষা এবং চোখের অভ্যন্তরীণ চাপের পরিমাপ করে গ্লকোমা নির্ণয় করা সম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় গ্লকোমার কোনও উপসর্গ বোঝা যায় না। সুতরাং, চোখ বাঁচাতে চল্লিশোর্ধ্ব ব্যক্তিদের বছরে একবার চোখ পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। গ্লকোমা নির্ণয়ের পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে -

- টোনোমেট্রি বা চোখের চাপ নির্ণয়
- গোনিয়োস্কোপি
- ওসিটি/ আরএনএফএল বা চোখের অপটিক নার্ভের পরীক্ষা
- প্যাকিমেট্রি
- পেরিমেট্রি বা ভিজুয়াল ফিল্ড পরীক্ষা

চিকিৎসা পদ্ধতি

গ্লকোমার চিকিৎসা সম্পূর্ণরূপে এর ধরন এবং চোখের অভ্যন্তরীণ চাপের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে। প্রাথমিক পর্যায়ে বেশিরভাগ রোগীদের ক্ষেত্রেই মেডিকেশনের মাধ্যমে চোখের প্রেশার কমানো হয়ে থাকে। তবে অগ্রিম পর্যায় গ্লকোমার ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার বা লেসার ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হতে পারে।

বর্তমানে গ্লকোমার জন্য কিছু অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর সাফল্যের হারও ভালো। এইসব পদ্ধতি গ্লকোমা চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

সিলেক্টিভ লেসার ট্র্যাবিকিউলোপ্লাস্ট্রি (এসএলটি লেসার) : এসএলটি লেসার সাধারণ চোখের অভ্যন্তরীণ তরল নিষ্কাশন পদ্ধতিকে উন্নত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেসব গ্লকোমা রোগীর নিয়মিত ওষুধ ব্যবহারের পরেও চোখের প্রেশার নিয়ন্ত্রণে আসে না তাঁদের ক্ষেত্রে এটি একটি উপযুক্ত পদ্ধতি।

ট্র্যাবিকিউলেক্টোমি সার্জারি : একটি ঐতিহ্যবাহী গ্লকোমা সার্জারি যা চোখের চাপ কমানোর জন্য চোখের অভ্যন্তরে একটি নতুন নিষ্কাশন পথ তৈরি করে। এটি সাধারণত অ্যাডভান্সড গ্লকোমার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

আহমেদ গ্লকোমা ভালভ সার্জারি : এই পদ্ধতিতে চোখের অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র ভালভ স্থাপন করা হয় যা চোখ থেকে তরল নিষ্কাশন করে চোখের প্রেশার কমাতে এবং নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

অ্যাডভান্সড মাইক্রো-ইনসিশন গ্লকোমা সার্জারি (i-stent) : i-stent একটি অত্যাধুনিক মাইক্রোইনভেসিভ গ্লকোমা সার্জারি পদ্ধতি, যা গ্লকোমা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। এই নতুন ধরনের গ্লকোমা সার্জারির একাধিক সুবিধা রয়েছে।

যেমন, এটি একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের মাধ্যমেই চোখের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো যেতে পারে। এতে চোখে আঘাত লাগার সম্ভাবনাও খুব কম। এই যন্ত্রটি নিয়মিত ছানি অপারেশনের সময়ই চোখের অভ্যন্তরে স্থাপন করা যেতে পারে। অতিরিক্ত কাটার প্রয়োজন হয় না। সার্জিকাল গ্রেড টাইটেনিয়ামের ব্যবহার এবং এটি প্রমাণিত ট্র্যাক রেকর্ড সার্জিরিটিকে চোখের জন্য নিরাপদ করে তোলে। এই i-stent সার্জারির মাধ্যমে গ্লকোমা রোগীর বর্তমানে ব্যবহৃত আইড্রপের সংখ্যা কমানো যেতে পারে।

মনে রাখবেন গ্লকোমা অন্ধত্বের অন্যতম প্রধান কারণ যার কোনও প্রতিকার নেই। প্রতিরোধই একমাত্র উপায়। তাই চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের পর অবশ্যই চোখ পরীক্ষা করান এবং নিশ্চিত হন আপনার বা আপনার পরিবারের কারও গ্লকোমা আছে কি না। গ্লকোমা প্রতিরোধ করুন এবং বেদনাদায়ক অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে বাঁচুন।

ওজন কমাবে আয়ুর্বেদিক পানীয়

আয়ুর্বেদিক পানীয় বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক বা ভেষজ উপাদান দিয়ে তৈরি, যা হজম থেকে বিপাকক্রিয়ার উন্নতিতে, ডিটক্সিফিকেশনে এবং সামগ্রিকভাবে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত এই ধরনের পানীয় খেলে পেটের চর্বি অনেকটাই কমতে পারে। এমন দশটি আয়ুর্বেদিক পানীয়ের মধ্যে রয়েছে –

জিরাজল : জিরার মধ্যে শক্তিশালী বিপাক-বৃদ্ধিকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সঞ্চিত চর্বি ভাঙতে সাহায্য করে। সারারাত জলে জিরা ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে সেই জল খান। এতে হজমশক্তির যেমন উন্নতি হবে, তেমনই পেট ফাঁপা কমিয়ে দ্রুত চর্বি ঝরাতে সাহায্য করবে।

জোয়ানজল : এটি চর্বি ঝরানোর পাশাপাশি হজমেও সাহায্য করে। খালি পেটে জোয়ানের জল খেলে বিপাকক্রিয়ার হার বাড়ে, হজমের উন্নতি হয় এবং অতিরিক্ত জলধারণ প্রতিরোধ করে। এছাড়া পেট ফাঁপা কমাতেও সাহায্য করে। ফলে সময়ের সঙ্গে পেটটাকে অনেকটা চ্যাপ্টা মনে হয়।

হলুদ দুধ : হলুদে রয়েছে কারকিউমিন, যাতে শক্তিশালী অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামাটরি এবং চর্বি ঝরানোর গুণ রয়েছে। রোজ রাতে উষ্ণ দুধে হলুদ মিশিয়ে খেলে তা বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি পেটের চর্বি কমাতে সাহায্য করে।

মেথিজল : ফাইবারে ভরপুর মেথিজল যেমন খিদে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে, তেমনি ওজন ঝরাতেও কার্যকরী। রাতে মেথি ভেজানো জল পরদিন সকালে খেলে তা হজম প্রক্রিয়া ভালো রাখতে সাহায্য করে, পেট ফাঁপা কমায় এবং চর্বি ঝরাতে সাহায্য করে।

আদা-লেবু চা : আদা তার থার্মোজেনিক প্রভাবের জন্য পরিচিত, যা শরীরের অধিক ক্যালোরি পোড়াতে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে লেবু লিভারকে ডিটক্সিফাই করে। আদা-চা টক্সিন বের করার পাশাপাশি পেটের চর্বি কমায় এবং হজমশক্তির উন্নতি করে। খাওয়ার আগে এই চা খেলে তা খিদে নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে।

ত্রিফলাজল : ত্রিফলা অর্থাৎ আমলকী, হরীতকী ও বহেড়ার সংমিশ্রণ। এটি হজমে সাহায্য করার পাশাপাশি অন্ত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে, বিপাকের উন্নতিতে সাহায্য করে। এই পানীয় ওজন ঝরাতে বেশ কার্যকরী।

দারুচিনির চা : দারুচিনি রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল করে, ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করে এবং পেটে চর্বি জমা রোধ করে। শোয়ার আগে দারুচিনির চা খেলে তা খিদে কমাতে, বিপাক বাড়াতে এবং সঞ্চিত চর্বি পোড়াতে সাহায্য করে।

মৌরিজল : সারারাত মৌরি জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে খালি পেটে খেতে পারেন। মৌরিজল শরীরে ভিটামিন ও মিনারেলের শোষণের হার বাড়াতে সহায়ক। সেইসঙ্গে মেদ কমাতে সাহায্য করে।

ধনেজল : ধনেতে দ্রবণীয় ফাইবারের পরিমাণ অনেক বেশি। ধনের জল খেলে পেট অনেকক্ষণ ভর্তি থাকে। বারেবারে খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে।

অ্যালোভেরা জুস : অ্যালোভেরায় রয়েছে অ্যালোইন নামে প্রোটিন, যা দেহে জমে থাকা টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে। তবে অ্যালোভেরার জুস খুব অল্প পরিমাণে খাওয়া উচিত। এছাড়া গর্ভবতী মহিলা ও সদ্য মায়েদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এটি।

সুতরাং, সুষম খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মিত শরীরচর্চা করার পাশাপাশি তালিকায় এইসব আয়ুর্বেদিক পানীয় রাখুন, এগুলি স্বাভাবিকভাবে মেদ ঝরাতে তো বটেই, সামগ্রিক সুস্থতায় সাহায্য করবে।

তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে

পুরভোট না হওয়ায় ক্ষোভ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৬ মার্চ : শেষবার ধূপগুড়ি পুরভোট হয়েছিল ২০১৭ সালের অগাস্ট মাসে। সেই পুর বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর। তার পরদিন থেকে পুরসভা পরিচালনা করছে চার সদস্যের প্রশাসক বোর্ড। এরপরেও কেটে গিয়েছে আড়াই বছর। এতদিন পরেও পুরভোট দূরের কথা, ভোটের আভাস না মেলায় ক্ষোভ বাড়ছে শহরে। সেকথা সাধারণ মানুষ যেমন বোঝেন, তেমনি টের পান রাজনৈতিক নেতারাও।

শাসকদলের অন্দরের খবর অনুযায়ী, পুরভোট না হওয়ায় চরম হতাশা এবং অসন্তোষ রয়েছে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে। চলতি বছরেও পুরভোট না হলে আগামী বছর বিধানসভা ভোটে যে শহরে বড় ব্যবধানে পিছিয়ে থাকতে হবে তা ভালোই বোঝেন তৃণমূল নেতারা। শহরের এক তৃণমূল নেতার কথায়, 'আমরা না হয় রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় পুরভোট নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারি না, কিন্তু বিরোধীদের ভূমিকাও মোটেই সদর্থক নয়। পুরভোট না হওয়ায় মানুষের সামনে যাওয়া যায় না। কিছু বলতে গেলেই লোকজন ফোঁস করে ওঠেন। সেসবের জবাব আমাদের কাছেই নেই।'

যদিও বিরোধী বিজেপির ধূপগুড়ি বিধানসভা কমিটির আহ্বায়ক চন্দন দত্তের কথায়, 'পুরভোটের দাবিতে আমরা স্মারকলিপি দিয়েছি। তবে গণতন্ত্রে তৃণমূলের আস্থা নেই। ধূপগুড়িতে পরাজয় নিশ্চিত জেনেই স্বৈরাচারীভাবে গায়ের জোরে পুরসভা আঁকড়ে আছে তৃণমূল। ধূপগুড়ির মানুষ সুযোগ পেলে এর উপযুক্ত জবাব তৃণমূলকে দেবেই।'

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে পুর বোর্ডের মেয়াদ শেষে প্রশাসক বোর্ড বসলেও ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলারদের বেশ সক্রিয় দেখা যেত মানুষের কাজ এবং পুর পরিষেবা নিয়ে। সম্ভবত তাঁদের আশা ছিল কিছুটা দেরিতে হলেও ভোট নিশ্চিত হবে। বছরের পর বছর সময় কেটে যাওয়ায় প্রাক্তন ওয়ার্ড কাউন্সিলাররাও নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছেন। সেই ধাক্কা লেগেছে ওয়ার্ডের সাফাই, পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা এমনকি বিভিন্ন শংসাপত্র দেওয়ার কাজেও। এনিয়েই ক্ষোভ চরমে উঠেছে শহরের বাসিন্দাদের।

গত বছর লোকসভা ভোটে ধূপগুড়ি শহরে ছয় হাজারের বেশি ভোটে পিছিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী তথা স্থানীয় বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়। পুরভোট না হওয়ায় দৈনন্দিন পুর পরিষেবা নিয়ে শহরবাসীর ক্ষোভের কথা বিধায়কেরও অজানা নয়।

পুরভোট না হওয়ায় সিপিএমের ধূপগুড়ি এরিয়া কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত মজুমদার বলেন, 'যাঁরা নির্লজ্জভাবে প্রশাসক বোর্ডের নামে ক্ষমতা আঁকড়ে রয়েছেন তাঁরাও ধূপগুড়িরই মানুষ। আড়াই বছর পরেও তাঁরা নিজেদের দল এবং রাজ্য প্রশাসনের কাছে পুরভোটের দাবি জানিয়েছেন এমনটা নয়। এই নোংরামো বন্ধ হওয়া দরকার।'

ভোটহীন শহরে পুর প্রশাসক বোর্ডের চালচলনও মোটেই নিয়মিত নয়। চেয়ারপার্সন ভারতী বর্মন নিয়মিত অফিসে যাতায়াত করেন এমনটা নয়। অপর সদস্য বর্ষীয়ান অশোককুমার বর্মনকেও নিয়মিত অফিসে দেখা যায় না। আরেক সদস্য অরূপ দে-র বাড়ির পাশেই অফিস হওয়ায় তাঁকে নিয়মিত দেখা গেলেও তাঁর হাতে ক্ষমতা কম। সব মিলে ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিংয়ের একার হাতেই কার্যত পুরসভার স্টিয়ারিং রয়েছে। তিনি না গেলে অফিসও ছুটির মেজাজেই থাকে। তাঁর যাতায়াতও সময়ের সঙ্গে অনিয়মিত বলেই খবর।

পুরভোট যে সময়ের সঙ্গে বড় মাথাব্যথা হয়ে উঠেছে সেকথাও ভালোই টের পান পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ তথা জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক রাজেশবাবুও। তাঁর কথায়, 'আমাদের কাজ পুর পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা। সেকাজে আমাদের খামতি নেই। তবে ভোট কেন হচ্ছে না তা বলার জায়গায় আমরা কেউই নেই। সেটা পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত। আমরা সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত এটুকু বলতে পারি।'

মানুষের ক্ষোভ, রাজনৈতিক নেতাদের তর্জা, প্রশাসন ও কমিশনের অজানা মনোভাবের মাঝে পুরভোটহীন ধূপগুড়ি মোটেই ভালো নেই। সেই ভালো না থাকার ছাপ কোনদিকে কীভাবে পড়ে তা জানতেও একটা ভোট দরকার ধূপগুড়িতে। সেই ভোট কবে হবে, তা কেউই জানেন না।

আমাদের কাজ পুর পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা। সেকাজে আমাদের খামতি নেই। তবে ভোট কেন হচ্ছে না তা বলার জায়গায় আমরা কেউই নেই। সেটা পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত। আমরা সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত এটুকু বলতে পারি।
-রাজেশকুমার সিং

ভোট কবে
- চলতি বছরে পুরভোট করতে হলে উপযুক্ত সময় এপ্রিল-মে মাস
- তারপর বর্ষা শুরু, অগাস্ট মাসে কিছুটা সময় মিললেও সেসময় ভোট করানোর চ্যালেঞ্জ ২০১৭ সালেই টের পেয়েছে প্রশাসন
- সেপ্টেম্বর পড়লে পুজোর মরশুম শুরু
- এরপর নভেম্বরে শীতের জন্য দিনের সময় যেমন ছোট হয়ে যাবে, তেমনি শুরু হয়ে যাবে বিধানসভা ভোটকেন্দ্রিক ব্যস্ততা

হুটোপুটি।। দোল উৎসবের পর কাদা খেলায় ব্যস্ত কিশোররা। রবিবার জলপাইগুড়িতে। -সংবাদচিত্র

জরুরি তথ্য
ব্লাড ব্যাংক
(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	৬
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	২
ও নেগেটিভ	-	০

বর্ষার আগে ভাঙা রাস্তা সংস্কারের দাবি

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৬ মার্চ : ময়নাগুড়ি পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্তার অবস্থা বর্তমানে শোচনীয়। রাস্তাগুলির সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে। এদিকে পুরসভার তহবিলে টাকা নেই। চলতি আর্থিক বর্ষের বাজেট এখনও তৈরি হয়নি। তবে খসড়া বাজেট প্রসঙ্গে প্রাথমিক বোর্ড মিটিং করা হয়েছে। সেই মিটিংয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের নিজ নিজ ওয়ার্ডের কাজের পরিকল্পনা তৈরি করে বাজেট মিটিংয়ের আগে জমা দিতে বলা হয়েছে।

১ নম্বর ওয়ার্ডের পেটকাটি এলাকায় একাধিক রাস্তার বেহাল অবস্থা। এখানে মাটির রাস্তা পর্যন্ত রয়েছে। বর্ষায় চলাচল করতে বেগ পেতে হয়। ২ নম্বর ওয়ার্ডের বসাক দোকানের উলটো দিকে পরপর তিনটি গলির বেহাল রাস্তা নিয়ে স্থানীয়রা বেজায় ক্ষুব্ধ। ৩ নম্বর ও ২ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝে সাহাপাড়ার রাস্তারও একই দশা। এই রাস্তা দিয়ে কোনও গাড়িচালক চলাচল করতে চান না। পুরোনো বাজারের ওপর ফলহাটির রাস্তা দেখলে মনে হবে যেন চাষের জমি।

স্থানীয় ফল বিক্রেতা তথা ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রতন মজুমদার বলেন, বর্ষার আগেই রাস্তাগুলি সংস্কারের দাবি জানাই। তা নাহলে ব্যবসা লাটে উঠবে। রাস্তায় এক হাঁটু জলকাদা জমে থাকে।

রাইস মিলপাড়ার উলটো দিকে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তা ভেঙেচুরে গিয়েছে। একসময় পাকা রাস্তা ছিল দেখে বোঝার উপায় নেই। এই রাস্তা ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়ক থেকে বেরিয়ে সুভাষনগর পাড়ার ভেতর দিয়ে ময়নাগুড়ি ভোটপট্টি সার্ক রোডে গিয়ে মিলেছে। স্থানীয় বাসিন্দা ময়নাগুড়ির প্রাক্তন ফুটবলার সন্তোষ ঘোষ চাইছেন, যত শীঘ্র সম্ভব রাস্তা সংস্কার করা হোক। ৬ নম্বর এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডেও বেশ কয়েকটি ছোট রাস্তার দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন। রাস্তার বেহাল দশার কারণে বিড়ম্বনায় পড়ছেন খোদ ওয়ার্ড কাউন্সিলাররা। ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রদ্যোত বিশ্বাস বলেন, নাগরিকদের কথা শুনতে হচ্ছে। পুরসভাকে সেকথা জানিয়েছি। ৬ নম্বরের কাউন্সিলার বরুণ ঘোষেরও একই বক্তব্য। রাস্তার সমস্যা রয়েছে ১০, ১১, ১৭ নম্বর ওয়ার্ডেও। সব চাইতে করুণ পরিস্থিতি ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্কুল শহিদগড়পাড়ার পাকা রাস্তার। নতুন বাজার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ডিপোর সামনে থেকে বাইপাস জরদা সেতু পর্যন্ত রাস্তার কোনও চিহ্ন নেই। ধুলোয় ধুলোময় গোটা এলাকা। রাস্তা পার্শ্বস্থ বসতবাড়ি ঢেকেছে ধুলোয়। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ললিতা রায় বলেন, 'এলাকার বাসিন্দারা সর্বদাই কথা শোনান বেহাল রাস্তার জন্য। পুরসভার একাধিক মিটিংয়ে সমস্যার কথা জানিয়েছি। কবে সমস্যা মিটবে সেই অপেক্ষায় রয়েছি।'

পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী জানাচ্ছেন, বেশ কয়েকটি রাস্তার সংস্কার করা হয়েছে। ২ কোটির কিছু বেশি টাকা ব্যয়ে আরও বড় চারটি রাস্তার কাজ চলছে। আরও কয়েকটি রাস্তার সংস্কার প্রয়োজন। তবে তহবিলে অর্থ নেই। পুরসভার স্থায়ী ইঞ্জিনিয়ার নেই। তবে প্রত্যেক কাউন্সিলারকে নিজ নিজ ওয়ার্ডের কাজের তালিকা করে জমা দিতে বলা হয়েছে। যা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।

ময়নাগুড়ি পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তার এমনই হাল।

হিসেব তলব
- তহবিলে অর্থ নেই
- পুরসভার স্থায়ী ইঞ্জিনিয়ার নেই
- তবে প্রত্যেক কাউন্সিলারকে নিজ নিজ ওয়ার্ডের কাজের তালিকা করে জমা দিতে বলা হয়েছে
- যা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে

আবর্জনা থেকে সোনা সংগ্রহের মুহূর্তে। জলপাইগুড়িতে।

বন্ধ সোনার দোকান থেকে লক্ষ্মীলাভ

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ : সাধারণত আবর্জনা কিংবা নিকাশিনালার দুর্গন্ধে আমরা সকলেই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যাতায়াত করি। কিন্তু কথায় আছে না, 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন'। আর তাই ছুটির দিনে বন্ধ সোনার দোকানের সামনে সপরিবারে পৌঁছে যান পূজা, লতা, রবিরা। কারণ নিকাশিনালা থেকে তোলা দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা ধুলেই ওঁরা পেয়ে যান সোনা বা রুপো।

সকাল হলেই শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের জয়ন্তীপাড়া থেকে বস্তা, কোদাল, লোহার কড়াই নিয়ে সোনাপট্টি সহ ডিবিসি রোডে চলে আসেন একদল মহিলা-পুরুষ। এরপর বন্ধ সোনার দোকানের সামনের নিকাশিনালা থেকে শুরু হয় আবর্জনা সংগ্রহের কাজ। যে যত পরিমাণ তুলবেন তাঁর আয় হবে বেশি। এমন ভাবনা নিয়েই শুরু হয় প্রতিযোগিতা। তবে শুধু আবর্জনা তোলাই নয়, বন্ধ সোনার দোকানের সামনে ঝাড় দিয়েও ধুলো সংগ্রহ করেন তাঁরা। এরপর সেগুলোকে লোহার কালো কড়াইতে নিয়ে পরিষ্কার করলে চিকচিক করে সোনা-রুপো। তারপর গলিয়ে কারখানায় দিলেই লক্ষ্মীলাভ। বাজারের রেট অনুযায়ী দরদাম হয়।

এমনই আবর্জনা থুড়ি সোনা সংগ্রহ করা পূজা নেতাম মুখে লেগে থাকা ময়লা মুছতে মুছতে বললেন, 'ছোট থেকেই এই কাজ করি। সন্তানরা স্কুলে পড়ে। ওদের জন্যই এই কাজ। কষ্ট হয়। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আবর্জনা সংগ্রহ করি। তারপর ধুয়ে পরিষ্কার করি। মাসে কখনও সাত, কখনও দশ হাজার টাকাও ইনকাম হয়।'

পেট চালাতে এই পেশাই ভরসা বলে জানালেন রামু ভীমসেও। তাঁর কথায়, 'এই কাজের জন্য মানুষজনের কথা শুনতে হয়। অথচ আমাদের সোনা-রুপো সংগ্রহের জন্য যে নিকাশিনালা পরিষ্কার হচ্ছে তা অনেকেই বোঝেন না। তবে যে যাই বলুক না কেন, পেট চালাতে এই পেশাই ভরসা। এই ছাড়া আর কোনও কাজ জানি না।'

এই কাজের জন্য মানুষজনের কথা শুনতে হয়। অথচ আমাদের সোনা-রুপো সংগ্রহের জন্য যে নিকাশিনালা পরিষ্কার হচ্ছে তা অনেকেই বোঝেন না। তবে যে যাই বলুক না কেন, পেট চালাতে এই পেশাই ভরসা। এই ছাড়া আর কোনও কাজ জানি না।
-রামু ভীমসে

জয়ন্তীপাড়া এলাকার এমন অনেকে রয়েছেন যাঁরা প্রায় ৪০-৪৫ বছর ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। আর এভাবেই বংশপরম্পরায় সোনার দোকানের সামনে ঝাড় দিয়ে কিংবা নিকাশিনালার আবর্জনা থেকে সোনা-রুপো সংগ্রহ করে চলছেন।

সোনার দাম বাড়লে আমজনতার মাথায় হাত পড়ে। কিন্তু ওঁদের কিন্তু বেশ লাভই হয় বলে জানালেন সিকন্দর ভীমসে, পূজা নেতাম, রবি নেতাম, লতা ভীমসে, রামু ভীমসেরা।

পাড়ায় পাড়ায়

ময়নাগুড়ি

নর্দমার দুর্গন্ধে টেকা দায়

ময়নাগুড়ি, ১৬ মার্চ : নর্দমা উপচে রাস্তায় পড়ছে আবর্জনা ও নোংরা জল। বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা। ময়নাগুড়ি শহরের আট নম্বর ওয়ার্ডে ডাকবাংলো পাড়ার ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দা রতন সরকার বলেন, 'নর্দমার দুর্গন্ধে বাড়িতে টেকা দায় হয়ে উঠেছে। পুরসভার নজর দেওয়া উচিত।'

এলাকায় অসংখ্য দোকানপাট এবং বসতবাড়ি রয়েছে। নর্দমা পরিষ্কার না হওয়ায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে এলাকায়। এনিয়ে ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয়দের। তাঁদের অভিযোগ, কোনও দিন এলাকার নর্দমাগুলো পরিষ্কার হয়নি।

পাশে রয়েছে জেলা পরিষদের বাংলো ও বাস টার্মিনাস। নর্দমাটি সোজা চলে গিয়েছে বাস টার্মিনাসের ভেতর দিয়ে। ব্যবসায়ী দেবাশিস দাস বলেন, 'নর্দমার পাশে দোকানে বসে থাকা যাচ্ছে না। আমরা উদ্যোগ নিয়ে কয়েক মাস আগে পরিষ্কার করেছি। কিন্তু পুরসভার কোনও হেলদোল নেই।' গোটা বিষয়টি পুরসভায় জানানো হয়েছে বলে জানালেন কাউন্সিলার প্রদ্যোত বিশ্বাস।

মালবাজার

গোরু, ভেড়ার দাপট ক্যালটেক্স মোড়ে

মালবাজার, ১৬ মার্চ : শহরে ক্যালটেক্স মোড়ের টার্নিংয়ে গোরু ও ভেড়ার দাপটে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী থেকে শুরু করে পথচারীরা। ভোর হতেই গোটা এলাকা গোরু ও ভেড়ার দলে ভরে যায়। দোকান, বাড়ি বা জাতীয় সড়কের ওপরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। এতে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও উদাসীন প্রশাসন।

এলাকাবাসী মলিন সরকার বলেন, 'প্রাণীগুলোর কোনও দোষ নেই। যাঁরা এদের পালন করেন দোষটা তাঁদের। প্রশাসনের পদক্ষেপ করা উচিত।'

পশুপালকদের আরও বেশি সচেতন ও ধৈর্যশীল হতে হবে বলে জানালেন পশুপ্রেমী স্বরূপ মিত্র। চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'এবিষয়ে পশুপালকদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব।'

তথ্য : বাণীব্রত চক্রবর্তী এবং সুশান্ত ঘোষ

জেওয়াইএমএ'র মাঠে দুই বাঁদরের ঝগড়া। জলপাইগুড়িতে। ছবি : মানসী দেব সরকার

খেলাধুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি মালে

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৬ মার্চ : মালবাজারে অ্যাকাডেমি নেই, ইন্ডোর স্টেডিয়াম নেই। অনেকদিন ধরে সেগুলির দাবি উঠছে শহরে। পরিকাঠামোর অভাবে অনেকে তাঁদের সুযোগ কাজে লাগাতে পারছেন না। বিভিন্ন ক্লাব ও বেসরকারি সংস্থা উদ্যোগ নিলেও প্রশাসনিক স্তরে এব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই।

পুরসভার বিরোধী দলনেতা সুশান্ত সাহা বলেন, 'মালবাজার হল পশ্চিম ডুয়ার্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। এখানকার অনেক প্রতিভা খেলার জগতে একসময় মাল তথা ডুয়ার্সের নাম রাজ্য তথা দেশে ছড়িয়েছে। প্রশাসনিক উদাসীনতার ফলে তাঁরা হারিয়ে যাচ্ছেন। এই সরকার শুধু মুখে উন্নয়নের কথা বলে। এতদিন ক্ষমতায় থাকার পরেও পূর্ণাঙ্গভাবে খেলার পরিকাঠামো তৈরি করতে ব্যর্থ।'

খেলাধুলোর ক্ষেত্রে মালবাজার এখনও অনেকটাই পিছিয়ে। প্রশাসনিক স্তরে তেমন কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ শহরবাসীর। ফলে উপযুক্ত পরিকাঠামো ও সুযোগ না পাওয়ায় বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে মাঝপথেই খেলা ছাড়তে হয়েছে। আগে মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। তারপরও ওই কাজ হয়নি বলে আক্ষেপ শহরের ক্রীড়া মহলের।

চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'টাকা বরাদ্দ হওয়ার কথা শুনেছি। বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে বিষয়টি জানাতে পারব। তবে আমিও চাই দ্রুত কাজটি হোক।' প্রাক্তন খেলোয়াড় রাজু বণিকের বক্তব্য, 'অ্যাকাডেমি অথবা ইন্ডোর স্টেডিয়াম প্রয়োজন। এতে আগামীদিনে অনেক প্রতিভা মালবাজার থেকে উঠে আসবে।'

অ্যাকাডেমি না থাকায় খোলা মাঠেই চলছে অনুশীলন। -সংবাদচিত্র

খো খো, তিরন্দাজ সহ বিভিন্ন খেলোয়াড়রা মাল তথা গোটা রাজ্যে তাঁদের প্রতিভা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। একটা সময় খো খো খেলার প্রতি শহরের একটা বিশাল সংখ্যক ছেলেমেয়ের উৎসাহ ছিল।

প্রাক্তন খো খো খেলোয়াড় পীযূষ সরকার ও প্রিয়াংকা ঘোষরা বলেন, 'একটা সময় মাল শহরে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেসব এখন অতীত। পাশাপাশি পরিকাঠামো না থাকায় বর্তমানে খো খো খেলা বন্ধ হওয়ার মুখে।'

অন্যদিকে, তিরন্দাজি ইভেন্টগুলোতে শহরের নাম তুলে ধরেছেন অনেকে। কিন্তু তাঁদের অনুশীলনের জন্য যেতে হচ্ছে বড়দিঘিতে। তিরন্দাজি প্রশিক্ষক সুশান্ত দে'র বক্তব্য, 'অনেক ব্যয়সাপেক্ষ হয় আমাদের ইভেন্টগুলো। ভালো পরিকাঠামো প্রয়োজন। তবেই বর্তমান প্রতিভারা আগামীদিনে দেশের নাম ছড়িয়ে দেবে।'

এই দুটো ইভেন্ট ছাড়াও অ্যাথলেটিক্স মিটগুলোতে বারবার নিজেদের ছাপ তুলে ধরার চেষ্টা করছেন আয়ুষ, মনোজ, দেব, অজয়ের মতো প্রতিভারা। কিন্তু এমন পরিকাঠামোর অভাবের মধ্যে প্রশিক্ষণ কতদিন পর্যন্ত চালাতে পারবেন সেটাই এখন চিন্তার বিষয় তাঁদের। বিধায়ক তথা অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বললেন, 'খেলাধুলোর প্রতি আমি সব সময় নজর রাখি। খেলাধুলোর উন্নতিতে আগামীতে ক্রীড়া দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করব।'

তারঘেরা রেঞ্জের কাছে ক্রান্তি-ওদলাবাড়ি রাজ্য সড়ক অবরোধ গ্রামবাসীর। রবিবার।

বনকর্মীকে হেনস্তা, অবরোধ

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৬ মার্চ : শনিবার রাতে তারঘেরা রেঞ্জের এক বনকর্মীকে পুলিশকর্মীদের হেনস্তার অভিযোগে রাস্তা অবরোধ করলেন আপালচাঁদ ও তারঘেরা রেঞ্জের বনকর্মীরা। অবরোধে শামিল হলেন বনকর্মীর গ্রামের বাসিন্দারাও। রবিবার বিকেল থেকে রাত অবধি চলে ক্রান্তি-ওদলাবাড়ি রাজ্য সড়ক অবরোধ। বনকর্মী ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের ডিএফও এম রাজা। মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিকের মন্তব্য, 'ভুল বোঝাবুঝি থেকে ঘটনাটি ছটেছে। পুলিশকর্মী এসে ক্ষমা চেয়েছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাতে তারঘেরা চেকপোস্টে ডিউটি করছিলেন ওই বনকর্মী। সেই সময় নকশালবাড়ি থানার এক পুলিশকর্মীর গাড়ি তল্লাশি করার সময় দু'পক্ষের মধ্যে বচসা হয়। দু'পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন। বনকর্মীদের অভিযোগ, এরপর রাতে মাল থানার পুলিশ এসে সেই বনকর্মীকে থানায় তুলে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাঁকে হেনস্তা করা হয়। পরে বন বিভাগের আধিকারিকরা তাঁকে ছাড়িয়ে আনেন। কর্তব্যরত অবস্থায় বনকর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশি আচরণের বিরুদ্ধে রবিবার সকাল থেকেই একজোট ছিলেন বনকর্মীরা। দিনভর কাজ বন্ধ রাখেন তাঁরা। ঘটনার খবর পেয়ে দলে দলে সকলে তারঘেরা রেঞ্জ অফিসে জড়ো হন। বনকর্মীর বাড়ি ক্রান্তি ব্লকের মাগুরমারি বনবস্তিতে। বিকেলে গ্রামবাসীরা গিয়ে পুলিশের হেনস্তার অভিযোগে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। রাত অবধি চলে বিক্ষোভ।

কী হয়েছিল

- শনিবার রাতে তারঘেরা চেকপোস্টে ডিউটি করছিলেন ওই বনকর্মী
- সেই সময় নকশালবাড়ি থানার এক পুলিশকর্মীর গাড়ি তল্লাশি করার সময় দু'পক্ষের মধ্যে বচসা হয়
- বনকর্মীদের অভিযোগ, মাল থানার পুলিশ এসে সেই বনকর্মীকে থানায় তুলে নিয়ে যায়
- সেখানে নিয়ে গিয়ে তাঁকে হেনস্তা করা হয়

বনকর্মীর আত্মীয় সুমন ওরাওঁ বলেন, 'পুলিশের কাছে আইন আছে বলে তাঁরা যা খুশি করবেন, তা হতে পারে না। কর্তব্যরত এক কর্মীকে হেনস্তা করা এবং মারধর করার অধিকার পুলিশের আছে? আমরা এর বিচার চাই।'

বিক্ষোভের জেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীর আহমেদ, মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ, মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক, ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি বুদ্ধদেব ঘোষ সহ অনেকেই। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। ছিলেন বন বিভাগের একাধিক কর্তাও। রাত ৮টা অবধি চলে অবরোধ। এরপর অভিযুক্ত পুলিশকর্মী ক্ষমা চাইলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

বনকর্মীর মা গৌরী ওরাওঁ বলেন, 'অন্যায়ভাবে আমার ছেলের ওপর অত্যাচার করা হয়েছিল। আগামীদিনে এমন ঘটনা যেন না ঘটে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই আমরা আন্দোলনে নেমেছিলাম।' প্রতিবেশী পিংকি ওরাওঁয়ের মন্তব্য, 'পুলিশের কাজ অন্যায়ের প্রতিবিধান করা। সেখানে পুলিশ নিজেরাই অন্যায় করছে। তারই প্রতিবাদে আমাদের বিক্ষোভ।'

যোগ্যতা ছাড়াই তিন মাস শিক্ষকতা

কোচবিহার, ১৬ মার্চ : হাতে নিয়োগপত্র পেয়েছেন। তিন মাস চাকরিও করেছেন। তারপর হঠাৎ করে জয়দেব বর্মনের শিক্ষকতার চাকরি বাতিল বলে জানিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ও স্কুল কর্তৃপক্ষ। কেন? চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁর নেই, দাবি কর্তৃপক্ষের। কিন্তু নিয়োগের সময় এই তথ্য সামনে এল না কেন? যদি যোগ্যতা না-ই থাকে, তাহলে চাকরি তিনি পেলেন কী করে? ৩ মাস ধরে শিক্ষকতা করলেনই বা কী করে? কোচবিহার-১ ব্লকের দেওয়ানবস হাইস্কুলের ঘটনা। এনিয়ে চলতি সপ্তাহেই এসএসসি'র দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেওয়ানবস হাইস্কুলের সেই শিক্ষক।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়দেব ২০০১ সালে বিটি (এক বছরের কোর্স) করেছিলেন। ২০১৬ সালে তিনি আপার প্রাইমারি পরীক্ষার টেট পাশ করেন। তারপর নথিপত্র এসএসসিতে একাধিকবার ভেরিফিকেশনের পর ইন্টারভিউ হয়। প্যানেলে নাম ওঠে। রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশন তাঁকে কোচবিহার-১ ব্লকের দেওয়ানবস হাইস্কুলে উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে রেকমেন্ডেশন দেয়। এরপর স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁর সমস্ত নথিপত্র যাচাই করার পর নিয়োগপত্র দেয়। গত ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখ জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগ দেন জয়দেব। স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে কয়েকদিন আগে স্কুলে চিঠি আসে যে, যোগ্যতা না থাকায় ওই শিক্ষকের চাকরি বাতিল করা হল। জয়দেব বলছেন, 'সমস্ত পদ্ধতি মেনে চাকরির পরীক্ষা দিয়েছিলাম। হঠাৎ করে তারা কেন এখন বলছে যে আমার যোগ্যতা নেই? কিছুই বুঝতে পারছি না।'

রমজানেরই রোজার শেষে...

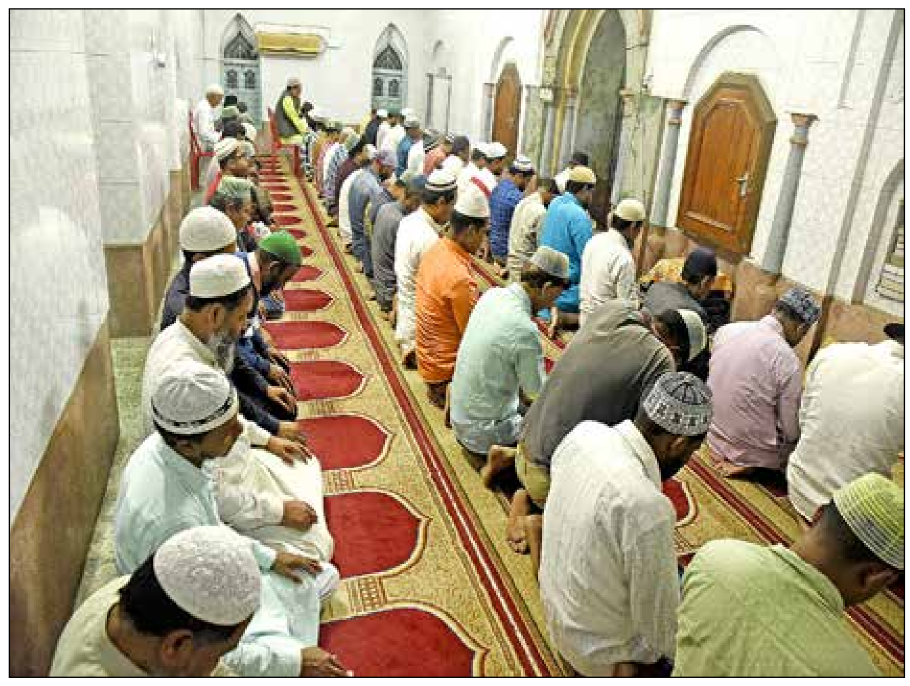

দিনভর রোজার পর কোচবিহার শহরের নতুন মসজিদে নমাজ পাঠ। রবিবার। ছবি ঃ ভাস্কর সেহনবিশ

অনীতের সঙ্গে সাক্ষাৎ

শুটিংয়ের জন্য দার্জিলিংয়ে অনুরাগ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : কুয়াশামোড়া দার্জিলিংয়ের রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে টয়ট্রেনের পিছু নিয়েছেন রণবীর কাপুর। ট্রেনের ভেতরে বসে ইলিয়ানা ডিক্রুজ। আরেকটি দৃশ্যে শৈলশহরের অলিগলি দিয়ে রণবীরের পিছু তাড়া করছেন পুলিশ চরিত্রে অভিনয় করা সৌরভ শুক্লা। 'বরফি' সিনেমাটি সাড়া ফেলেছিল দেশজুড়ে। রণবীর, প্রিয়াংকার অভিনয়ের মতোই প্রশংসিত হয় পরিচালক অনুরাগ বসুর কাজ।

অনুরাগ ফের দার্জিলিংয়ে, তাঁর নতুন সিনেমার শুটিং নিয়ে জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার সঙ্গে আলোচনা করতে। শৈলশহরের সৌন্দর্য 'বরফি'র সিনেমাটোগ্রাফিকে আলাদা রূপ দিয়েছিল। তাই তিনি আগামী ছবির শুটিং এখানে করতে চাইছেন। এবার এসেছেন জায়গা চিহ্নিত করতে। ওই হিন্দি সিনেমায় জুটি বাধবেন কার্তিক আরিয়ান ও শ্রীলীলা।

রবিবার শিলিগুড়ির পিনটেল ভিলেজে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার সঙ্গে দেখা করেন অনুরাগ। তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। পরে অনীত বলেন, 'দার্জিলিংকে আমরা সিনেমার শুটিংয়ে দেশের অন্যতম গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরতে চাই। এটা তো প্রমাণিত যে, পাহাড় শান্ত থাকলে পর্যটনের পাশাপাশি অন্য সুযোগও আসবে।' দার্জিলিংয়ে অনুরাগ দ্বিতীয় সিনেমার শুটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় উচ্ছ্বসিত তিনি।

অনীত থাপার সঙ্গে অনুরাগ বসু।

> দার্জিলিংকে আমরা সিনেমার শুটিংয়ে দেশের অন্যতম গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরতে চাই। এটা তো প্রমাণিত যে, পাহাড় শান্ত থাকলে পর্যটনের পাশাপাশি অন্য সুযোগও আসবে।
>
> **অনীত থাপা**
> জিটিএ নেতা

পিনটেল ভিলেজে অনীতের বাংলোতে আসেন ওই বাঙালি পরিচালক। সেখানে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনীত জানালেন, এদিনই অনুরাগ তাঁর টিম নিয়ে দার্জিলিংয়ে পৌঁছেছেন। তাঁর কথায়, 'বরফির সফলতার কথা মাথায় রেখে অনুরাগ ফের শুটিংয়ের জন্য এসেছেন। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। অনেকেই পাহাড়কে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু আমি বারবার বলে এসেছি, শান্ত রাখতে হবে। তবে শুধু পর্যটন ব্যবসা নয়, বিনোদন সহ নানাক্ষেত্রে নয়া দিশা খুলে যাবে। আগে এখানে হিন্দি, বাংলা ও নেপালি সহ প্রচুর সিনেমার শুটিং হত। মাঝে অশান্তির জেরে সবাই মুখ ফিরিয়ে নেন। ২০১৭ সাল থেকে আমরা অশান্তি বাঁধতে দিইনি। তাই পর্যটকরা সারাবছর আসছেন। ধীরে ধীরে বলিউড, টলিউড সিনেমার শুটিং হচ্ছে।'

শান্তি বজায় থাকলে এলাকার আরও উন্নতি হবে বলে মত তাঁর।

গৃহশিক্ষকের কুপ্রস্তাবের জেরে 'আত্মঘাতী'

নয়ারহাট, ১৬ মার্চ : ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় নাম জড়াল তার গৃহশিক্ষকের। অভিযোগ, গৃহশিক্ষকের কুপ্রস্তাবে রাজি হয়নি ছাত্রীটি। তখন খুন করার হুমকি দিয়েছিল সেই ক্ষিপ্ত গৃহশিক্ষক। সেই ভয়ে বিষ খেয়ে 'আত্মঘাতী' হল সেই ছাত্রী। দাবি পরিবারের। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

বুধবার বিকালে বিষপান করেছিল ১৩ বছরের সেই নাবালিকা। চারদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে শনিবার সকালে তার মৃত্যু হয়। ছাত্রীর বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, আইয়ুব হোসেন নামের অভিযুক্ত সেই গৃহশিক্ষক পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ছাত্রীর বাবার বক্তব্য, 'বুধবার বিকালে আমরা বাড়িতে ছিলাম না। মেয়ে একাই বাড়িতে ছিল। ওই সময় অভিযুক্ত বাড়িতে এসে মেয়েকে নানাভাবে শাসিয়ে যায় এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়। হুমকি সহ্য করতে মেয়ে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। অভিযুক্তের ফাঁসি চাইছি আমরা।' মেয়ের মৃত্যুর পর পরিবারের সদস্যরা স্বভাবতই শোকে ভেঙে পড়েছেন।

সইদুলের সঙ্গীর বাড়িতে অভিযান

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ মার্চ : আন্তর্জাতিক সাইবার প্রতারণাচক্রের মূল অভিযুক্ত মহম্মদ সইদুলের হাত অনেকটাই বিস্তৃত বলে তদন্তকারীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সইদুলের দুবাই যাত্রার অন্যতম সঙ্গী তথা প্রতারণা কারাবারে তার সহকর্মী মহম্মদ শেখের চটহাটের তুফানডাঙ্গির বাড়িতে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ রবিবার বিকেলে অভিযান চালিয়ে বেশকিছু এটিএম কার্ড ও সিম উদ্ধার করে। এই সূত্রে সাইবার প্রতারণার অনেকটাই স্পষ্ট হবে বলে তাদের ধারণা। তবে তারা এখন বেশি কিছু বলতে চাইছে না। ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ বলেন, 'এই প্রতারণা কারবারের পিছনে থাকা প্রত্যেকেই খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে। তদন্তের স্বার্থে আপাতত বেশি কিছু জানানো সম্ভব নয়।'

জামতাড়ার কায়দায় অন্যের নামে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিয়ে দুবাই সহ বাইরের দেশে টাকা পাঠানোর কারবারে জড়িত চটহাট হাগরাগছের বাসিন্দা মহম্মদ সইদুল গত ৪ মার্চ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। এরপর থেকেই অভিযুক্ত মহম্মদ শেখ পলাতক বলে পুলিশের দাবি। সইদুলকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পরই পুলিশ জানতে পারে সইদুলের সঙ্গে মহম্মদ শেখের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাকে ধরতে পারলেই বহু অজানা তথ্য মিলবে বলে পুলিশ মনে করছে।

দার্জিলিং চিড়িয়াখানা

নজর কাড়ছে আকাশ, নাগমণি

দার্জিলিং, ১৬ মার্চ : মাত্র পাঁচ মাস আগে হায়দরাবাদ থেকে দার্জিলিংয়ে এসে দিব্যি নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে আকাশ ও নাগমণি। দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্কে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে এই দুই সাদা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। রেড পান্ডার পাশাপাশি তারাও এখন পর্যটকদের নজর কাড়ছে। রয়েলদের উপর বিশেষ নজর রাখছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ।

আকাশের বয়স সাড়ে চার এবং নাগমণির সাড়ে সাত বছর। নভেম্বর মাসে হায়দরাবাদের একটি চিড়িয়াখানা থেকে সড়কপথে আনা হয়েছিল এই দুই সাদা রয়েল বেঙ্গলকে। তাদের এক ঝলক দেখতে রবিবার এনক্লোজারের সামনে পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ে। গর্জন শুনতেই মোবাইলে ক্যামেরা অন করে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকে।

চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর বাসবরাজ হোলেইচি বলেন, 'দুই সাদা রয়েল বেঙ্গল টাইগার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আপাতত দুজনকে দুটি ভিন্ন এনক্লোজারে রাখা হয়েছে। পর্যটকরা কেউ যাতে তাদের বিরক্ত না করেন, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।'

চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন প্রায় চার হাজার পর্যটক এখানে ঘুরতে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মালদার বাসিন্দা ধীমান দেবও। তিনি বলেন, 'সাদা রয়েল বেঙ্গল প্রথমবার দেখলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা এনক্লোজারের বাইরে অপেক্ষা করে তারপর দেখা পেয়েছি।'

এর পাশাপাশি দুই তুষার চিতা চার্মিং ও ডার্লিংও পর্যটকদের নজর কাড়ছে।

দুর্ঘটনার পর

প্রথম পাতার পর

পুলিশ সূত্রে খবর, পঙ্কজ অধিকারী ও গোপাল অধিকারী নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ সুয়োমোটো মামলা রুজু করেছে। ঘটনায় আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। তাদের খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ধৃত দুজনকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কিন্তু কেন তারা উত্তেজিত হয়ে বিক্ষোভে নামল, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে। স্থানীয় অনেকের কথায়, লোকজন হোলি উপলক্ষ্যে মদ্যপ অবস্থায় পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। পরবর্তীতে পুলিশের ওপর চড়াও হওয়ার পরিকল্পনাও ছিল। সেই মুহূর্তে ভ্যান থেকে নেমে পুলিশ অফিসার আড়াল হয়ে যাওয়ায় চড়াও হওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যায়নি।

হাতির তাণ্ডব

কিশনগঞ্জ, ১৬ মার্চ : কিশনগঞ্জের ইন্দো-নেপাল সীমান্তের দিঘলব্যাংক এলাকায় রবিবার ভোরে নেপালের সাতটি বুনো হাতি তাণ্ডব চালাল। হাতির দলটি কৃষকদের প্রায় লক্ষাধিক টাকার বেশি ভুট্টা ও কলার খেত তছনছ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ।

৯৫ পাক সেনা

প্রথম পাতার পর

পাক সেনার তরফে অবশ্য মাত্র ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হয়। দ্বিতীয় ঘটনাটিও কনভয়ে হামলা। প্রথম ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে বালুচিস্তানের নাওশানি এলাকায় বাসে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। যাতে ৫ সেনা জওয়ানের মৃত্যুর পাশাপাশি আহত হন ১০ জন পথচারী। তারপরেও ১২ ঘণ্টায় আরও ১৯টি হামলার খবর দিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম। যেখানে শুধু সামরিক বাহিনী নয়, পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও যানবাহনকে নিশানা করেছে বিদ্রোহীরা। জাফর এক্সপ্রেস ছিনতাই ও বিদ্রোহীদের হামলায় মৃত্যু নিয়ে প্রথম থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম দেখিয়েছে পাক সেনাবাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের সঙ্গে সেনার চেয়ে বালুচ বিদ্রোহীদের দাবির মিল বেশি। ক্ষতির পরিমাণ প্রসঙ্গে শাহবাজ শরিফের সরকার এখনও নীরব। জাফর এক্সপ্রেস ছিনতাইয়ের পর মাত্র একটি বিবৃতিতে বিদ্রোহীদের হাতে ট্রেনযাত্রী খুনের সমালোচনা করেছেন শাহবাজ। সেনা জওয়ানদের মৃত্যু নিয়ে কিন্তু একটি শব্দও খরচ করেননি। পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন পিএমএল (এন) ও পিপিপি জোট সরকারের সঙ্গে সেনাকর্তাদের সুসম্পর্ক নিয়ে এখন আর ধোঁয়াশা নেই। এই পরিস্থিতিতে বালুচিস্তানে সেনাবাহিনীর পরপর ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে পাক সরকারের নীরবতা তাৎপর্যপূর্ণ।

মৃত বলেও

প্রথম পাতার পর

বলছিলেন, 'যদি শুক্রবার রাতে নার্সরা ভালোভাবে খেয়াল করতেন, তাহলে ওদেরও নজরে আসত যে শিশুটি বেঁচে রয়েছে। তাহলে চিকিৎসা পেত। আজ হয়তো তার মৃত্যু হত না।' এদিকে, সন্তান হারিয়ে কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলেন না রেশমি। শিশুটির বাবা আজিমুল হকও দায়ী চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের শাস্তির দাবিতে অনড়। বলছেন, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে যাতে অন্য কোনও বাবা-মায়ের কোল খালি না হয়, সেজন্য আমি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আর চিকিৎসকের শাস্তি চাই।'

নাবালিকা ধর্ষণে ৩ প্রৌঢ়

মেখলিগঞ্জ, ১৬ মার্চ : এক নাবালিকাকে পরপর ধর্ষণের অভিযোগ উঠল তিন ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। সেই তিনজন নির্যাতিতার এলাকারই বাসিন্দা। লাগাতার ধর্ষণের জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে বছর পনেরোর ওই নাবালিকা। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জে।

রবিবার নাবালিকার বাড়ির লোকজন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মেখলিগঞ্জ থানায়। তারপর পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে। মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার বলেন, 'বিষয়টি জানার পরই তৎপরতার সঙ্গে অভিযুক্তদের আটক করে থানায় নিয়ে আসি। পরে লিখিত অভিযোগ জমা পড়লে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকার বাবা-মা দিনমজুর। তাঁরা মেয়েকে বাড়িতে রেখে কাজে বেরিয়ে যেতেন। নাবালিকার দাদা কাজের সূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন। প্রথম অভিযুক্ত স্থানীয় কাঠ ব্যবসায়ী। মেয়েটির বাবা সেই বৃদ্ধের হয়ে গাছ কাটার কাজ করতেন। সেই সুবাদে সেই কাঠ ব্যবসায়ীর যাতায়াত ছিল নির্যাতিতার বাড়িতে। চার মাস আগে বাড়িতে মেয়েটিকে একা পেয়ে প্রথমে সেই ব্যবসায়ী ধর্ষণ করে। এই ঘটনা জানতে পারে সেই কাঠ ব্যবসায়ীর পরিচিত এক বৃদ্ধ। 'সুযোগ' নেয় সেও। সেই দুজনের কীর্তি জানতে পেরে তৃতীয় আরেক বৃদ্ধ মেয়েটির বাড়ি যায়। নাবালিকাকে ধর্ষণ করে সেও। দ্বিতীয় বা তৃতীয় অভিযুক্ত মেয়েটির বাড়ির লোক, পুলিশ বা প্রশাসনকে না জানিয়ে নিজেরা যেভাবে সেই নাবালিকার অসহায়তার সুযোগ নিয়েছে, তা জানতে পেরে এলাকার বাসিন্দারা হতবাক হয়ে গিয়েছেন। কেবল ধর্ষণ করাই নয়, ধর্ষণের কথা কাউকে জানালে নাবালিকার মা-বাবা ও দাদাকে খুন করা হবে বলে হুমকিও দেয় তারা।

এদিকে, সেই নাবালিকার অস্বাভাবিকভাবে পেট ফুলতে দেখে স্থানীয় মহিলাদের সন্দেহ হয়। এরপর তাঁরাই ওই নাবালিকাকে হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য নিয়ে যান। তখন ধরা পড়ে ওই নাবালিকা প্রায় চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এরপরই ধর্ষণের বিষয়টি জানাজানি হয়। জানাজানি হতেই অভিযুক্ত তিনজন মিলে নাবালিকার বাচ্চা নষ্ট করার চেষ্টা করে বলেও অভিযোগ। নাবালিকার পরিবারকে ভুল বুঝিয়ে বাচ্চা নষ্ট করার জন্য মেয়েটিকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তারা। যদিও সেই চেষ্টা সফল হয়নি।

কমিশনের কাছে

প্রথম পাতার পর

মেয়ের ফোন পেয়ে বাবা স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্যর মাধ্যমে পুলিশে যোগাযোগ করেন। পুলিশ নাবালিকার ফোন ট্র্যাক করে জানতে পারে সে রানিনগর বিএসএফ ক্যাম্পের ভিতরেই রয়েছে। কোতোয়ালি থানার আইসি'র নেতৃত্বে পুলিশের টিম ওই রাতেই ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু নিরাপত্তার নাম করে পুলিশকে ওই রাতে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পরদিন পুলিশ ক্যাম্প আবাসনের এক ঘর থেকে অভিযুক্তকে আটক করে।

ওই নাবালিকাকেও উদ্ধার করে। পরে পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বাবা বিএসএফ কর্মী। তিনি সস্ত্রীক বিহারে নিজের বাড়ি গিয়েছিলেন। ছেলে সেখানে একাই ছিল। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে পূর্বপরিচিত ওই নাবালিকাকে আবাসনে নিয়ে গিয়ে ছেলে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

এদিন অনন্যা সাংবাদিকদের জানান, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের সময় দক্ষিণবঙ্গের এক জেলায় বিএসএফের টিমকে এক স্কুলে রাখা হয়েছিল। সেখানে মিড-ডে মিল নিতে আসা এক নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহ করেছিলেন এক জওয়ান। তাঁর আশঙ্কা, '২০২৬-এ রাজ্যে ফের বিধানসভা ভোট। আবারও কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে। সেক্ষেত্রে কী হবে তা নিয়ে এখনই যথেষ্টই চিন্তায় আছি। কারণ, আমাদের ২০২১-এর খারাপ অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই ঘটনায় জেলা প্রশাসন ও পুলিশের রিপোর্ট পেলেই কমিশন থেকে সরাসরি দিল্লিতে বিএসএফকে চিঠি পাঠানো হবে।'

দিশাহীন শিক্ষায় জীবিকা মরীচিকা

প্রথম পাতার পর

সে ধারার পরিবর্তন বলতে একদিকে শিক্ষার গৈরিকীকরণ আর একদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকড় গেড়ে বসা। ফলত যারা শিক্ষা চাইছে তাদের হাতে থাকল শুধুই পেন্সিল।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায় রাজনৈতিক প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের অন্যতম কারণ, রাজ্যটিতে শিল্পহীনতা। যার দরুন শিক্ষাকেই কামাই বা অন্য আয়ের মাধ্যম করে ফেলেছেন রাজনীতির কেষ্টবিষ্টুরা। ক্রমশ ছোট হয়ে যাওয়া সরকারি চাকরিক্ষেত্রেও মেধা তাড়িয়ে 'টাকা যার, চাকরি তার' নীতি বলবৎ হয়েছে।

চাকরির পরীক্ষা বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরোর মতো হয়ে গিয়েছে। তাই সাদা খাতাতেও মিলছে ফুল মার্কস। স্কুলছুট, কলেজছুট বা বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রিধারী- কাজের ক্ষেত্রে সবাই সমগোত্রীয় হয়ে পড়েছে। তাদের নতুন নতুন নাম হয়েছে 'র‍্যাপিডো ক্যাপ্টেন', আমাজন, সুইগির 'ডেলিভারি বয়'। পাড়ার মোড়ে গজিয়ে উঠেছে, 'এমএ পাশ চা ওয়ালা', 'বিএড ঝালমুড়ি'র দোকান। এটাই কি ভবিতব্য? স্বাধীনতার পর বারে বারে ঘটা করে শিক্ষানীতি বদলের নির্যাস যে এমন হবে তা কি কল্পনা করা গিয়েছিল?

আসলে উদার অর্থনীতিতে তেত্রিশ বছর পার করে যে সত্যটা উঠে এসেছে তা হল নব্বই শতাংশ কর্মী বা কর্মসংস্থান অসংগঠিত ক্ষেত্রে। তার মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত ৭২ শতাংশ কর্মী। এই হচ্ছে জীবন-জীবিকার চালচিত্র। তা সত্ত্বেও ভারত পৃথিবীর অর্থনীতিতে পঞ্চম স্থান আর বাংলা ভারতের অর্থনীতিতে ষষ্ঠ স্থান।

উদার অর্থনীতিতে সরকারি ক্ষেত্র বা সরকারি চাকরির ভাবনা সত্যিকারের সোনার পাথরবাটি। গড়পড়তা লোকজন বিগত সাড়ে তিন দশকে সেকথা ভালোই বুঝেছেন। কৃষিতে ভূমিহীন আর প্রান্তিক চাষি বা ট্র্যাডিশনাল কারিগর, শিল্পে ইটভাটা, বিভিন্ন ধারার নির্মাণ শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, পরিষেবা ক্ষেত্রে টোটো, ম্যাজিক গাড়ি, অটো, বাসচালক, মেকানিক, ছোট দোকানি, কাজের লোক, রাস্তার ধারে স্টল, সাফাইকর্মী ইত্যাদি- এই তো আমরা পেলাম। আর রয়েছে কিছু ঠিকাকর্মী- অধিকাংশই স্বনিযুক্ত, সামাজিক সুরক্ষাহীন বিনা পারিশ্রমিকের বা অবৈতনিক পারিবারিক কর্মী, যার বেশিরভাগই মহিলা।

উচ্চশিক্ষায়তনে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি, এনআইটি, আইআইএম-কে ধরে গত চার বছরে ৩৩ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। যার ৫২ শতাংশ তপশিলি জাতি বা উপজাতিভুক্ত। এগুলো নিয়ে ভাবতে হবে।

আসলে সময়ের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের গতির ভয়ংকর ফারাক বা পিছিয়ে থাকা এবং অচলায়তন ভাবনাকে পরিবর্তনের তীব্র অনীহা থেকেই সর্বনাশের শুরু। প্রকল্পভিত্তিক রাজ্য-কেন্দ্র লড়াইয়ের গল্প রাজনীতির ফসল দেয়, কিন্তু শিক্ষাঙ্গনমুখী করে না। তাই অনীহা কাটিয়ে সময়োপযোগী পরিবর্তন জরুরি। কারণ অসংগঠিত ক্ষেত্র কমবে না, বাড়বে। সরকারি কর্মসংস্থান হবে না। চুক্তিভিত্তিক বা বিনা চুক্তিভিত্তিক চাকরিই থাকবে। সে সরকারি বা বেসরকারি পরিসর যাই হোক। ফলে এখনই কর্মমুখী শিক্ষা পরিকল্পিতভাবে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে না পারলে বিপদ বাড়তেই থাকবে।

শিক্ষা ব্যবস্থার অসাড়তা সর্বব্যাপী ও সর্বজন অগ্রাহ্য হয়ে উঠছে। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষা প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে। গতানুগতিক কলেজ শিক্ষায় কর্ম উপযুক্ত করার প্রবণতা অনেকটা ফাটা গোড়ালিতে হঠাৎ ক্রিম লাগানোর মতো। আর বিশ্ববিদ্যালয় গভীর মননচর্চা করলেও রুজিরোজগারের সুলুকসন্ধান অনেকটা সুন্দর প্লাস্টিকের ফুলের মতো। উত্তরবঙ্গকে সমৃদ্ধ করতে চাইলে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিক বা লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের বাঙালি অধ্যাপক- ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে সকলকেই। তবেই জ্বলতে পারে মঙ্গলদীপ।

জখম দুই

কিশনগঞ্জ, ১৬ মার্চ : পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন দেওর ও বৌদি। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কিশনগঞ্জ জেলার বাহাদুরগঞ্জের গলগলিয়াগামী ৩২৭-ই জাতীয় সড়কে খইখাট চকের কাছে। জখমরা বাইকে ছিলেন। পুলিশ জানায়, তাঁরা হলেন দিঘলব্যাংক থানার সুখানদিঘি গ্রামের বাসিন্দা আফসানা বেগম ও আদনান আলম। তাঁদের বাইকের সঙ্গে কয়লাবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে বাহাদুরগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তাঁদের কিশনগঞ্জ পাঠানো হয়। বাহাদুরগঞ্জ থানার আইসি নিশাকান্ত কুমার এখবর জানিয়ে বলেন, 'পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে। ঘটনার পর থেকে ট্রাকের চালক পলাতক।' বর্তমানে আহতরা স্থিতিশীল বলে সদর হাসপাতাল জানিয়েছে।

দিল্লি ক্যাপিটালস

চেষ্টায় খামতি রেখো না। সাফল্য ঠিক আসবে। যে মন্ত্রকে সামনে রেখে অষ্টাদশ মেগা লিগে নতুন করে স্বপ্নের জাল বোনা। নতুন অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল। দলে একঝাঁক নতুন মুখ। নয়া ব্রিগেডের কাঁধে ভর দিয়েই নতুন দিনের অপেক্ষায় টিম দিল্লি।

নয়া কাহিনী লিখতে চান অক্ষর

মাঝে আর সপ্তাহখানেক। আইপিএলের ঢাকে কাঠি পড়ার অপেক্ষা। ২২ মার্চ উদ্বোধনী দ্বৈরথে ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি কলকাতা নাইট রাইডার্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তার আগে কোন দল কতটা প্রস্তুত, খতিয়ে দেখতে আজ দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরে চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

২০২৪-এ ষষ্ঠ স্থান

অধিনায়ক : অক্ষর প্যাটেল

হেড কোচ : হেমাঙ্গ বাদানি **মেন্টর :** কেভিন পিটারসেন

বোলিং কোচ : মুনাফ প্যাটেল

ঘরের মাঠ : অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম

প্রথম ম্যাচ : ২৪ মার্চ, লখনউ সুপার জায়েন্টস

দামি ক্রিকেটার : অক্ষর প্যাটেল (১৬.৫ কোটি)

সেরা পারফরমেন্স : ২০২০ (রানার্স)

স্কোয়াড

রিটেইন

অক্ষর প্যাটেল (১৬.৫), কুলদীপ যাদব (১৩.২৫), ট্রিস্টান স্টাবস (১০), অভিষেক পোড়েল (৪)।

নিলাম থেকে

লোকেশ রাহুল (১৪), মিচেল স্টার্ক (১১.৭৫), জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক (৯), থঙ্গরাসু নটরাজন (১০.৭৫), মুকেশ কুমার (৮)।

শক্তি

বোলিং : স্পিন বিভাগে অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব। পেস ব্রিগেডে মিচেল স্টার্ক, মুকেশ কুমার, থঙ্গরাসু নটরাজন, মোহিত শর্মা। দক্ষতার সঙ্গে বৈচিত্র্যের মিশেল।

ভারসাম্য : প্রথম একাদশের মূল শক্তি দেশি অক্ষর, লোকেশ রাহুল, কুলদীপ যাদব, অভিষেক পোড়েল, মুকেশ কুমাররা। বিদেশি স্টার্ক, জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, ট্রিস্টান স্টাবস, ফাফ ডুপ্লেসি-দেশি-বিদেশির সঠিক ভারসাম্য।

দুর্বলতা

ধারাবাহিকতা : গত ১৭ আসরে ধারাবাহিকতার অভাব পথের কাঁটা। 'আজ ভালো তো কাল খারাপের' ভুলভুলাইয়াতে বারবার আটকে গিয়েছে ট্রফির স্বপ্ন। প্রথম ট্রফির পথেও মূল বাধা ধারাবাহিকতার প্রাচীরই।

স্ট্রাইক রেট : লোকেশ, ডুপ্লেসি, করুণ নায়ারদের স্ট্রাইক রেট চিন্তার জায়গা। রান পেলেও মন্থর ব্যাটিং সমস্যা লোকেশদের। ঝড় তোলার জন্য ম্যাকগার্ক, স্টাবস, অভিষেকদের ওপর বাড়তি চাপ থাকবে।

এক্স ফ্যাক্টর

মিচেল স্টার্ক : টেস্ট ক্রিকেট পছন্দ করেন। তবে সাদা বলেও অঙ্ক বদলে দিতে সক্ষম। গতবার ফাইনালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জয়ের অন্যতম কারিগর স্টার্ক।

সর্বোচ্চ স্কোর : ২৫৭/৪, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ২০২৪
সর্বনিম্ন স্কোর : ৬৬, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ২০১৭

বর্তমান দলের
সর্বাধিক উইকেট : ৫৮, অক্ষর প্যাটেল
সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট : ৩৭১.৪২, স্টাবস (গুজরাট টাইটান্স, ২০২৪)
সর্বাধিক রান : স্টাবস ৩৭৮, ম্যাকগার্ক ৩৩০, অভিষেক ৩২৬ রান

টিম অ্যানথেম : রোর মাচা...
ম্যাসকট : লিও (সিংহ)

সম্ভাব্য একাদশ : জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, লোকেশ রাহুল, অভিষেক পোড়েল, ট্রিস্টান স্টাবস, অক্ষর প্যাটেল, করুণ নায়ার, সমীর রিজভি, কুলদীপ যাদব, মিচেল স্টার্ক, মুকেশ কুমার ও থঙ্গরাসু নটরাজন।

অনুষ্কাদের নিয়ে কড়া বোর্ড, ক্ষুব্ধ বিরাট

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অনুষ্ঠানে বিরাট কোহলি।

বেঙ্গালুরু, ১৬ মার্চ : কাজের পর দিনের শেষে প্রত্যেকে ঘরে ফিরে পরিবারকে কাছে পেতে চায়। শূন্য ঘরে একাকী বসে থাকতে পছন্দ করে না কেউই। ক্রিকেটাররাও যার ব্যতিক্রম নন।

দল ব্যর্থ হলেও নিশানা করা হয় পরিবারকে। অথচ, কোনও কিছুই তাদের হাতে নেই। তারপরও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ক্রিকেটারদের পরিবার। তাদের নিয়ে আলোচনা, হাজারো ফতোয়া। এগুলো বন্ধ হওয়া উচিত।

নাম না করেই বিদেশ সফরে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কড়াকড়ি, সমালোচকদের বিরুদ্ধে এভাবেই ক্ষোভ উগরে দিলেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় রানমেশিনের যুক্তি, কঠিন সময়ে পরিবার তাঁদের স্বাভাবিক থাকতে সাহায্য করে। দায়িত্ব পালন, সাফল্যের ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন নিয়মে ৪৫ দিনের সফরে ১৪ দিন এবং আরও সংক্ষিপ্ত সফরে ১ সপ্তাহের বেশি পরিবার, সন্তান, সঙ্গীদের সঙ্গে রাখতে পারবেন না ক্রিকেটাররা। ঘুরিয়ে যে নিয়মকেই কার্যত কাঠগড়ায় তুললেন বিরাট।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর এক অনুষ্ঠানে বিরাটের সোজাসাপটা বক্তব্য, 'মাঠে কঠিন সময় কাটানোর পর পরিবারকে কাছে পাওয়ার অনুভূতি, গুরুত্ব আলাদা। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার জন্য এটা কতটা জরুরি, তা বলে বোঝানো যাবে না। প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করুন। কেউ ঘরে একা একা বিমর্ষভাবে বসে থাকতে পছন্দ করে না।'

বিরাটের মতে, প্রতিদিন অনেক চড়াই উতরাই পেরোতে হয়। পরিবার পাশে থাকলে যে সফর অনেক সহজ হয়। চাপমুক্ত থাকা যায়, সাফল্য, দায়িত্ব পালনে যা সাহায্য করে। তাই তিনি পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ কখনোই হাতছাড়া করেন না।

সমালোচকদেরও তুলোধোনা করেছেন। ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিরাট জানান, তিনি হতাশ। পরিবারের মূল্যবোধ সম্পর্কে সবার স্বচ্ছ ধারণা থাকলে, এরকম হত না। এক্ষেত্রে পরিবারের সঙ্গে সেভাবে জড়িয়ে

ছোলে বাটোরের অবান্তর প্রশ্নে বিরক্ত

না থাকা মানুষদের পরামর্শ বোধহয় নেওয়া হয়েছে। যাঁদের মনে হয়, পরিবার থাকলে পারফরমেন্স খারাপ হয়।

ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন সময়ে করা অযাচিত প্রশ্ন নিয়েও। বিরাটের মতে, তিনি কখন, কবে ছোলে-বাটোরে খেয়েছেন, লাঞ্চে মেনু কী, এসব ক্রিকেটের অঙ্গ হতে পারে না। সবার উচিত খেলা নিয়েই আলোচনা করা।

বিরাট বলেছেন, 'সঞ্চালক বা বিশ্লেষকদের আলোচনা ক্রিকেটকেন্দ্রিক হওয়া উচিত। গতকাল লাঞ্চে কী খেয়েছি, দিল্লিতে প্রিয় ছোলে বাটোরের দোকান কোনটা, এসব আলোচনা অবান্তর। এগুলো ক্রিকেট ম্যাচের অংশও নয়। বরং অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক, একজন ক্রিকেটার কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে কথা বলা।'

নিজের আগ্রাসী মনোভাব নিয়েও মজা করতে ছাড়লেন না। বিরাটের কথায়, মাঠে যখন যা করেন তা সহজাত। কিছু ভেবে করেন না। কখনও আগ্রাসন তো কখনও শান্ত। যদিও সবক্ষেত্রেই সমস্যা। কারও অপছন্দ তাঁর বাড়তি আগ্রাসী মনোভাব, কারও সমস্যা তাঁর শান্ত থাকা নিয়ে। বুঝতে পারেন না তাঁর কী করা উচিত। তাই সেই চেষ্টাও করেন না।

রং খেলে 'অপরাধী' সামি-কন্যা!

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : মৌলানা সাহাবুদ্দিন রাজভির তোপের মুখে এবার মহম্মদ সামির ছোট্ট মেয়ে। অপরাধ রং খেলেছেন! যা নাকি শরিয়ত-বিরোধী, অপরাধের শামিল।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলার সময় রোজা না রেখে মাঠে সামির জল খাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মৌলানা। অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে সামিকে ক্ষমা চাইতে হবে বলেছিলেন। রেশ কাটতে না কাটতেই রাজভির নিশানায় সামির মেয়ে।

সামাজিক মাধ্যমে সামি-কন্যার রং খেলার একটি ছবিকে ঘিরে বিতর্ক। অল ইন্ডিয়া মুসলিম জামাতের সভাপতি মৌলানা সাহাবুদ্দিন রাজভি বলেছেন, 'ও বাচ্চা মেয়ে। কিছু না বুঝে খেলে তা অপরাধ নয়। তবে বুঝেশুনে খেলে শরিয়ত-বিরোধী, অপরাধ।'

রাজভি আরও দাবি করেন,

মহম্মদ সামির মেয়ের রং খেলার এই ছবি নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক।

> ও বাচ্চা মেয়ে। যদি কিছু না বুঝে খেলে তা অপরাধ নয়। তবে বুঝেশুনে খেললে শরিয়ত বিরোধী, অপরাধ।
>
> **মৌলানা সাহাবুদ্দিন রাজভি**
> *সভাপতি, অল ইন্ডিয়া মুসলিম জামাত*

সামি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে শরিয়ত বিরোধী আচরণ থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছিলেন। হোলি হিন্দুদের উৎসব। কিন্তু মুসলিমদের যা এড়িয়ে যাওয়া উচিত। শরিয়ত জেনেও হোলি খেলাটা অপরাধের শামিল।

ভাঙছে পাকিস্তান। উচ্ছ্বাস নিউজিল্যান্ডের ইশ সোধির।

লজ্জার হার পাকিস্তানের

ক্রাইস্টচার্চ, ১৬ মার্চ : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের অভিযান লজ্জার হারে শুরু করল পাকিস্তান। রবিবার ক্রাইস্টচার্চে কিউয়িদের কাছে তারা পরাজিত হল ৯ উইকেটে। বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানদের বাদ দিয়ে টি২০-তে নতুনভাবে দল তৈরি করার লক্ষ্যে রয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু সিরিজের প্রথম ম্যাচেই একরাশ লজ্জা উপহার দিলেন সলমন আলি আঘারা।

এদিন টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় নিউজিল্যান্ড। কিন্তু জ্যাকব ডাফি (১৪/৪), কাইল জেমিসনদের (৮/৩) দাপটে ৯১ রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তান। এটাই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০-তে পাকিস্তানের সর্বনিম্ন স্কোর। পাকিস্তানের পক্ষে খুশদিল শা সর্বাধিক ৩২ রান করেন। জবাবে ওপেনার টিম সেইফার্টের (৪৪) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ১০.১ ওভারে ১ উইকেটে ৯২ রান তুলে নেয় নিউজিল্যান্ড।

এদিকে প্রাক্তন পাক তারকা মইন আলি পাক বোলিংকে সেরা মানতে নারাজ। তিনি বলেছেন, 'ক্রিকেটপ্রেমীরা বর্তমান পাকিস্তান বোলিং লাইনআপকে সেরা বললেও আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। নাসিম শা, শাহিন শা আফ্রিদি ও হ্যারিস রউফ ভালো বোলার। কিন্তু ওদেরকে এখন সেরা বলা যাবে না।'

আইপিএলের এক নম্বর বুমরাহই, দাবি জাহিরের

দেশ নয়, মেগা লিগে চোখ চাহালের

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : ২০০৮ সালে আইপিএলের আত্মপ্রকাশ।

গত ১৭ আসরে বিশ্বের তাবড় তাবড় ফাস্ট বোলার খেলে গিয়েছেন মেগা লিগে। বর্তমান প্রজন্মের পেস তারকারাও হাজির সেরার মঞ্চে নিজেদের দক্ষতা ঝালিয়ে নিতে। আইপিএলে খেলা পেসারদের যে লম্বা তালিকায় সবার উপরে জসপ্রীত বুমরাহকে রাখছেন জাহির খান।

২০১৩ সালে প্রথমবার মেগা লিগে পা রাখেন বুমরাহ। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে ১৩৩ ম্যাচে ১৬৫ উইকেট। পরিসংখ্যান ছাপিয়ে পাটা উইকেটে বুমরাহর বোলিং দাপট। জাহিরের কথায়, যার দ্বিতীয় উদাহরণ নেই।

ডোয়েন ব্রাভো (১৮৩), ভুবনেশ্বর কুমার (১৮১), লাসিথ মালিঙ্গারা (১৭০) উইকেট সংখ্যা এগিয়ে। এক আসরে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার কৃতিত্বও রয়েছে ব্রাভোদের। যদিও জাহিরের মতে বছর পর বছর মুম্বইয়ের হয়ে যে প্রভাব রাখছেন বুমরাহ, এরপর দ্বিতীয় কারও কথা ভাবতে নারাজ তিনি।

কোচ রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে রসিকতায় পাঞ্জাব কিংস দলের নতুন সদস্য যুযবেন্দ্র চাহাল।

আইপিএলের অন্যতম সফল স্পিনার যুযবেন্দ্র চাহালের কথায় আবার কিছুটা অভিমানের সুর। বেশ কিছুদিন হল জাতীয় দলের বাইরে। বরুণ চক্রবর্তীদের উত্থানে ফেরার সম্ভাবনাও ক্রমশ ক্ষীণ। সেই হতাশাই চাহালের কথায়। জানিয়েও দিলেন, জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। চোখ আপাতত মেগা লিগে।

পাঞ্জাব কিংসের হয়ে প্রস্তুতিতে শেষ তুলির টান দেওয়ার মাঝে বলেছেন, 'আমার হাতে যা নেই, তা নিয়ে ভাবতে রাজি নই। মাথায় রাখতে চাই না।' জুটি (কুলচা) ভাঙলেও বন্ধু কুলদীপ যাদবের সাফল্যে খুশিটা আড়াল করলেন না। চাহালের দাবি, এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা রিস্ট স্পিনার কুলদীপ। আইপিএল হোক বা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, যার প্রমাণ রাখছে।

ঘুরিয়ে স্বীকার করছেন, কুলদীপের সঙ্গে বোলিং জুটি মিস করেন। চাহালের কথায়, মাঠ এবং মাঠের বাইরে দুইজনের বোঝাপড়া খুব ভালো। পরস্পরের বোলিং, সাফল্য উপভোগ করেন। মানসিকতাতেও মিল থাকা, একে অপরকে বোঝেন। তারই প্রতিফলন জুটিতে ৩৭ ম্যাচে ১৩০ উইকেট। টিম ইন্ডিয়া থেকে চাহাল ছিটকে যাওয়ায়, যে পরিসংখ্যানে আপাতত ব্রেক। আগামীতে তা ফের চালু হবে কিনা, প্রশ্নটা সময়ের হাতে।

এদিকে, চেন্নাই সুপার কিংসকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। প্রাক্তন বিশ্বজয়ী ওপেনারের দাবি, আসন্ন আইপিএলে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ভালো পারফর্ম করবে। এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'চেন্নাই সুপার কিংস এবার সাফল্য পাবে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ। দুর্দান্ত ম্যাচ হতে চলেছে যা। সবমিলিয়ে আকর্ষণীয় এবং উত্তেজক লিগের অপেক্ষা।'

লখনউ সুপার জায়েন্টসের নেটে শার্দূল ঠাকুর। তারপরই তাঁকে আইপিএলে দেখার জল্পনা শুরু হয়েছে।

ঋষভদের নেটে দল না পাওয়া শার্দূল

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : ভারতীয় ক্রিকেটে অন্যতম সম্ভাবনা পেস-অলরাউন্ডার থেকে আইপিএলে কোনও দল না পাওয়া। শার্দূল ঠাকুরের কেরিয়ার গ্রাফ চমকে দেওয়ার মতো। কঠিন সময়ের মধ্যে গেলেও লড়াইয়ের ময়দান ছাড়তে নারাজ মুম্বই রনজি ট্রফি দলের পেস অলরাউন্ডার।

আইপিএল নিলামে হতাশ হওয়ার পর জবাবি মঞ্চ হিসেবে ঘরোয়া ক্রিকেটকে বেছে নিয়েছিলেন। মুম্বই রনজি দলের হয়ে ব্যাটে-বলে একের পর এক দুরন্ত সাফল্যে নজর কেড়েছিলেন। এবার চর্চার কেন্দ্রে লখনউ সুপার জায়েন্টসের প্র্যাকটিসে শার্দূলের বোলিং করার ভিডিও।

হঠাৎ কেন ঋষভ পন্থদের নেটে শার্দূল বোলিং করছেন? প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে। বাড়ছে জল্পনা, তাহলে কী টিম লখনউয়ে আসন্ন মেগা লিগে দেখা যাবে 'লর্ডকে' (ডাকনাম)? নেটিজেনদের অনেকের যুক্তি, শার্দূলের মতো তারকা নেট বোলার হবে না। তাহলে এটা কি টিম লখনউয়ে যুক্ত হওয়ার কোনও ইঙ্গিত?' লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজি বা শার্দূলের তরফে এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

বছর তেত্রিশের শার্দূল রাইজিং পুনে সুপারজায়েন্টস, পাঞ্জাব কিংসের পাশাপাশি চেন্নাই সুপার কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে মোট ৯৫টি আইপিএল ম্যাচ খেলেছেন। ভারতের হয়ে ১১টি টেস্ট, ৪৭টি ওডিআইয়ের পাশাপাশি ২৫টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন।

ইংল্যান্ডের ক্লাব ক্রিকেটে ভরত

এদিকে, আইপিএলে দল না পাওয়া কোনা শ্রীকর ভরত পাড়ি দিচ্ছেন ইংল্যান্ডে। অতীতে একই রাস্তায় হেঁটেছেন চেতেশ্বর পূজারা। উইকেটকিপার-ব্যাটার ভরতও পূজারাকে অনুসরণ করে ইংল্যান্ডের ক্লাব ক্রিকেটে নাম লেখাচ্ছেন। খেলবেন সারে চ্যাম্পিয়নশিপের প্রিমিয়ার ডিভিশনে ডালউইচ সিসি ক্লাবের হয়ে। প্রথম ম্যাচ ১২ এপ্রিল ব্রমলি কমনের বিরুদ্ধে।

আইপিএলের ঘুম ওড়াতে সৌদি লিগ!

রিয়াধ, ১৬ মার্চ : গুঞ্জন ছিল। আইপিএল-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় নাকি সৌদি আরবের গ্লোবাল টি২০ লিগ। ৪৫০০ কোটি টাকার বিশাল অঙ্ক বিনিয়োগ হবে এই লিগে। মূল স্পনসর সৌদি আরবের সংস্থা এসআরজে স্পোর্টস ইনভেস্টমেন্টস। অজি ক্রিকেট সংস্থার প্রাক্তন সদস্য নীল ম্যাক্সওয়েল যে লিগের নেপথ্যে।

বর্তমানে আইপিএল-কে (ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা) ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট। সৌদি গ্লোবাল লিগ শুরু হলে যে ছবিটা অনেকাংশে বদলাতে পারে। তারকাদের সৌদিমুখী করবে। ধারে-ভারে এগিয়ে থাকলেও চাপ বাড়বে আইপিএলেরও।

প্রাথমিক ভাবনা অনুসারে টেনিসের গ্র্যান্ড স্ল্যাম প্রতিযোগিতার তো বছরে চারবার চারটি আলাদা দেশে এই লিগ অনুষ্ঠিত হবে। ফাইনাল সৌদি আরবে। আপাতত অপেক্ষা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এবং আইসিসি-র ছাড়পত্রের।

ইন্ডিয়ান ওয়েলসে বিদায় আলকারাজের

ওয়াশিংটন, ১৬ মার্চ : স্বপ্নপূরণ হল না স্প্যানিশ টেনিস তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার। এবার ইন্ডিয়ান ওয়েলশ ওপেন জেতার হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ চারের লড়াইয়ে ব্রিটেনের জ্যাক ড্র্যাপারের কাছে ৬-১, ০-৬, ৬-৪ গেমে হারলেন আলকারাজ।

প্রথম সেটে জ্যাকের কাছে পরাজিত হওয়ার পর কিন্তু দ্বিতীয় সেটে দারুণ প্রত্যাবর্তন করেন আলকারাজ। তৃতীয় সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর শেষ হাসি হাসেন ব্রিটিশ তারকা জ্যাক। ম্যাচের পর স্প্যানিশ তারকা বলেছেন, 'আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা, নিজের খেলার কথা না ভেবে প্রতিপক্ষকে নিয়ে চিন্তা করি। এদিনও তাই হয়েছে। জাকের খেলার ধরন, ওর দুর্বলতা ইত্যাদি নিয়ে সারাক্ষণ ভাবনাচিন্তা করেছি। নিজের খেলার থেকেও প্রতিপক্ষকে নিয়ে বেশি চিন্তা করাটা খুব সমস্যার।'

সেমিফাইনালে জেতার পর জ্যাক বলেছেন, 'আলকারাজকে হারানোটা কঠিন। একটা দুর্দান্ত জয় আমি পেয়েছি। আলকারাজ একজন চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়। তবে ও এই ম্যাচে এমন কিছু ভুল করেছে যেটা আমার প্রত্যাশার বাইরে ছিল।'

অন্য সেমিফাইনালে হোলগার রুন ৭-৫, ৬-৪ গেমে ড্যানিল মেদভেদেভকে হারিয়েছেন।

অধিনায়ক অক্ষরে আস্থা করুণ নায়ারের

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : প্রতিবারই রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি দল দিল্লি ক্যাপিটালসকে নিয়ে তৈরি হয় প্রত্যাশা। সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে যায় সেই প্রত্যাশা।

প্রশ্ন হল, ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা অষ্টাদশ আইপিএলের আসরে কী হবে? দিল্লি কি পারবে তাদের দীর্ঘসময় ধরে চলা ট্রফি-খরা কাটাতে? জবাব সময় দেবে। তার আগে নতুন অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলকে নিয়ে রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজির শীর্ষকর্তারা প্রবল আশাবাদী। সেই তালিকায় নাম রয়েছে জাতীয় দলের বাইরে থাকা ক্রিকেটার করুণ নায়ারেরও। ঘরোয়া মরশুমে দুর্দান্ত পারফর্ম করে করুণ ফের জাতীয় দলে ফেরার জোরদার দাবি তুলেছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত জাতীয় দলে ফিরবেন কি না, সময় বলবে। তার আগে আজ করুণ এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে ঘোষণা করে দিয়েছেন, অধিনায়ক অক্ষর পারবে দিল্লির ট্রফি ভাগ্য ফেরাতে। করুণ বলেছেন, 'দিল্লির অধিনায়ক হওয়ার জন্য প্রথমেই অক্ষরকে অভিনন্দন। ও একজন দুর্দান্ত ক্রিকেটার। শেষ কয়েক বছর ধরেই দারুণ পারফর্ম করে চলেছে ও। অক্ষরের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ ক্রিকেটার যে কোনও দলের সম্পদ। আমি নিশ্চিত, অক্ষরের নেতৃত্বে দিল্লি এবার আইপিএলের আসরে সফল হবে।'

ঘরোয়া ক্রিকেটে দারুণ পারফরমেন্সের পুরস্কার হিসেবে করুণকে এবার ৫০ লক্ষ টাকায় নিলাম থেকে তুলে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। ফলে করুণ নিজেই অক্ষরের নেতৃত্বে খেলার সুযোগ পেতে চলেছেন। তার আগে আজ করুণ বলেছেন, 'অতীতে আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। এবার দিল্লির হয়ে সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। অক্ষরের মতো ক্রিকেটারের নেতৃত্বে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি আমি।'

দিল্লি ক্যাপিটালসের অনুশীলনে করুণ নায়ার। রবিবার।

লা লিগাকে হুমকি রিয়াল মাদ্রিদ কোচ আন্সেলোত্তির

ভিয়ারিয়াল, ১৬ মার্চ : তিন ক্লাবের জোর টক্কর। লা লিগার শিরোপা কার হাতে উঠবে তা সময়ই বলবে। এই পরিস্থিতিতে রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি সবচেয়ে বেশি চিন্তিত লিগের সূচি নিয়ে।

শনিবার রাতে অ্যাওয়ে ম্যাচে ভিয়ারিয়ালকে হারিয়েও স্বস্তি নেই রিয়াল শিবিরে। ঘাড়ের ওপরই যে নিঃশ্বাস ফেলছে বার্সেলোনা ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ফলে একটা ম্যাচে হোঁচট খেলেই কাজটা আরও কঠিন হয়ে যাবে। আরও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে লিগের সূচি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও লা লিগা মিলিয়ে মাঝে মাত্র একদিনের ব্যবধানে মাঠে নামতে হয়েছে রিয়ালকে। শনিবার ম্যাচের পরই লা লিগা কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ্য করে কার্যত হুমকির সুরে রিয়াল কোচ বলেছেন, 'সূচি পরিবর্তনের জন্য দুইবার অনুরোধ করেছি আমরা। এমন পরিস্থিতি ভবিষ্যতে আবারও তৈরি হলে আমরা খেলব না। দুই ম্যাচের মাঝে অন্তত পক্ষে ৭২ ঘণ্টার ব্যবধান থাকতেই হবে।'

ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে জোড়া গোলের পর কিলিয়ান এমবাপে।

এদিকে, ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে জোড়া গোলের পর রিয়াল জার্সিতে কিলিয়ান এমবাপের গোলসংখ্যা দাঁড়াল ৩১। মাদ্রিদের ক্লাবটির হয়ে এর আগে প্রথম মরশুমেই ৩০ বা তার বেশি গোল করার নজির রয়েছে দুই রোনাল্ডোর। ফলে এমবাপের সামনে তাঁদের ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ। ফরাসি তারকা যদিও বলেছেন, 'ওঁরা কিংবদন্তি। ওঁদের থেকে বেশি গোল করলেও তার অর্থ এটা নয় যে আমি ওঁদের থেকে বড় ফুটবলার। শিরোপা জিততে পারাটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

নারায়ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন মেন্টর ব্রাভো

উমরানের পরিবর্ত সাকারিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মার্চ : কোহলি ইজ আ চ্যাম্পিয়ন। গেইল ইজ আ চ্যাম্পিয়ন!

তপ্ত দুপুর। প্রখর রোদ। তার মধ্যেই সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে হাজির কলকাতা নাইট রাইডার্স। শেষ আইপিএল খেতাব জয়ীদের দেখার জন্য উপচে পড়া ভিড়। ক্রিকেটপ্রেমীদের সেই ভিড়কে একেবারেই হতাশ করেননি নাইটদের নয়া মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো। সুনীল নায়ারণ, মায়াঙ্ক মার্কান্ডেদের নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক অনুশীলনের শেষে আচমকাই ক্রিকেটপ্রেমীদের চমকে দিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিশে যান ব্রাভো। তোলেন সেলফি। সঙ্গে নিজের 'চ্যাম্পিয়ন' গান গেয়ে শুনিয়ে একটু নেচেও দেন তিনি।

রবিবারের দুপুর বলে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ক্রিকেটপ্রেমী ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল কম। কিন্তু যাঁরা ছিলেন, তাঁরা একইসঙ্গে দুটি বিষয় আজ চাক্ষুষ করলেন। এক, গৌতম গম্ভীরের পর দলের মেন্টর হিসেবে সঠিক লোককেই বেছে নিয়েছে কেকেআর কর্তৃপক্ষ। যাঁর মধ্যে তুখোড় ক্রিকেট মস্তিষ্ক থাকার পাশে রয়েছে রসবোধও। দুই, শেষ কয়েক বছর ধরেই নারায়ণ কেকেআরের সাফল্যের এক্স ফ্যাক্টর। এহেন নারাযণকে সময়ের সঙ্গে একটু চাঙ্গা রাখতে হয়। আজ দুপুরে সল্টলেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে নারায়ণকে আগামীর লক্ষ্যটা একটু বুঝিয়ে দিলেন মেন্টর ব্রাভো।

নারায়ণ ও ব্রাভো একসময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলেছেন। দুজনের বন্ধুত্বও বেশ ভালো। সেই বন্ধুত্ব নাইটদের খেতাব ধরে রাখতে কতটা সাহায্য করবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ দুপুরের অনুশীলনে কেকেআরের নেটে মেন্টর ব্রাভো বল হাতে দীর্ঘসময় নারায়ণকে বোলিং করেছেন। আর নারায়ণও রেঞ্জ হিটিংয়ের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন, দলকে ভরসা দেওয়ার লক্ষ্যে সেরা ছন্দের খুব কাছেই রয়েছেন তিনি। নেটে নারায়ণের ব্যাটিংয়ের মাঝে বারবার মেন্টর ব্রাভোর সঙ্গে তাঁকে ব্যাটিং নিয়ে আলোচনাও করতে দেখা গিয়েছে। গতরাতের ইডেনে নাইটদের অনুশীলন ম্যাচে খেলেননি নারায়ণ। বল হাতে স্পট বোলিং চর্চায় ডুবে ছিলেন তিনি। ফলে ব্যাট হাতে তিনি কেমন ছন্দে রয়েছেন, সেটা বোঝা যায়নি গতরাতের ইডেনে।

দুপুরের সল্টলেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ আজ সাক্ষী থাকল নারায়ণের মায়াবী কিন্তু ভয়ংকর পাওয়ার হিটিংয়ের। বেশ কিছু বল মাঠ ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাইরেও উড়ে গিয়েছে আজ। নারায়ণের প্রতিটা শটের পরই মেন্টর ব্রাভো যেভাবে তাঁকে উৎসাহ ও ভরসা দিচ্ছিলেন, তা দেখার পর একটা বিষয় স্পষ্ট যে, ২২ মার্চ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআরের প্রথম ম্যাচে নারায়ণ ঝড় ওঠা এখন সময়ের অপেক্ষা। আর সেই ঝড়টা উঠতে চলেছে নারায়ণের প্রিয় ওপেনিংয়ের জায়গা থেকেই। এদিকে, কেকেআর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ২২ মার্চ আরসিবি-র বিরুদ্ধে মাঠে নামার সঙ্গেই নয়া নজির গড়তে চলেছেন। প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে তিনটি ভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের নেতৃত্ব দেওয়ার বিরল নজির গড়তে চলেছেন রাহানে।

চোটের জন্য আইপিএল শুরুর আগেই ছিটকে গেলেন কেকেআরের পেসার উমরান মালিক। পরিবর্ত হিসেবে তারা সৌরাষ্ট্রের বাঁহাতি পেসার চেতন সাকারিয়াকে দলে নিয়েছে। দলের সঙ্গে আগে থেকেই তিনি নেট বোলার হিসেবে ছিলেন। সাকারিয়া জাতীয় দলের হয়ে একটি ওডিআই ও জোড়া টি২০ খেলা ছাড়াও ১৯টি আইপিএল ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন।

কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শে সুনীল নারায়ণ।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের অনুশীলনে খোশমেজাজে মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো।

লন্ডন ডার্বি আর্সেনালের

লন্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টার, ১৬ মার্চ : ম্যাচের আগাগোড়া বলের দখল ধরে রাখল চেলসি। তবে ১-০ গোলে জিতে তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ল আর্সেনাল। একইসঙ্গে লন্ডন ডার্বিতে অপরাজিত দৌড় বজায় রাখল গানাররা। শেষ ছয়টা ম্যাচে চারটি জয়, দুইটি ড্র।

শেষ ৯ ম্যাচই ফাইনাল : পেপ

এদিনও খাতায়-কলমে এগিয়ে ছিল আর্সেনালই। চেলসিও কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল। তবে ম্যাচের নিষ্পত্তি হল ২০ মিনিটে মিকেল মেরিনোর করা গোলেই।

আরেকদিকে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ওপর চাপ ক্রমেই বাড়ছে। প্রথম চারেও কি এবার জায়গা হারাতে হবে? শনিবার ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্রয়ের পর সেই আশঙ্কাই ঘিরে ধরেছে তাদের। কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা এখনই আশা ছাড়ছেন না। বরং বলেছেন, 'আমি সহজে আত্মবিশ্বাস হারাই না। যখনই কঠিন সময় এসেছে, একটা না একটা পথ খুঁজে পেয়েছি। যেমন এবার লিগে আমাদের শেষ ৯টা ম্যাচের ৯টাই ফাইনাল ধরে এগোতে হবে।' এদিকে ব্রাইটনের বিরুদ্ধে গোলের পর সিটির জার্সিতে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের গোল ও অ্যাসিস্ট মিলিয়ে সংখ্যাটা দাঁড়াল ১০০। ৯৪ ম্যাচে ৮৪টি গোল ও ১৬টি অ্যাসিস্ট। যা ইংল্যান্ডের ক্লাব ফুটবলে দ্রুততম। অ্যালান শিয়েরার এই রেকর্ড গড়তে নিয়েছিলেন ১০০টি ম্যাচ। সেই নজিরই ভাঙলেন হাল্যান্ড।

চেলসির বিরুদ্ধে গোল করে আর্সেনালের মিকেল মেরিনো। - এএফপি

ছাঙ্গতে না খেললেও সুযোগ নেই ডেভিডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মার্চ : সুনীল ছেত্রী অবসর ভেঙে ফিরে এসে ঠিক করলেন, নাকি এর জন্য ভারতীয় ফুটবল পিছিয়ে গেল, এই নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই চলছে বিতর্ক। কিন্তু তাঁকে ঘিরে শিলংয়ের মানুষের উৎসাহের শেষ নেই।

১৪ মার্চ থেকে জাতীয় দলের শিবির শুরু করেছেন মানোলো মার্কুয়েজ। ওইদিন গোটা দলকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন প্রচুর স্থানীয় মানুষ। প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুনের মধ্যে সুনীলের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, কিংবদন্তি এই ফুটবলার অবসর ভেঙে ফিরে আসার জন্য তাঁদের শহরে হওয়া ম্যাচকেই বেছে নেওয়ায় তাঁরা অত্যন্ত খুশি ও কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশের বিপক্ষে সুনীলের গোলের জন্য এখন প্রার্থনা করছেন উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিটি মানুষই। এমনিতেই ভারতবর্ষের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে এখন ফুটবলের পাওয়ারহাউস বলা হয়। মণিপুর-মিজোরাম-মেঘালয় থেকে এখন উঠে আসছেন ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটবলার। মনে করা হচ্ছে, ভারতীয় দল যদি বাংলাদেশের বিপক্ষে জয় দিয়ে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব শুরু করতে পারে, তাহলে এই অঞ্চলের তরুণ প্রজন্মকে আরও বেশি উৎসাহিত করা যাবে ফুটবলার হওয়ার জন্য।

তবে সাধারণ মানুষ যাই মনে করুন বা মানোলো যতই সুনীলকে দলে নেওয়ার জন্য ব্যাখ্যা দিন না কেন, এদেশের বেশিরভাগ ফুটবল পণ্ডিতই এতে অশনিসংকেত দেখছেন। বিশেষ করে কয়েকজন তরুণ ফুটবলারের ভবিষ্যতের উপর প্রশ্নচিহ্ন পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। একইসঙ্গে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেকে নিয়েও। চোটের জন্য তিনি শিবিরে যোগ দেননি। আদৌ পরে যোগ দেবেন কিনা তার কোনও আভাস দলসূত্রে পাওয়া যায়নি। তিনি শেষপর্যন্ত দলে যোগ না দিলে ইরফান ইয়াদওয়াদ হয়তো সুযোগ পেতে পারেন, নাহলে এবারের আইএসএলে নজরকাড়া ইরফানের পক্ষে গেম টাইম পাওয়া কঠিন হতে পারে। ঠিক তেমনি দলে সুযোগই পাননি ডেভিড লালহালানসাঙ্গা ও এডমুন্ড লালরিনডিকা। অথচ দুইজনকেই ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ স্ট্রাইকার বলে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু দুইজনকেই শিবিরে ডাকা হয়নি। যা খবর তাতে ছাঙ্গতেকে ছাড়া ২৫ জনের দল নিয়েই খেলা হবে। নতুন কাউকে আর ডাকা হচ্ছে না।

যা আদৌ ভারতীয় ফুটবলের জন্য সুখবর নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। সুনীলকে ফিরিয়ে এনে তরুণদের জাতীয় দলে ঢোকার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়াকে মেনে নিতে আপত্তি রয়েছে বহু ফুটবল পণ্ডিতেরই। বাংলাদেশ ম্যাচে খারাপ ফল হলেই হয়তো এঁদের প্রকাশ্যে মুখ খুলতে দেখা যাবে।

আবার জাতীয় ফুটবল দলের মহীরূহ হয়ে ওঠার প্রস্তুতিতে সুনীল ছেত্রী।

কারাবাও কাপ নিউক্যাসলের

লন্ডন, ১৬ মার্চ : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের পর কারাবাও কাপ ফাইনাল। আবার হারের মুখ দেখল লিভারপুল। রবিবার ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ফাইনালে তাদের ১-২ গোলে হারিয়ে দেয় নিউক্যাসল। ৪৫ মিনিটে ড্যান বার্নের গোলে নিউক্যাসল এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আলেকজান্ডার ইসাক ব্যবধান বাড়ান। খেলার একেবারে শেষলগ্নে পরিবর্তে ফেডেরিকো চিয়েসা লিভারপুলের হয়ে একটি গোল ফেরালেও কাজে আসেনি।

চ্যাম্পিয়ন শচীনরা

রায়পুর, ১৬ মার্চ : ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার্স লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল শচীন তেন্ডুলকারের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া মাস্টার্স। রবিবার ফাইনালে তারা ৬ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ মাস্টার্সকে হারিয়ে দেয়। ভারতীয়দের জয়ের নায়ক আম্বাতি রায়াডু। ৫০ বলে তিনি ৭৪ রান করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৮ রান করে। লেন্ডল সিমন্স ৫৭ ও ডোয়েন স্মিথ ৪৫ রান রেখে এসেছেন। ব্রায়ান লারা আউট হন ৬ রানে। বিনয় কুমার ২৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ইন্ডিয়া মাস্টার্স ১৭.১ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয়। শচীন করেছেন ২৫ রান।

স্মরণে

ঁঅভিরাজ কুণ্ডু (সানি)

আসা : ২২/০৭/৮৫ যাওয়া : ১৭/০৩/২৩

দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে অশ্রুসিক্ত নয়নে তোমায় স্মরণ করি। যেখানেই থাকো ভালো থেকো, শান্তিতে থেকো। **শোকাহত : বাবা, মা ও পরিবারবর্গ, মাস্টারদা লেন, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।**

খবর সংক্ষেপে

সূচনা রেফারি অ্যাকাডেমির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মার্চ : রবিবার উদ্বোধন হয়ে গেল আইএফএ-এর তৈরি রেফারি অ্যাকাডেমির। প্রথম দিনে দশজন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে রেফারিংয়ের পাঠ দেবেন সুব্রত সরকার, প্রদীপ নাগের মতো বিশিষ্ট রেফারিরা। প্রতি শনিবার ও রবিবার আইএফএ অফিসে রেফারি অ্যাকাডেমির ক্লাস নেওয়া হবে বলেই জানা গিয়েছে।

জিতল শ্রীভূমি

কলকাতা, ১৬ মার্চ : মহিলাদের জাতীয় লিগে সেতু এফসি-কে ৩-২ গোলে হারাল শ্রীভূমি এফসি। জয়ী দলের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন বালা দেবী। সেতু এফসি-র হয়ে গোল করেন হাদজা নন্দাগো ও লিসাম বাবিনা দেবী। এই জয়ের সুবাদে ৮ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে তৃতীয় স্থানে রয়েছে শ্রীভূমি। সমসংখ্যক ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল।

ড্র ইউনাইটেডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মার্চ : আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনের ম্যাচে বেঙ্গালুরু ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ড্র করল ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব। ম্যাচটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়েছে। আপাতত ১০ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ইউনাইটেড। ৯ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ডায়মন্ড হারবার।

শান-ই-মহমেডান পাচ্ছেন অতনু-আব্দুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মার্চ : এই বছর শান-ই-মহমেডান পুরস্কার পাচ্ছেন প্রাক্তন ফুটবলার অতনু ভট্টাচার্য ও আব্দুল খালেক। ১৯৮১ সালে কলকাতা লিগ জয়ের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা ছিল গোলরক্ষক অতনুর। নাগপুর থেকে উঠে আসা আব্দুল খালেক নয়ের দশকে দাপিয়ে খেলেছেন কলকাতা ময়দানে। আগামী রবিবার এই দুই ফুটবলারের হাতে সম্মান তুলে দেবেন মহামেডান কর্তারা। গত বছর অতনুকে শান-ই-মহমেডান দেওয়ার কথা থাকলেও শেষপর্যন্ত অনুষ্ঠান বাতিল হয়।

জয়ী যুব শান্তি, ইউনিভার্সাল

ক্রান্তি, ১৬ মার্চ : ক্রান্তি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ১০ দলীয় ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগে রবিবার যুব শান্তি পুলিশ ফাঁড়ি ৩ উইকেটে হারিয়েছে ফিনিক্স একদশকে। প্রথমে ফিনিক্স ১১.৫ ওভার ৮০ রানে গুটিয়ে যায়। সুরজ সোরেন ১৭ রান করেন। মমিনুল ইসলাম ও আজগর আলি উভয়েই নিয়েছেন ৪টি করে উইকেট। জবাবে যুব শান্তি ১১.৫ ওভারে ৭ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। আশিস গোঁফ ১৭ রান করেন। করণ ওরাওঁ ১৯ রানে নেন ২ উইকেট। ম্যাচের সেরা মমিনুল।

ইউনিভার্সালি একাদশ ৩৯ রানে ক্রান্তি নাইট রাইডার্সকে হারিয়ে দেয়। প্রথমে ইউনিভার্সালি ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৮ রান তোলে। আরিফ ইসলাম পাপ্পু ৩৮ বলে ৭৯ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন। জবাবে নাইট রাইডার্স ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৯ রানে আটকে যায়। অরূপ বিশ্বাস বাবাই ২২ রান রেখে এসেছেন। হাবিব আলম ৩০ রানে নেন ২ উইকেট। ম্যাচের সেরা আরিফ।

৩ উইকেট দেবর্ষির

জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ স্কুল অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে রবিবার ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয় ৮ উইকেটে জলপাইগুড়ি পাবলিক স্কুলকে হারিয়েছে। প্রথমে পাবলিক স্কুল ৫৯ রানে গুটিয়ে যায়। দেবরাজ দাস ১০ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে ফণীন্দ্র ১১ ওভারে ২ উইকেটে ৬০ রান তুলে নেয়। জয়দীপ রাউত ২৩ রান করে।

অন্য ম্যাচে ধূপগুড়ি হাইস্কুল ১৫ রানে সোনাউল্লা হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। ধূপগুড়ি প্রথমে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১১২ রান তোলে। আবির ঘোষ ৩৪ রান করে। রিয়াজ মহম্মদ ১২ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে সোনাউল্লা ৯৭ রানে অল আউট হয়। সৈকত সেন ২১ রান করে। দেবর্ষি বসাক ১২ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

ফাইনালে ডিয়ার

মালবাজার, ১৬ মার্চ : সৎকার সমিতি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল ডিয়ার ইলেভেন। রবিবার প্রথম কোয়ালিফায়ারে তারা ৫ উইকেটে রিভেঞ্জার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে রিভেঞ্জার্স ১১.৫ ওভারে ১২০ রানে অল আউট হয়। লোকেশ চৌহান ২ উইকেট নেন। জবাবে ডিয়ার ৮.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১২১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা লোকেশ ৫৫ রান করেন।